

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকালয়

২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ



২৯, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা থেকে ডি, সি, ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীপতি প্রেস, ১৪, ডি, এল, রায় স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত। "পিপলস্ এজ" পত্রিকায় প্রকাশিত চিত্তপ্রসাদের একখানি ছবি অবলম্বনে প্রচ্ছদপট অঙ্কিত হয়েছে।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'তরঙ্গ' নাটকখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এই নাটকটীতে আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রাথমিক প্রচেষ্টা পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর পল্লীজীবনে যে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়াছে। নবজাগ্রত স্বাধীনতা-স্পৃহা গ্রাম্য সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে নূতন শক্তি ও সংকল্প-দৃঢ়তার সঞ্চার করিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান সংগ্রামের বৈদ্যুতী-শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব করিয়াছে—অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে তাহারা দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম তাহার মধ্যে জমিদার, পুলিশ ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য তাহাদের শোষণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে একযোগে দাঁড়াইয়াছে। এই অর্থনৈতিক বিরোধের মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রথম সূচনা আত্মপ্রকাশ করিয়া আরও ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত বহন করিতেছে। আবার গ্রামের এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থলে মঞ্জরীকে লইয়া পারিবারিক বিক্ষোভের একটি ক্ষুদ্র আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই বিচিত্র ও বহুমুখী বিক্ষোভের কাহিনী নাট্যকার সুকৌশলে তাঁহার নাটকটীর মধ্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। অবশ্য ব্যাপক আন্দোলনের চিত্রাঙ্কন যেখানে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে নাটকে পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচয় গৌণ হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে আমরা দেখি এক ঘনায়মান দুর্য্যোগের পটভূমিকায়, এক বিরাট সর্ব্বব্যাপী গণ-আন্দোলনের অংশরূপে। ইহাদের প্রাণশক্তি এই সংগ্রাম-চাঞ্চল্যের ঘূর্ণীবেগের সহিত একাত্ম রূপেই অনুভূত হয়। যে অগ্নিতে আমাদের প্রাচীন সংস্কার ও জীবন-ব্যবস্থা ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছে, ইহারা তাহারই ইন্ধন ও ফুৎকার-বায়ু। কাজেই ইহাদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রত্যাশা করা যায় না। নাট্যকার এই বৈপ্লবিক শক্তির সমস্ত উত্তাপ ও

উত্তেজনা তাঁহার নাটকে ধরিয়াছেন—একটা বিশাল তরঙ্গাভিঘাতের চাঞ্চল্য ও গতিবেগ নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে, উহার পাত্র-পাত্রীদের আচরণ ও সংলাপের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষা মানবিক আবেগকে অধিকতর পরিস্ফুট ও বাস্তবধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। মোটের উপর, আলোচিত নাটকটী লেখকের নাটকীয় দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আশা করি গ্রন্থটী শীঘ্রই রঙ্গমঞ্চে স্থান লাভ করিবে ও নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের প্রীতিসম্পাদন করিয়া ইহার নাট্যোৎকর্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবে।

২০শে মে, ১৯৪৭
৩১নং সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
[রামতনু অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

নিবেদন

পূর্ববঙ্গের পটভূমিতে এই নাটক রচিত বলে গ্রাম্য লোকের মুখে পূর্ববঙ্গের ভাষাই দিতে হ'ল। তবে সমগ্র নাটকে আঞ্চলিক সংলাপ ব্যবহারে অভিনয়কালে একটু রসভঙ্গ হতে পারে এই ভেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মুখে পশ্চিমবঙ্গের চলতি সংলাপ দিলাম। এই মুড়িমুড়কির সংমিশ্রণ খেতে বোধ হয় সুস্বাদুই হবে। তবে সঙ্গতি রক্ষার জন্যে অভিনয়ের সময় বিশুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় উচ্চারণ না ক'রে সংলাপে সামান্য পূর্ববঙ্গীয় সুর দিতে পারলে ভাল হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মফঃস্বলে অভিনয়কালে কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করে পূর্ববঙ্গের সংলাপকে স্থানীয় গ্রাম্য সংলাপে রূপান্তরিত ক'রে নিলে অভিনয় বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। থিয়েটারের বাঁধা স্টেজে অথবা যাত্রার খোলা আসরে দুভাবেই এই নাটকের অভিনয় করা সম্ভব। অঙ্কিত দৃশ্যপটের পরিবর্তে পটভূমিকায় প্রতীক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

এই নাটক রচনায় বহু সুহৃদের কাছ থেকেই উৎসাহ ও পরামর্শ পেয়েছি; তন্মধ্যে বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের সংলাপ সংশোধনে বন্ধুবর অনাদিনাথ পাল, নাটকের মঞ্চ-সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্য রায়, নাটকের আঙ্গিক বিচারে সহকর্মী মৃগাঙ্ক ঘোষ এবং নাটকের সাহিত্য বিচারে অধ্যাপক ডক্টর সুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত পরামর্শ দিয়ে আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করেছেন। প্রবাসীর সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র, নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার চৌধুরী, তরুণ কথাশিল্পী ধীরেন রায় ও মৃণাল সেন এই নাটক সম্পর্কে আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন তাতে তাঁদের কথাও স্বতঃই এই প্রসঙ্গে মনে উদিত হয়। অবশেষে আমার সহধর্মিণী সবিতা দেবী দিনের পর দিন ধৈর্যের সহিত প্রতিটি দৃশ্য শুনে এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আমাকে নাট্যরচনায় যেভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাতে তাঁর ঋণ স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞ থেকে যাব। এঁদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিপুষ্ট আমার এই নাট্যপ্রচেষ্টা লোককে আনন্দদানে সক্ষম হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করব। ইতি—

গ্রন্থকার

চরিত্র-পরিচয়

শশী ঘোষ	... ...	বৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতা
অমর	... ...	শশীবাবুর ছেলে
নিখিল	... ...	অমরের বন্ধু
বিপিন ঘোষ	... ...	তালুকদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট
গোপাল	... ...	কাঠের মিস্ত্রী
নন্দ	... ...	গোপালের ছেলে
ফেলু	... ...	গোপালের প্রতিবেশী
রজ্জব ব্যাপারী	... ...	মুসলমান জোতদার
মাইনুদ্দীন	... ...	গ্রামের কৃষক
শেরালী	... ...	ঐ
মহীউদ্দীন	... ...	জাতীয়তাবাদী মুসলমান যুবক
চেরাক আলী	... ...	দফাদার
গগন	... ...	চৌকিদার
বঙ্গ চক্রবর্তী	... ...	ইউনিয়ন বোর্ডের কেরাণী
নিবেদিতা	... ...	শশীবাবুর বিধবা বোন
বেলা	... ...	শশীবাবুর পৌত্রী
মঞ্জরী	... ...	গোপালের মেয়ে

সার্কেল অফিসার, দারোগা, হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসিগণ, মহিলাগণ, কনেস্টবল ও সশস্ত্র পুলিশগণ, দেশী ও গোরা সৈন্যগণ প্রভৃতি।

মা, ছোটবেলা গ্রাম্য জীবন নিয়ে নাটক লিখে যখন গ্রামে অভিনয় করতাম তখন তোমার দু'নয়ন থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ত। আমার খেলা-সঙ্গীদের কত আবদার তুমি সেদিন নীরবে হাসিমুখে সহ্য করতে। তাই আজ স্মৃতি-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার এই রচনা তোমারই চরণোদ্দেশে উৎসর্গ করলাম।

তরঙ্গ

প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[গোপাল মণ্ডল কাঠের মিস্ত্রী—জাতে নমঃশূদ্র। রোজ হিসেবে ঠিকা কাজ ক'রে জীবিকা অর্জন করে, কায়ক্লেশে সংসার চালায়। বয়েস পঞ্চাশের কিছু কম। চুল আধাআধি কাঁচাপাকা। গায়ে একটা গেঞ্জী, পরণে একখানি ছোট কাপড়। কাপড়টা প্রায় হাঁটুর ওপর উঠেছে। কর্মঠ চেহারা। উপুড় হয়ে একখানি ছোট করাত দিয়ে এক টুকরো কাঠ চিরছে। যন্ত্রপাতি ভরা একটা কাঠের বাক্স পাশেই পড়ে আছে আর রয়েচে খানকয়েক কাঠের টুকরো। পেছনে দেখা যাচ্ছে খড়ের ঘরের দাওয়া। অবিবাহিত যুবতী কন্যা মঞ্জরীর প্রবেশ]

মঞ্জরী। বাবা, বাবা, ভূঞা বাড়ীর মাইজা ছেইলারে পুলিশে ধইরা নইয়া গেল।

গোপাল। [মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে] ধইরা নইয়া গেল! কে কইল ত'রে?

মঞ্জরী। আমাগ বাড়ীর পিছনের সড়ক দিয়াই ত নইয়া গেল। আমি ঘাটে বাসন মাজতেছিলাম। ছয় সাতটা পুলিশ আর একজন দারগা। দেইখা ডরে মরি।

[গোপাল আবার করাত চালাতে থাকে]

গোপাল। তা ত'র ডর কি? আমরা গরীব নোক খাইটা খাই··· নে, এট্টু তামুক নাগাছে।

[মঞ্জরী কল্কেটা নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে যায়। প্রবেশ করে মুসলমান যুবক মহীউদ্দীন। তার বাবা একজন গরীব কৃষক। মহীউদ্দীন গ্রাম্য পাঠশালা থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিল, কিন্তু বাপ গরীব হওয়ায় হাই স্কুলে ভর্তি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। চাষ-বাসের কাজে বাপকে তার সাহায্য করতে হয়; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার দিকে তার বড় ঝোঁক। ছোটবেলা তার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল একদিন সে হাকিম হবে। গ্রামের ঘোষবাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাব—বিশেষ ক'রে অমরের সঙ্গে। অমরকেই আজ পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে]

মহী। দোস্তরে আজ পুলিশে ধইরা লইয়া গেল মিস্তরীকাকা।

গোপাল। শুনলাম ত মণ্ডুর মুখে। ক্যান্ ধল্ল কইতে পার ?

মহী। দোস্তগ ঢেকিঘরে নাকি গন্ধক সোরা আর কি কতকগুলিন জিনিস পাওয়া গেছে।

গোপাল। [কপালে জ্র তুলে] কও কি !

মহী। শুনলাম ত এই রকমই। আমার কিন্তু সন্দ অয় এই ব্যাপারে আর কারো চালাকি আছে।

গোপাল। চালাকি ! চালাকি আবার থাকব কার ?

[মহীউদ্দীন গোপালের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি বলল]

তা অইতে পারে, তা অইতে পারে। তুমি অয়ত অনুমান ঠিকই করছ মহী।

মহী। দোস্তর উপর বড় ভুঞার জবর রাগ।

গোপাল। বড় ভুঞার কতা আর কও ক্যান্। সেইদিন গাইটা আমার দড়ি ছিড়া বড় ভুঞার কালাই ক্ষেতে গেল—চাকর দিয়া তিনি গাইটারে খোয়াড়ে পাঠাইলেন। আমি গিয়া কত কাকতি-মিনতি কল্লাম, তার যদি একটু দয়া অইল। পাচ সিকার পয়সা দণ্ড দিয়া তবে আমি গাইটারে খালাস কইরা আনি।

মহী। ঐ রকমই। বাজারে তোলা আদায়ের লেইগা কি বড়ভুঞা কম জুলুম করেন ? গগন চকিদার আর চেরাক আলী দফাদার ত য্যান্ দুইটা যমের দূত—চাষীর কাছে ভাল জিনিস দেখলেই চিলের মতন ছো মাইরা নেয়।

গোপাল। তা মালিকের তোলা না দিয়া উপায় কি ?

মহী। মালিক আছে খাজনা নিব, কিন্তু তোলার নাম কইরা যে খাজনার চাইর গুণ আদায় অয়। তা আবার বড় ভুঞা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, তোলা তোলান চকিদার-দফাদার দিয়া।

গোপাল। তাতেই ত সুবিদা, কারো কিছু কইবার জো থাকে না।

মহী। সেইদিন বাজারের মধ্যে দোস্তর লগে বড় ভুঞার খুব খেচাখেচি।

গোপাল। কি লইয়া ?

মহী। মাইনুদ্দীন চাচার একটা বড় তরমুজ তোলা বাবদ দফাদার নিতে চাইলে সে তাতে আপত্য করে। বড় ভূঞা তখন ছুইটা আইসা মাইনুদ্দীন চাচারে ধমকাইতে থাকেন। দোস্ত কি বলতে গেছিল—বড় ভূঞা তাতে রাইগা আগুন।

গোপাল। তা ত রাগবই।...মঞ্জু, মঞ্জু!...কল্কি নইয়া যে মাইয়া ভিতরে গেল আর আসনের নাম নাই।

[নেপথ্যে বহু কণ্ঠে ধ্বনি, 'বন্দেমাতরম্, আল্লা হু আকবর, ভারত মাতাকী জয়, দেশের তরে মরতে হবে—ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে হবে'—ইত্যাদি গোপাল ও মহীউদ্দীন গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে, কারা ধ্বনি দিচ্ছে]

মহী। ইস্কুলের ছাত্ররা মিছিল কইরা যাইতেছে। তোমার নন্দারেও য্যান্ দেখতেছি মিস্তরীকাকা।

গোপাল। অর কতা আর কইও না—সবখানেই আছে। বাড়ীতে থাকে কতক্ষণ। মিস্তরীর পোলা—তার কি আর ল্যাকাপড়া অইব। সময় নাই গময় নাই, ক্যাবল নাট্টুর মত ঘুইরা বেড়ায়।...ছাখ, মাইয়ার কাণ্ড ছাখ! মঞ্জু, মঞ্জু!

মঞ্জরী। [অন্দরে] ক্যান্ বাবা।

গোপাল। ক্যান্ বাবা! তরে তামুক সাগাইতে কইলাম না!

[মঞ্জরী সলজ্জভাবে প্রবেশ করল এবং অধোবদনে দাঁড়াল। গোপালের কাঠ চেরা শেষ হয়ে গেছে। করাতটা মাটিতে রেখে চেরা কাঠ দুটোকে হাতে নিয়ে একবার ঠক্‌ঠক্ করে ঠুকল। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল]

ও! তামুকের ডিবা বুজি...? তা এতক্ষণ কস্ নাই ক্যান্? মহীর কাছে নজ্জা!...মহী, বাবা তামুক ছাড়া ত থাকতে পারি না। গেল আটে দুইটা নাঙ্গল নইয়া গেলাম, একটা জলের দরে বেচতে অইল আর একটা নইয়া ফিরা আইলাম। কাজকম্মে তেমন জুৎ নাই......একটু তামুক যে খামু......

মহী। তামুক পাঠাইয়া দিমুনে।...আইচ্ছা উঠি। মনটা ভাল লাগতেছে না।

গোপাল। ছাখ, ছাইড়াও দিতে পারে।

মহী। না কাকা, পুলিশে ধল্লে সহজে ছাড়ে। কতায় কয়, বাঘে ছুইলে আঠার ঘা।

[মহীউদ্দীনের প্রস্থান]

গোপাল। ক্যাবল তামুকের ডিবাই খালি—না হাড়িও ?

মঞ্জরী। কাইল ত মাত্র তিন পোয়া চাউল আনছিলা।

গোপাল। ও, তা অইলে লক্ষীর ভাণ্ডারও পূর্ণ। তা কইতে অয়। [উইংসের কাছে গিয়ে] মহী, মহী, ও মহী !…[অন্তরীক্ষে দূরাগত কণ্ঠস্বর, 'আমারে ডাকছেন' ?] হ, হ। তোমারেই। শুইনা যাও। [মেয়ের দিকে এগিয়ে এসে] বরাত য্যামন করছি। খাটি ত আর কম না—তবু য্যান্ আউগায় না। আইজ বিয়ানে বুজি কিছুই জোটে নাই মা ? য্যামন কপাল লইয়া আইছস—না অইলে এই বয়সে ত'গ' মা মরব ক্যান্ ! [মহীউদ্দীনের পুনঃ প্রবেশ] আইছ ? মা আমার লজ্জায় মুখ ফুইটা কইতে পারে নাই। আর দুই চাউলের কাম চালাইয়া দিতে পার ? ব্যাপারী বাড়ীর নৌকা ম্যারামত কল্লাম, তার মজরীটা আইজও পাইলাম না। কি যে টানাটানিতে পড়ছি…

মহী। আইচ্ছা, তার লেইগা কি আর ঠেইকা থাকব।

[মহীউদ্দীনের প্রস্থান]

গোপাল। মহীর মতন পোলা কমই দেখা যায়। ও যদি মুসলমান না অইয়া ইন্দু অইত…

[গগন চৌকিদারের প্রবেশ। গগনকে দেখে মঞ্জরীর বিদ্যুৎবেগে প্রস্থান। প্রস্থানরত মঞ্জরীকে গগনের অপলক দৃষ্টিতে অবলোকন, পরে মুখে মৃদু হাসি। গোপাল কর্মরত]

বস, গগন বস। গেছিলা কৈ ?

গগন। বড়ভুঞা ডাইকা পাঠাইছিলেন—গেছিলাম তেনারে কাছে।

গোপাল। ও !…আইচ্ছা, ছোট ভুঞা ত সেইদিন জেল থেইকা বাইরইল। দ্যাশে গোলমালও কিছু নাই। এই সময় আবার অমররে পুলিশে ধল্ল ক্যান্ কও ত ?

গগন। ক্যান্ ধল্ল কি কইরা কমু মণ্ডলখুড়া। এই বাবুগ ধইরা নেয়—আবার এই বাবুগ ছাইড়া দেয়—সরকারের য্যামন মর্জি।

গোপাল। সরকারের মর্জি—না আর কারো কারসাজি ?

গগন। কারসাজি !

[গগন না বুঝবার ভান করে গোপালের মুখের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থাকে]

গোপাল। অবাক অইও না। আইচ্ছা, সত্য কইরা কও তো গগন, এর মধ্যে বড় ভুঞা আছেন কিনা ?

গগন। বড় ভুঞা ! তুমি কও কি মণ্ডলখুড়া !

গোপাল। তা না অইলে অমর কি পাগল অইছে যে গন্দকসোরা সে ঢেকিঘরে রাখতে যাইব ! গ্যাখ, সরিকানা বিবাদ সব সংসারেই থাকে, তা বইলা শত্রুতা উদ্ধারের জন্য কি ক্যাও ঘরের ছেইলারে পুলিশের আতে সইপা দেয় !

গগন। [মুখে একটু আতঙ্কের ছাপ। অপ্রস্তুত কণ্ঠে] তা আমি কি কমু মণ্ডলখুড়া। প্যাটের দায়ে চাকরি করি। তোমার মত আতের কাজ জানলে বা একটু খ্যাতখামার থাকলে আর দশ টাকা মায়নায় এই গোলামী কত্তাম না। রাত্রে পাহারা দিতে বাইরই পোলাটারে দীনু মাজির বাড়ী রাইখা, নাইলে তারে গ্যাখে কে ? ঘরে মাইয়া ছাইলা না থাকলে যে কি কষ্ট…

গোপাল। তোমারে ছাইড়া পোলা থাকতে পারে ?

গগন। দুঃখের কতা আর কও ক্যান্ মণ্ডলখুড়া। গেল রবিবার থানায় গেলাম আজিরা দিতে—এক রবিবারও ত না গেলে উপায় নাই—পোলাটারে রাইখা গেলাম দীনুর বউর কাছে। ফিরতে একটু রাইত অইল। মাঠের মধ্যে আইসাই শুনি পোলাটার চিৎকার। পরাণটা ছ্যাৎ কইরা উঠল। দৌড়াইয়া আইসা বুকে নইলাম। বুকে মাতা গুইজা সে কি ফোপাইয়া ফোপাইয়া কান্দন।

গোপাল। দুদের স্বাদ কি গোলে মিটে।

গগন। আর কও ক্যান্ ? মা-মরা পোলা, মার নেইগাই তার পরাণ পোড়ে। মার অভাব কি বাপে মিটাইতে পারে মণ্ডলখুড়া…

গোপাল। তা আবার একটা বিয়া কল্লেও ত পার ?

গগন। আমারে মাইয়া দিব কে ?

গোপাল। ক্যান্ ?

গগন। গরীবেরে ক্যাও মাইয়া দেয়!···সেইদিন সোনাই মণ্ডল কইতেছিল তোমার মঞ্জুর কতা। সেও ত ডাঙ্গর অইল।

গোপাল। তা তো অইছেই; কিন্তু কি করি। বিয়া যে দিমু, টাকাকড়ি কৈ?

গগন। [সলজ্জভাবে] টাকার নেইগা কি আর ঠেইকা থাকব। কতই আর নাগব। তিন কুড়ি, না অইলে চাইর কুড়ি? তা কি দেওন যায় না! কিন্তু তুমি ত রাজী অইবা না······

গোপাল। আমি অরাজী অমু ক্যান্।

গগন। তবে তো এই মাসেই অইতে পারে।

গোপাল। আইচ্ছা ভাইবা দেখি।

গগন। এর মধ্যে ভাবাভাবি কি আছে মণ্ডলখুড়া···মঞ্জুরে যদি আমার আতে দেওই তার কি আর অযত্ন অইব?

গোপাল। তা অইব ক্যান্। আইচ্ছা দেখি, মহী কি কয়।

গগন। [একটু রাগতভাবে] মহী! মহী আবার কইব কি? সে তোমার কুটুম, না গেয়াতি!

গোপাল। কুটুমও না, গেয়াতিও না। সময়-অসময়ে সাহায্য করে—ভালমন্দ সব কাজেই তার পরামর্শ নই।

গগন। হু! সে যদি না করে?

গোপাল। [মৃদু হেসে] না করব ক্যান্!

গগন। ধর না, যদি না-ই করে?

গোপাল। ভাইবা দেখুম।

গগন। ভাইবা ঘাখবা!···তোমার মাতা খারাপ অইছে মণ্ডলখুড়া, তোমার মাতা খারাপ অইছে। যা কইলা কইলা আমার কাছেই কইলা, আর কারো কাছে কইও না। নোকে তোমারে পাগল কইব—মুখে গু তুইলা দিব—হুকা বন্দ করব। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

[বেগে প্রস্থানোদ্যত ও নন্দর প্রবেশ]

নন্দ। চকিদার দাদা, যাও ক্যান্? শোন, শোন একটা কতা।

গগন। [রাগতভাবে] ক' কি কবি।

নন্দ। চকিদারী তোমার ছাইড়া দিতে অইব।

গগন। চকিদারী ছাল্লে খামু কি?

নন্দ। মানুষের বাড়ী কামলা খাইটা খাইবা।

গগন। তুই যখন টাকাইতা নোক অবি তখন ত'র বাড়ী কামলা খাইটা খামু।

নন্দ। মশকরার কতা না। চাকরি না ছাল্লে গেরামের বেবাক নোক তোমারে একঘইরা করব। জান, আইজ সভায় কি ঠিক অইল ?

গগন। কা'গ সভায় ?

নন্দ। আমাগ ছাত্রগ সভায়।

গগন। কি ঠিক অইল ?

নন্দ। বাজারে তোলা বন্দ করণ নাগব।

গগন। [শ্লেষের হাসি হেসে] কবে থেইকা ?

নন্দ। আ'সনের কতা না। দেইখ কি অয়।

গগন। কি আর অইব—অইব আ'তির পাচ পাও! অমরবাবু বুজি ইস্কুলে ত'গ' এই সবই শিখাইত! বড় ভুঞা ত মিত্যা কয় না···

গোপাল। পোলাপানের কতা ধর ক্যান্!

গগন। পোলাপান! কতাগুলি বুজি পোলাপানের মত!···আইচ্ছা আসি মণ্ডলখুড়া। পোলারে তুমি ভাল কইরা ল্যাকাপড়া শিখাইও, কালেদিনে ও দারগা অইব।

[গগনের প্রস্থান। কাজ ফেলে রেখে এসে গোপাল নন্দর গালে এক চড় বসিয়ে দিল]

গোপাল। তুমি পোলাপান, পোলাপানের মত থাকবা। তোমার মুখে বড় বড় কতা ক্যান্! দিন দিন জ্যাটা অইয়া উঠতেছে।

[চড় খেয়ে নন্দ শক্ত হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। গোপালের রাগ তাতে আরো বেড়ে গেল। নন্দর কান ধরে টানতে টানতে]

যা, আমার সামনে থেইকা যা। যা আমি ভালবাসিনা তাই হারামজাদা করব। যত বড় মুখ না তার তত বড় কতা ······

[কান ধরে টান্তে টান্তে নন্দকে নিয়ে গোপালের প্রস্থান। পর্দা]

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। সামনে বারান্দা। ভিতরে বড় ভুঞা বিপিন ঘোষ ও কেরাণী বঙ্গ চক্রবর্তী বসে ইউনিয়ন বোর্ড সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছেন। পাশে মাটিতে বসে আছে গগন চৌকিদার। কানেস্তারা পেটাতে পেটাতে নন্দর প্রবেশ]

নন্দ। আইজ থেইকা এই বাজারে তোলা বন্দ। তোমরা ক্যাও তোলা দিবা না। বাজারে তো-লা বন্দ-ক-র-অ......[চীৎকার করে বলতে থাকবে]

[বঙ্গ চক্রবর্তী ও গগন চৌকিদার বেরিয়ে এল

বঙ্গ। এই ছোঁড়া চুপ কর্।

নন্দ। [আরো চেঁচিয়ে] বাজারে তোলা বন্দ কর।

বঙ্গ। চুপ কর্। তোলা বন্ধ করাবে খন। ওষুধ আছেন ভেতরেই।

নন্দ। [আবার কানেস্তারা পিটিয়ে] তো-লা ব-ন্দ ক-র-অ। বাজারে-এ-এ তোলা বন্দ-অ ক-র-অ......

[ভিতর থেকে বিপিন ঘোষ বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নন্দ তাকে দেখে আরো চেঁচিয়ে বলতে লাগল—"তোলা বন্দ কর।"]

বিপিন। এই উল্লুক, চুপ করলি।

নন্দ। [কানেস্তারা পিটিয়ে] বাজারে তোলা বন্দ কর।

বিপিন। রসো, বন্ধ করাচ্ছি।

[বাঁ হাত দিয়ে নন্দর কান ধরে বিপিনবাবু ডান হাতে তার গালে কষে এক চড় মারল এবং হাত থেকে কানেস্তারা ও বাজাবার কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল]

কেমন, তোলা বন্ধ হয়েছে? বাঁদরামো করতে এয়েছে এখানে!

বঙ্গ। ওর কি দোষ কত্তা! এসব তো ছোট ভুঞারই কারসাজি। তা নইলে এই এক রত্তি ছেলে—তেঁতুল তলা দিয়ে গেলে যার মুখে দই জমে—সে আসে কোন সাহসে এখানে তোলা বন্ধের ঢোল দিতে—আর কিনা আপনারই মুখের উপর!

"দেখে শুনে ধান্দা লাগে,
বাইশ মণ লোহা বিড়ালে হাগে।"

বিপিন। এই ছোঁড়া, তোকে এই ঢোল দিতে বলেছে কে?

নন্দ। ছোট ভুঞা।

বঙ্গ। এই দেখুন ঠিক বলেছি কি না। আরে বঙ্গ চক্কোতির অনুমান কি কখনো মিথ্যে হয়।

বিপিন। [রাগে কাঁপতে কাঁপতে] ছোট ভুঞা! ছোট ভুঞা তোমায় ঘরে আগুন দিতে বললে তাই দেবে!

নন্দ। বারে তা ক্যান্ দিমু!

বিপিন। জ্যাঠামি ছাখ। মুখে মুখে কথা। [আরেক চড় মেরে] হাঁ রে গগন, ওর বাপ গোপাল তো কোন দিনই এমন বেয়াদপ ছিল না। চিরদিন আমাদের সামনে মাটির দিকে চেয়েই কথা বলেছে। এটা এল কোত্থেকে!

বঙ্গ। এটা হয়েছে মুনির ঘরে শনি। বংশের এক একটা কুলাঙ্গার হয় না—

বিপিন। তাইতো দেখছি।

বঙ্গ। কি আর দেখেছেন—

বিপিন। [গগনকে] তুই নিয়ে যা তো ছোঁড়াটাকে ধরে গোপালের কাছে। তাকে বলিস ছেলে সামলাতে।

বঙ্গ। আর বলিস, জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ভাল নয়।

বিপিন তার মানে?

বঙ্গ। মানে, আজ্ঞে ঐ গোপালও ছোট ভুঞার একটু বেশি অনুগত কিনা।

বিপিন। গোপালও কি এসবের মধ্যে……?

বঙ্গ। আজ্ঞে না, তা বলছিনে। তবে জানেন তো—এগুলি আবার ছোঁয়াচে রোগের মত…

বিপিন। রোগের তো ওষুধও আছে।

বঙ্গ। আজ্ঞে, তা আছে বই কি, তা আছে বই কি।

বিপিন। গগন, যা না ছোঁড়াটাকে নিয়ে……

[গগন এগিয়ে যেতেই নন্দ রেগে উঠল

নন্দ। গায় আত দিও না কইলাম চকিদার দাদা। আমিই যাইতেছি।

[নন্দর দ্রুত বেগে প্রস্থান]

বঙ্গ। হুঁ! আতুরের গন্ধ যায়নি তার তেজ ছাখ।

[সার্কেল অফিসার, দফাদার, লিটারেট কনেস্টবল, রজব আলী ব্যাপারীর প্রবেশ]

বিপিন। আসুন, আসুন। ভেবেছিলাম গেল হপ্তায়ই আসবেন।

সা-অফিসার। তা না করে এ হপ্তায় এসে আপনাকে অপ্রস্তুত করলাম নাকি ?

বিপিন। না না, অপ্রস্তুত আর কি। তা এসে ভালই করেছেন। অনেকগুলি বিষয়ে আপনার কাছে পরামর্শ নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

সা-অফিসার। আমার জন্যেই পথ চেয়ে ছিলেন দেখছি [মৃদু হাস্য]।

বিপিন। অনেকটা তাই বটে। ঘরেই বসবেন ? না যেরকম গরম—বাইরে ?

সা-অফিসার। মন্দ কি—বাইরেই বসা যাক না।

[চৌকিদার ও দফাদার ঘর থেকে খান কয়েক চেয়ার, একটা টেবিল ও একখানি বেঞ্চি বাইরে এনে পাতল। সকলে যথাযোগ্য আসনে বসল]

তারপর বলুন, এদিক্কার কি খবর ?

বিপিন। খবর মোটামুটি ভালই। তবে একদল লোক একটা গোলমাল পাকাবার ফিকিরে আছে।

সা-অফিসার। কারা ?

বিপিন। এই সব ছোট লোকের দল। মগজ বলে তো কোন বস্তু নেই ওদের। পরের কথায় নাচে।

সা-অফিসার। নাচছে কি নিয়ে ?

বঙ্গ। সবাই মিলে নাকি বাজারে তোলা বন্ধ করবে সার।

সা-অফিসার। এদের চালাচ্ছে কে ?

বঙ্গ। তা ঠিক বলতে পাচ্ছিনে, তবে ছোট ভুঞার উস্কানি আছে।

সা-অফিসার। শশীকান্তবাবুর ?

বঙ্গ। হ্যাঁ সার।

সা-অফিসার। তাতে তো তাঁরও লোকসান! বাজারের তিনিও তো একজন মালিক!

বঙ্গ। লোকসানের চাইতে লাভই হবে বেশি সার; কারণ এই পুরোণো বাজারটা ভেঙ্গে গেলে ঐ পাশের জমিতে তিনি একটা

নতুন বাজার বসাতে পারবেন। বারো সরিকের বাজার থেকে কতই বা লাভ হয়।

বিপিন। সে জন্যেই শশীকাকা সবার কাছে গেয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর ছেলে অমরকে আমিই পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছি।

রজ্জব। আমাদের পাড়ায়ও কিন্তু এই রকমই কানাঘুষা।

বিপিন। কেবল কানাঘুষা নয় ব্যাপারী সাহেব, লোকে এটাকে সত্য বলেই বিশ্বাস কচ্ছে। গোপাল মিস্তরী তো গগনের মুখের ওপরই স্পষ্ট একথা বলে দিয়েছে।

সা-অফিসার। কিরে, তাই নাকি ?

গগন। হ হুজুর।

চেরাক। মাইনুদ্দীন মিঞাও আমারে সেই কতাই কইল।

সা-অফিসার। হুঁ, আগুনটা তা হ'লে আর তুষানল নয়, দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়েছে। আপনাদের মুসলমান পাড়ায়ও এ নিয়ে খুব জটলা চলেছে, না ব্যাপারী সাহেব ?

রজ্জব। আমার বাড়ীতেই কাল একটা জমায়ৎ ডাকা হয়েছে।

সা-অফিসার। কাদের জমায়ৎ ? মুসলমানদের ?

রজ্জব। না, হিন্দুরাও আসবে।

সা-অফিসার। হঠাৎ আপনার বাড়ীতে !

রজ্জব। তোলা বন্ধ আন্দোলনে গ্রামবাসীরা আমাকেও জড়াতে চায়।

সা-অফিসার। জড়িয়ে পড়ুন না।

রজ্জব। না পড়েই বা উপায় কি। তোলা যখন মুছলমানেরাও দেয় তখন এর বিরুদ্ধে যাওয়া······

বিপিন। আপনি কেবল স্বজাতির কথাই ভাবছেন ব্যাপারী সাহেব। কিন্তু এই তোলা বন্ধ আন্দোলনের পরিণতির কথা একবার ভেবে দেখেছেন ?

সা-অফিসার। ভেবে দেখেছেন বলেই ত উনি এতে যোগ দিতে ইচ্ছুক।

রজ্জব। আপনিই বলুন, স্বজাতির বিরুদ্ধে যাওয়া কি ভাল ?

সা-অফিসার। নিশ্চয়ই নয়, তা যাবেন কেন !

বিপিন। বাজারে তোলা বন্ধ হলে কি ক্ষতি হবে শুধু আমারই ?

সা-অফিসার। তা নয় তো কি ?

বিপিন। কিন্তু আজ যদি এই তোলাবন্ধ আন্দোলন সফল হয় তবে

কালই বর্গাদাররা ব্যাপারী সাহেবকে বলবে "আমরা কর্জার ধান শোধ দিতে পারব না।" তখন উনি ঠেকাবেন কি ক'রে ?

সা-অফিসার। তখন উনি নিশ্চয়ই স্বজাতি বলে নিজের পাওনা ধান তাদের ছেড়ে দেবেন। কি বলেন ব্যাপারী সাহেব ?

রজ্জব। বিপিনবাবু হয়তো তাই মনে করেন।

সা-অফিসার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [উচ্চহাসি] কেমন বিপিনবাবু, উত্তর পেলেন তো ? যাক্ গে, সরকারী অফিসার হিসেবে এসব ব্যাপারে আমার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত। তবে কি জানেন বিপিনবাবু, গ্রামে আগুন লাগলে যে সবার ঘরই পুড়তে পারে অন্ততঃ এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি ব্যাপারী সাহেবের নিশ্চয়ই আছে।

বঙ্গ। হুজুর একেবারে মোক্ষম কথা বলেছেন।

সা-অফিসার। ব্যাপারী সাহেব, এসব বিষয়ে আপনি যা ভাল বোঝেন বিপিনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করুন। আপনারা থাকতে গ্রামে একটা হুজ্জৎ-হাঙ্গামা হয় এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আর হ্যাঁ, মুন্সী ?

কনেস্টবল। হুজুর।

সা-অফিসার। তোমার ফাঁড়িতে কতজন কনেস্টবল আছে ?

কনেস্টবল। তিনজন।

সা-অফিসার। আমি আজই থানায় যাব। থানা অফিসারকে বলব যাতে তিনি আরো দুজন কনেস্টবল তোমার এখানে পাঠান। দেখবে এ অঞ্চলে যেন কোনভাবে শান্তিভঙ্গ না হয়। আচ্ছা, তবে আজ ওঠা যাক।

বিপিন। বোর্ডের খাতাপত্র…… ?

সা-অফিসার। আমি তো আসছি দু'দিন বাদেই। তখন দেখা যাবে।

[সার্কেল অফিসার ও তাঁর পশ্চাতে বিপিনবাবু, রজ্জব আলী, বঙ্গ চক্রবর্তী, দফাদার ও কনেস্টবলের প্রস্থান। গগনও প্রস্থানোদ্যত হয়, কিন্তু বিপিনবাবু অঙ্গুলিসংকেতে তাকে চেয়ার টেবিলগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে বলেন। গগন মুখ ভার করে চেয়ার টেবিল সরাতে থাকে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় শশীবাবু ও তাঁর সঙ্গে লক্ষর প্রবেশ]

শশী। গগন, বিপিন কৈ রে ?

গগন। আইজ্ঞা, সার্কল বাবুরে আউগাইয়া দিতে গেছেন।

শশী। এই ছেলেটাকে বিপিন মেরেছে, তুই দেখেছিস ?

গগন। আইজ্ঞা, আইজ্ঞা……[মাথা চুলকান]

শশী। আইজ্ঞা আইজ্ঞা নয়, বল দেখেছিস কি না ?

[বিপিনবাবু ও বঙ্গ চক্রবর্তীর প্রবেশ]

বিপিন। কি হয়েছে ছোটকাকা ?

শশী। বিপিন, তুই ছেলেটাকে ধরে মেরেছিস ?

বিপিন। হ্যাঁ মেরেছি, তাতে হয়েছে কি !

শশী। না, গরীবের ছেলেকে মারলে আবার হবে কি ! একে তুমি মুনিব, তার ওপর দশ গ্রামের হাকিম হয়ে বসেছ।

বিপিন। ছোটকাকা, আপনি আমার আপন কাকা না হলেও কোনোদিন আমি আপনাকে অসম্মান ক'রে কথা বলিনি। কিন্তু…

শশী। কিন্তু আর তুমি আমার সম্মান রক্ষা করতে পাচ্ছ না। সম্মান অসম্মানের কথা ছেড়ে দে বিপিন। আমি বলি তোর এসব বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

বিপিন। বাড়াবাড়ি আমার, না আপনার ছোটকাকা ? ছোটলোক-গুলোকে আস্কারা দিয়ে কে মাথায় তুলছে ?

শশী। তুমি বঝি চাও তাদের জুতোর তলায় ফেলে পিষে মারতে ?

বিপিন। জুতোর সুখতলা পায়ের নীচেই থাকে ছোটকাকা।

শশী। এও বুঝি তোর জানা নেই বিপিন যে, যে-জুতো মানুষের পায়ে থাকে সময় সময় সে-জুতো মানুষের গালেও পড়ে।

বঙ্গ। ছোট ভুঞা, রাগের মুখে কি বলতে কি বলছেন !

শশী। চুপ করো চক্কোতি, তোমায় কথা বলতে হবে না। বিপিন, এ-মার আজ তুই গোপালের ছেলেকে মারিসনি—মেরেছিস এই গ্রামের সমস্ত গরীব প্রজাদের—যারা খাজনা দিয়ে তোর বুকের রক্ত যোগায় —আর—আর আজ মেরেছিস তুই আমাকে। আয় চল……।

[নন্দর হাত ধরে শশীবাবুর বেগে প্রস্থান। বিপিন, বঙ্গ চক্রবর্তী ও গগন খানিকক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল]

গগন। ছোট ভুঞা জবর রাইগা গেছেন।

বঙ্গ। বাপ্ রে, এমন রাগ আর তাঁর কখনো আমি দেখিনি।

বিপিন। [কুটিল হাসি হেসে] ছেলেটা সন্ত ফাটকে গেছে, তাই। দু'দিন গেলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।……চলুন, ঘরের মধ্যে চলুন।

[তিনজনের ঘরে প্রবেশ। আলো নিভে যাবে]

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[রজ্জব আলী ব্যাপারীর বাইরের দিক্‌কার বসবার ঘর। তোলা বন্ধ সম্পর্কে পরামর্শের জন্ত হিন্দু মুসলমানের মিলিত সভা বসেছে। মহীউদ্দীন, মাইনুদ্দীন, রজ্জব আলী, গোপাল, নন্দ এবং গ্রামের আরও কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত]

মাইনুদ্দীন। [গোপালকে] কও মিস্তরী দাদা, তুমিই আগে কও যে এখন আমাগ কি করণ উচিত।

গোপাল। তোমরা পাঁচজনে মিলা যা করবা আমি তাতেই আছি। আমি আবার নতুন একটা কি কমু।

মাইনুদ্দীন। বিনা দোষে মিস্তরী দাদার পোলাটারে মাইরা পাট পাট কল্ল। এর একটা পিরতিকার কত্তেই অয় ব্যাপারী সাব।

রজ্জব। মারাটা উচিত হয় নাই একথা আমিও কইতেছি। কিন্তু বিপিনবাবু গ্রামের জমিদার। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা কি লইড়া উঠতে পারবা মিঞা ?

মহীউদ্দীন। জমিদার ত ভারী। ক্যাবল দাপটের উপর আছেন।

শেরালী। বড় ভুঞার কতা আর কইও না। খোদার দোয়ায় কদু-গাছটার ফলন অইছে ভাল। সেইদিন বাড়ীর ঘাটায় আইসা ডাক ফালাইলেন—শেরালী, বাড়ী আছ নাকি, গণ্ডা দুই আসের ডিম দিতে পার ?···দুই গণ্ডা ছিল না, ছয়টা আণ্ডা আইনা দিলাম। চুপে চুপে কন—বড় ডিম না থাকে কয়েকটা ছোট ডিমই দেওনা।·· ছিল ছয়টা মুরগীর আণ্ডা, তাই দিলাম আইন্যা। আমার হাতে একটা দোআনী দিয়া দেখি বড় ভুঞা খালি বার বার কদুগাছটার দিকেই চান, কন—ত'র গাছে ত বড় সুন্দর লাউ ধরছেরে শেরালী।···কি করুম, মনিবের দিষ্টি—দিলাম একটা লাউ ছিড়া। দফাদার কান্দে ফালাইয়া লইয়া গেল।

ফেলু। ঐ রকমই। গেল বছর বড় ভুঞা আমারে দিয়া ঝাড়া পাচটা মাস নাও বাওয়াইল—আর মায়না দিল মাত্র দশটা টাকা। আমি কইলাম, "কত্তা, মাসে যে মাত্র দুই টাকা কইরা মায়না পড়ে।" তাতে কত্তা যা বাণী ছাল্লেন। কইলেন—না খাইতে পাইয়া

মইরা যাইতেছিলি, তাতে কাম দিয়া খাওয়াইয়া বাচাইয়াছি। তার উপর যে মায়না পালি এইত বেশী।—গরীব মানুষ, টাকা দশটা নিতে অইল। না অইলে কথা শুইনা মনে অইছিল, ব্যাঙের টাকা ছুইড়া মারি।

শেরালী। তমিজখাঁর খাসিটারে দিয়া গেল মাসে ছোট আকিমেরে জিয়াফৎ দিল বড় ভুঞা—তার দাম যদি এক পয়সাও ছোয়াইল! সেইদিন আবার আটে তমিজখাঁরে বড় ভুঞা কয় কি—ত'র খাসির মাংস খাইয়া ছোট সায়েব বড় খুশি অইছেন রে তমিজ।···ইচ্ছা অইল একবার কই, "তমিজের গোস্ত পাইলে আরো খুশি অইতেন।" তবে চাইপা গেলাম, কইলাম না। মনিবের লগে আটের মধ্যে কাইজা করুম।

মহীউদ্দীন। বিশু মাঝির বাড়ীতে সেইদিন যা কাণ্ড অইছে তা আর কওন যায় না। দুই গণ্ডা ছাইলা-মাইয়া—রোজ-কামলা খাইটা অতি কষ্টে সংসার চালায়। তার চকিদারী ট্যাক্স দ্যাড টাকা। ট্যাক্স দিতে পারে নাই বইলা সেদিন বড ভুঞাব সাক্ষাতেই দফাদার বিশু মাঝির দাওয়া থেইকা লোটাবাটী লইয়া গেল।

শেরালী। চকিদারী ট্যাক্স না দিতে পারায় সেদিন সিকিমালীরও বদনাটা লইয়া গেছে।

মাইমুদ্দীন। শালার বোড না ত য্যান্ একটা শয়তানের কারখানা। ব্যাপারী সাব, আপনেরে কিছু কই না কিন্তু। আপনিই কন, এই লোকের থেইকা ট্যাক্স তুইলা চকিদার-দফাদার পোষণ অইতে আছে এতে গেরামের কোন্ উপুকারটা অয়। শালার চুরি ত গেরামে লাইগাই আছে। এক পাড়ায় চকিদার ডাক ছাড়ে, আর এক পাড়ায় চোরে সিং কাটে। এদিকে ট্যাক্স যোগাইতে আমাগ জান্ সারা।

ফেলু। সোনাপিসী সেইদিন রাত্রে ঝাঁপ খোলা রাইখা বাইরে গেছে, শালার চোর সেই সময় ঘরে ঢুইকা তার পানের বাটাখান লইয়া গেল।

শেরালী। আরে ভাল কতা মনে কল্লা ফেলু ভাই, তোমার সোনা পিসী নাকি তার বড় কাটাল গাছটা বেচব। বেচলে কও না আমারেই দরদস্তর কইরা দিতে… তক্কা [illegible] ভাল, কি কও?

ফেলু। আমার পউয়া গাছটাও বেচুম। নিবা নাকি ?

শেরালী। তমিজখাঁ নাও পত্তন দিব। তার কাছে বেইচা দেও, দাম পাইবা।

গোপাল। [একটু বিরক্তির স্বরে] এই কতাগুলি পরে কইলে অইব না ? তোলা বন্দের কি করবা কর। যেই জন্য বৈঠকে আইলা তা ঠিক না কইরা বাজে কতা কইয়া লাভ কি! নে নন্দ, এট্টু তামুক নাগা ছে।

[নন্দ তামাক সাজতে লাগল]

মাইমুদ্দীন। ঠিক কতাই কইছে মিস্তরী। ব্যাপারী সাব, আপনিই কন না কি করণ উচিত।

রজ্জব। গ্যাখ, আমার মতে বাজারে তোলা তোলাটা এমন কিছু দোষের না ; হ্যাঁ, তবে যদি কারো উপর জোরজুলুম হয় সেটা অন্যায় বই কি ? তোমরা যদি তোলা বন্ধ কর, বিপিনবাবুও তাঁর বাজার বন্ধ কইরা দিতে পারেন। তাতে তোমাগই ক্ষতি বেশি—বাজারে জিনিষ বেইচা তো খাইতে অইব।

সকলে। [মহীউদ্দীন ও গোপাল বা'দে] হ, ঠিকই ত। সাচ্চা কতাই ত। তবে আপনি কি পরামর্শ দেন ?

রজ্জব। আমি কই কি, এইভাবে জোট না পাকাইয়া যাগ' উপর জুলুম অইছে তারা গিয়া হাকিমরে জানাও। তিনি তো পরশুই আসছেন।

তিনচারজন। ভাল কতা, ভাল কতা।

মাইমুদ্দীন। [ভয়ার্ত কণ্ঠে] কিন্তু বড় ভূঞাও যে সেখানে থাকবেন।

রজ্জব। বিপিনবাবু যাতে কাছে না থাকেন তার ব্যবস্থা করা যাইব। সার্কল অফিসারকে না হয় আমার এখানেই আসতে বলুম। কি কও, তবে তো আর কোন আপত্তি নাই ?

মাইমুদ্দীন। মিস্তরী দাদা কি কও ?

গোপাল। [তামাক টানতে টানতে] আমার একটা গপ্প মনে পল্ল।

ফেলু। গপ্প !

গোপাল। হ, শোন। একদিন একটা ছাগল পল্ল বাঘের মুখে।

শেরালী। আর বাঘ অমনি তারে ধইরা টুপ কইরা মুখে দিল।

গোপাল। আরে না, দেখা অইল একটা গাধার নগে। গাধারে দেইখাই ছাগলের সে কি কান্দন। গাধা কইল, আরে কান্দ

ক্যান্। তুমি সিংগিমামার কাছে যাও না ; দ্যাখবা বাঘে আর তোমারে ছুইতেও সাহস পাইব না।

ফেলু। ছাগলটা বুজি তখন সিংগিমামার কাছেই গেল ?

গোপাল। আরে নন্দা, কি তামুকই সাজাইছস, এক টান দিতেই সারা……

[শশীবাবুর প্রবেশ। তাঁকে দেখে গোপাল হুকোটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল। শশীবাবুর আসন কোথায় দেওয়া হবে এই নিয়ে সবাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল]

শশী। থাক থাক, ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এখানেই বসছি।

[সতরঞ্চির একপাশে উপবেশন। সবাই তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসে তাঁকে সম্মান দেখাল]

তারপর, তোমরা সবাই মিলে কি ঠিক করলে ?

[প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল]

মাইমুদ্দীন। মিস্তরী দাদা, তুমিই কও না কি ঠিক অইল।

গোপাল। ক্যান্, তুমি কইতে পার না !

মাইমুদ্দীন। ছোট ভুঞা, আমরা ঠিক কল্লাম [**ইতস্ততঃকরণ**]

শশী। কি ঠিক করলে ?

মাইমুদ্দীন। আমরা ঠিক কল্লাম…আরে কও না ফেলু, কি ঠিক কল্লাম

ফেলু। আমারে নইয়া আবার টানাটানি ক্যান্।

শশী। কি আশ্চর্য, তোমরা কি ঠিক করলে বলতে পাচ্ছ না !

মহী। আইজ্ঞা, কইব কি। সবাই মিলা ঠিক কল্ল সারকেলবাবুর কাছে দরবার করব।

শশী। ও! তাই বল। তা হ'লে তোলা বন্ধ আর তোমরা করবে না ?

মাইমুদ্দীন। আইজ্ঞা, তা করুম না ক্যান্।

শশী। সার্কেল্ অফিসারের কাছে বুঝি তোমরা যাবে পরামর্শ করতে কি করে তোলা বন্ধ করা যায় ?

শেরালী। আইজ্ঞা, সেই রকমই মতলব।

শশী। বুদ্ধিটা তোমাদের বাতলাল কে ?

[একে অন্যের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল]

গোপাল। ছোট ভুঞা, ব্যাপারী সাবের বোধ হয় ইচ্ছা না যে আমরা তোলা বন্দ করি।

শশী। কি হে রজ্জব, তাই নাকি?

রজ্জব। আজ্ঞে না, আমার তাতে লাভ!

শশী। কি জানি, কার কোথায় কিসের সঙ্গে লাভ-লোকসান জড়িয়ে থাকে বলা শক্ত। অনেক সময় মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ যে বেশি হয়।

রজ্জব। না দেখুন, আমি বলছিলাম যে অযথা একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে……

শশী। হাঙ্গামাকে বড্ড ভয় পাচ্ছ, না রজ্জব? চরের জমিটা দখল করবার সময় যে লেঠেল দিয়ে পাঁচ পাঁচটা লোকের মাথা ফাটিয়েছিলে সেটা বুঝি হাঙ্গামা ছিল না!

রজ্জব। আজ্ঞে, আপনারা পত্তন দিয়েছিলেন তাইত আমি……

শশী। হ্যাঁ, বিপিন তোমাকে পত্তন দিয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে ঐ সামান্য জমির জন্য খুনোখুনি করতে বারণ করেছিলাম। আমার কাছে তখন একবারও পরামর্শ নেওয়া দরকার বোধ করনি তুমি। [রজ্জব একটু অপ্রস্তুত হ'ল] হাঙ্গামাকে যে তুমি একটুও ভয় কর না রজ্জব, সেকথা আমি ভালভাবেই জানি। পদ্মবিলের চাষীরা সেবছর ধর্মগোলা ক'রে যে বীজধান রেখেছিল, রাত্রির অন্ধকারে সড়কিওয়ালাদের সাহায্যে তুমি যে সে-ধান সরিয়ে ফেলেছিলে এরই মধ্যে তা ভুলে গেলে চলবে কেন! কেবল ধানই সরাওনি……

রজ্জব। [একটু নিরুপায় ভাবে] ছোট ভুঞা!

শশী। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেবল ধানই সরাওনি। চাষীরা টের পেয়ে যখন তোমাব লোকজনকে বাধা দিতে এল তখন তোমার পক্ষের দুজন সড়কিওয়ালা একটা লোককেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল।

রজ্জব। মিথ্যা কথা ছোট ভুঞা।

শশী। মিথ্যা কথা! রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপ করলেই সেটা মিথ্যা হয় না রজ্জব। অন্তরীক্ষে খোদা থাকেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।…লাসটাকে তুমি গুম করে ফেল্লে—টাকা দিয়ে সাফাই সাক্ষী দাঁড় করালে। তখন তোমার প্রধান সহায় ঐ বিপিন।…আমি ছিলাম জেলে, তা না হলে……

রজ্জব। তা না হলে আপনি আমাকে জেলে পাঠাতেন—ফাঁসিতে ঝুলাতেন···

শশী। সে ক্ষমতা রয়েচে আদালতের। তবে একবার দেখে নিতাম টাকাই বড়, না পৃথিবীতে সত্য আর মনুষ্যত্ব বলেও কিছু আছে। ···নাঃ, থাক্ উত্তেজনার মুখেই অনেক কথাই বলে ফেলেছি। তারপর, তোমরা কি ঠিক করলে? সার্কেল অফিসারের কাছে ধন্না দেওয়াই ঠিক?

মাইমুদ্দীন। আপনি যা কইবেন আমরা তাই করুম ছোট ভুঞা।

শশী। না না, আমি যা বলব তাই তোমরা করবে কেন! তোমরা দশজনে পরামর্শ করে ঠিক কর কি করবে। কাল নন্দীগ্রামের বৈঠকে সাত গাঁয়ের মোড়লরা একত্র হয়ে ঠিক করেছে বাজারের তোলা বন্ধ করবে। তোমরাও এখানে চার গাঁয়ের লোক একত্র হয়েছ। তোলা দেওয়া উচিত কি অনুচিত সেকথা তোমরাই বিবেচনা করে ছাখ।

ফেলু। আইজ্ঞা, চরের নোকেরা কি ঠিক কল্ল?

শশী। বক্তাবলী চরের মিঞারা আর সাঁইপার চরের নমঃশূদ্ররা একত্র হয়ে ঠিক করেছে, জীবন গেলেও তারা আর বাজারে তোলা দেবে না।

রজ্জব। ছোট ভুঞা দেখছি নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছেন!

শশী। হ্যাঁ মারছি, কিন্তু আঘাতটা বেশি লাগছে তোমাদেরই বুকে, না রজ্জব?—আর হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। কৈবর্ত পাড়ার মাঝিরাও ঠিক করেছে, মাছের তোলা তারা দেবে না।

শেরালী। তবে আমরাই বা তোলা দিমু ক্যান্ মাইমুদ্দীন মিঞা!

মাইমুদ্দীন। দশ গেরামের লোক যখন তোলা বন্ধ করব তখন আমরা তোলা দিতে গেলে লোকে আমাগ কইব কি!

ফেলু। তোলা বন্দ না কল্লে আমাগ ইজ্জত থাকব!

গোপাল। এতক্ষণে তোমাগ চৈতন্য অইল দেখছি। দেইখ, কাজের সময় আবার পিছাইয়া যাইও না কিন্তু।

মাইমুদ্দীন। মিস্তরী দাদা, তোমার এমন কতা মনে অইল ক্যান্ কও ত? আরে ঐ যে তোমার পোলা নন্দারে বড় ভুঞা ধইরা মারছে তাতে কি আমাগ কম লাগছে তুমি কইতে চাও? বলি,

তোমার ছাওয়ালে আর আমার ছাওয়ালে কিছু তফাৎ আছে নাকি? ঐ মাইর আমাগ সকলের গতরে পড়ে নাই! কি কও ফেলু ভাই?

ফেলু। তাতে আর সন্দ কি।

মাইমুদ্দীন। না মিস্তরী দাদা, তুমি নিশ্চিন্দ থাক। নন্দারে মাইরা বড় ভুঞা যে আগুন জ্বালছে সেই আগুন সহজে নিব্ব না।

মহী। তবে তোলা বন্ধ করাই ঠিক?

সকলে। [রজ্জব বাদে] তোলা আমরা বন্দ করুমই।

শশী। যদি অত্যাচার চলে?

মাইমুদ্দীন। জান কবুল ছোট ভুঞা। দরকার অয় বুকের খুন দিমু তবু জবানি নড়ব না। [নন্দাকে কাছে টেনে] আমার পোলা করিম আর নন্দায় কোন তফাৎ নাই ছোট ভুঞা। এই আমি নন্দারে ছুইয়া খোদাতাল্লার নামে হলফ করতেছি, আমি যদি আমার জবানি না রাখি তবে য্যান্ জাহান্নমে আমার ঠাই অয়।

শশী। রজ্জব, এ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

রজ্জব। আমি কি গাঁয়ের পাঁচজন ছাড়া ছোট ভুঞা! এরা সবাই মিলে যা স্থির করবে আমি তাতেই আছি।

[অধরোষ্ঠে কুটিল হাসির রেখা]

শশী। তোমাদের সিদ্ধান্তে খুশি হ'লাম।...জানি না, বাইরে বেশিদিন থাকতে পারব কি না...

মাইমুদ্দীন। আবার আপনি জেলে যাইবেন!

শশী। অসম্ভব কি।

গোপাল। তবে ত বড় মশকিল অইব ছোট ভুঞা!

শশী। কিচ্ছু মুশকিল হবে না গোপাল। নিজেদের পথ নিজেরাই ঠিক ক'রে নেবে। পরে পথ দেখাবে কতদিন!

[গোপালের চোখেমুখে যেন একটা দৃঢ়তার দীপ্তি দেখা দিল। তার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল]

আচ্ছা, আজ তবে এখানেই বৈঠক শেষ করা যাক। মহী, কাল সকালবেলা তুই একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস। তা হ'লে আমি এখন যাই।

মাইমুদ্দীন। চলেন, আমরাও যাই, আপনেরে আউগাইয়া দিয়া আসি।

শশী। না না, আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে না। আমি একাই যেতে পারব। তবে রাত হ'ল, তোমরাও বাড়ী যাও।

[হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে লাঠি হাতে শশীবাবু চলে গেলেন। পরে একে একে সকলের প্রস্থান। রজ্জব আলী বাইরের দিক্কার দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে। বাইরে থেকে দরজায় করাঘাত]

গগন। [**অন্তরীক্ষে**] ব্যাপারী সাব, বাড়ী আছেন নাকি?

রজ্জব। [**অন্তরীক্ষে**] কে?

গগন। [**অন্তরীক্ষে**] আমি গগন। দুয়ার খোলেন, বড় ভুঞা আইছেন।

[রজ্জবের প্রবেশ। দরজা খুলে দিলে গগন ও বিপিনবাবুর প্রবেশ]

রজ্জব। এত রাত্রে বিপিনবাবু!

বিপিন। এমন আর কি রাত হয়েছে, দশটা সাড়ে দশটার বেশি তো নয়। জানতে এলাম বৈঠকে কি স্থির হ'ল।

রজ্জব। তা আপনি কেন কষ্ট করে এলেন। খবর পাঠালে আমিই যেতাম।

বিপিন। না না, এত রাত্রে আপনি আমাদের বাড়ি গেলে শশীকাকার বাড়ির লোকেরা সন্দেহ করতো।

গগন। আর যেইখানে বাঘের ভয় সেইখানেই রাইত অয়। বড় ভুঞারে খবর দিতে যামু, বাড়ির ঘাটায় ছোট ভুঞার নগে দেখা। অন্দকারে ছোট ভুঞার চক্ষু দুইটা য্যান্ জুনিপোকার মতন জ্বইলা উঠল। আমি ত ডরে মরি। কিছু কইলেন না।...ক্যাবল ছোট্ট একটু "হু" কইরা চইলা গেলেন।

রজ্জব। তা হবে। জমায়েতে শশীবাবুও এসেছিলেন কিনা।

বিপিন। হুঁ, তা না হলে আর ষোলকলা পূর্ণ হবে কেন? জমায়েতে কি ঠিক হ'ল?

রজ্জব। সবাই ঠিক করলো বাজারে তোলা বন্ধ করবে।

বিপিন। আপনি কিছু বললেন না?

রজ্জব। বলেছিলাম বই কি? কিন্তু শশীবাবু আজ দশজনের মধ্যে আমাকে যে-ভাবে অপমান করলেন।

বিপিন। কি ব'লে ?

রজ্জব। সেই চরদখল আর পদ্মবিলের মামলার কথা তুলে তিনি আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করলেন।

বিপিন। ও! সে কথাটা ছোটকাকা কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, উৎসাহটা কার কার বেশি ?

রজ্জব। গোপাল মিস্তরীকে তো খুবই উৎসাহী বলে মনে হ'ল। তারপর আমাদের গফ্ফর মিঞার ছেলে—ঐ মহীউদ্দীন—সেও বোধ হয় এর পেছনে আছে।

গগন। বোধ অয় না ব্যাপারী সাব, ঐ ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। গোপাল মিস্তরী খুবই ভাল নোক বড় ভুঞা। ঐ মহীউদ্দীনই তারে কুপরামর্শ দিয়া খারাপ করতেছে।

বিপিন। মহী বুঝি গোপালের বাড়ি খুবই যাতায়াত করে ?

গগন। আইজ্ঞা, কিবা কমু। যাতায়াত কি—অষ্ট প'রের মধ্যে চাইর প'রই ত মহী মিস্তরী বাড়ীতে পইড়া থাকে।

বিপিন। বটে! গোপালের মেয়েটার নাম জানি কি ?

গগন। আইজ্ঞা মঞ্জু।

বিপিন। হাঁ, মঞ্জু। মেয়েটার তো বয়েস হয়েছে ?

গগন। আইজ্ঞা, তা অইছে বই কি। দেখতে ত গিন্নীবান্নীর মতই।

বিপিন। তা গোপাল কোন্ আক্কেলে তার বাড়ীতে মহীকে অত আনাগোনা করতে দেয়।

গগন। আইজ্ঞা, আপনেরা শাসন করেন না বইলাই আস্কারা পাইয়া যাইতেছে।

বিপিন। শাসন নিশ্চয়ই করব। কালই আমি গোপালকে ডেকে পাঠাব। আর ব্যাপারী সাহেব, আপনিও মহীকে ডেকে বলে দিন, গ্রামের মধ্যে এসব কাণ্ড ভাল নয়। এ নিয়ে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে। মহী না শোনে, আপনাদের সমাজ থেকে তার ওপর চাপ দিন। আর গগন, গোপালের মেয়ের সঙ্গে না তোর বিয়ের কথা উঠেছিল ?

গগন। [মাথা চুলকাতে চুলকাতে সলজ্জভাবে] আইজ্ঞা হ; কিন্তু মিস্তরী ক্যান্ জানি আমার উপর একটু রুষ্ট অইছে।

বিপিন। তোর কাছে বুঝি তার মেয়ে দেবার ইচ্ছা নেই ?

গগন। খোলাখুলি 'না'ও করে না, 'হ্'ও করে না।

বিপিন। 'হাঁ' তাকে করতেই হবে। না করে, সমাজে তাকে আটক দিবি।

গগন। আইজ্ঞা, আপনি সহায় থাকলে.........

বিপিন। ব্যাপারী সাহেব, আমি কাল সদরে যাচ্ছি। ছোটকাকা বোধ হয় বাজারে একটা হাঙ্গামা বাধাতে চান। হাঙ্গামা যদি তিনি বাধিয়েই তোলেন, আমাকেও শেষ পর্যন্ত লড়তেই হবে। গগন, তুই তো কাল থানায় হাজিরা দিতে যাবি। বড় দারোগাকে আমি একখানা চিঠি দেব। কাল যাবার সময় আমার বাড়ী হয়ে সেই চিঠিখানা নিয়ে যাবি। আচ্ছা, রাত অনেক হ'ল। আজ আসা যাক।

[বিপিনবাবু প্রস্থানোদ্যত]

গগন। আদাব ব্যাপারী সাব।

রজ্জব। আদাব।

[বিপিনবাবু দু'একপা এগিয়ে আবার ফিরলেন]

বিপিন। পরশু সার্কেল অফিসার আসছেন, মনে আছে তো ?

রজ্জব। [মৃদুহাস্যে] আছে বিপিনবাবু, আছে।

[বিপিনবাবু ও গগনের প্রস্থান। রজ্জবের অধরোষ্ঠে কুটিল হাসি—দৃষ্টিতে একটা ষড়যন্ত্রের আভাস—কপালে চিন্তার রেখা। পর্দা]

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[শশীবাবুর বৈঠকখানা। তক্তাপোশের উপর ফরাস বিছানো। দু'তিনটি তাকিয়া বালিশ পড়ে আছে। শশীবাবু বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর ছোট বোন নিবেদিতার প্রবেশ। নিবেদিতা বালবিধবা, নিঃসন্তান পিত্রালয়েই থাকেন। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রখর বুদ্ধির জন্যে শশীবাবু তাঁকে খুবই ভালবাসেন]

নিবেদিতা। অমর জেল থেকে চিঠি দিয়েছে দাদা।

শশী। ভাল আছে তো ?

নিবেদিতা। হাঁ, শারীরিক ভালই আছে। লিখেছে [পত্রপাঠ]

"পিসীমা, তোমাদের ছেড়ে এই বন্দীশালায় দিন আর কাটছে না। সঙ্গী সাথী অনেকই আছে, তবু কেন জানি সর্বদাই কেমন একটা এককীত্ব বোধ করি। সব চেয়ে বড় বন্ধু হয়েছে আমার বইগুলি। বইএর মধ্যে যখন ডুবে যাই তখন আমার মন এই ক্ষুদ্র কারাপ্রাচীরের বাইরে এক বিরাট বিশ্বজগতে মুক্তি পায়। সঙ্গে খানকয়েক বইয়ের নাম দিলাম। বাবাকে বলবে, যদি পারেন আমাকে যেন কিনে পাঠিয়ে দেন।

"ভাল কথা, সেদিন খবরের কাগজে দেখতে পেলাম, আমাদের আশেপাশের গ্রামের লোকেরা বাজারের তোলা বন্ধ করবার জন্য আন্দোলন কচ্ছে......

এর পরই কয়েক লাইন কালি দিয়ে কেটে দিয়েছে। এমন কাটাই কেটেছে যে কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। তারপর লিখেছে—

"কাল দাদার চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, বেলা প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় এই তাঁর ইচ্ছা। বেলাকে বলবে, ভাল করে লেখাপড়া করতে। বৌদি যেন আমার জন্য কিছু জেলি তৈরী ক'রে রাখেন। পরের বারে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে।

"প্রণাম জানবে। ইতি

তোমাদের

অমর"

[পত্রপাঠের পর উভয়ে কতক্ষণ নীরব রইলেন। নিবেদিতার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। অন্যমনস্ক ভাবে পত্রটা ভাঁজ করে চললেন]

নিবেদিতা। বড় বউঠান মরেছে না বেঁচেছে।

শশী। হঠাৎ একথা বলছিস কেন নিবি!

নিবেদিতা। বলব না তো কি। জীবনে কী সুখ সে করে গেছে। তোমার জন্য সারা জীবন তাকে চোখের জলই ফেলতে হয়েছে দাদা—সে কি দুশ্চিন্তা, সে কি আতঙ্ক, সে কি উদ্বেগ। এই বুঝি তোমার ফাঁসী হয়, এই বুঝি পুলিশের গুলী খেয়ে তুমি প্রাণ হারাও। জীবনে ক'দিনের জন্য সে শান্তিতে ঘর করতে পেরেছে।

[শশীবাবু আবার পত্রিকাপাঠে মন দিলেন]

তবু আমি বলব, সে ভাগ্যবতী ছিল। অমরও আবার তোমারই পথে পা বাড়িয়েচে এ দেখবার আগেই তোমাদের রেখে সে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পেরেছে।

[শশীবাবুর বড় ছেলের মেয়ে বেলার প্রবেশ। বয়েস চৌদ্দ-পনের]

বেলা। [এক্‌লাছি সুতো দেখিয়ে] বল তো দাদু, এটা কত কাউণ্টের সুতো হবে?

শশী। [সুতোর লাছিটা হাতে নিয়ে] বাঃ! খুব সরু সুতো তো। কার কাটা—তোর, না নিবির?

বেলা। বা রে! দিদার কেন হবে, আমি কেটেছি। বল না দাদু, কত নম্বর হবে?

শশী। [লাছির দু'একটা সুতো টেনে দেখে] তা প্রায় পঞ্চাশ কাউণ্টের সুতো হবে।

নিবেদিতা। আমার পাঁজগুলি সব সেরেছ তো?

শশী। ও! তাই বল। দিদার পাঁজ নিয়ে খুব সরু সুতো কাটা হয়েছে।

বেলা। তা আমি কি ভাল পাঁজ করতে জানি নাকি!

নিবেদিতা। আর যাই কর, আমার চরকাটিতে হাত দিও না বোন। তা হ'লে আমার সুতো কাটাই বন্ধ।

বেলা। দাদু, আমি সুতো কেটে তোমায় একখানা ধুতি বানিয়ে দেব।

শশী। আর আমার স্থতো দিয়ে তোকে একখানা শাড়ী বানিয়ে দেব।

বেলা। বাবাঃ! তুমি যে মোটা স্থতো কাট।

শশী। আর তুই খুব চিকণ কাটিস, না?

বেলা। ধ্যাৎ! আচ্ছা দাদু, কাকামণি আসবে কবে?

শশী। ছেড়ে দিলেই আসবে।

বেলা। মহাত্মা গান্ধীকে তুমি দেখেছ দাদু?

শশী। ছবিতে দেখেছি।

বেলা। ছবির কথা হচ্ছে না, সে তো আমিও দেখেছি। তুমি স্বচক্ষে দেখেছ কি না?

শশী। না।

বেলা। গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীকে খুবই ভয় করে—না দাদু?

শশী। তোর কি মনে হয়?

বেলা। আমার মনে হয় মহাত্মা গান্ধীকে......

[বিপিনবাবুর চাকর একটা ধামায় করে তরিতরকারী ও ফলমূল নিয়ে প্রবেশ করলো]

শশী। এগুলি কি?

চাকর। বাবু কইলেন, আপনাগ এইগুলি দিয়া যাইতে।

শশী। কি বাবদ?

চাকর। আইজ্ঞা, আটের তোলা।

শশী। [**ক্রোধকম্পিত কলেবরে**] হাটের তোলা। বিপিন ভেবেছে আমি এতই ছোটলোক! আমাকে এভাবে অপমান করা! যাঃ, নিয়ে যা শীগ্‌গীর এগুলি আমার সাম্‌নে থেকে। আস্পর্ধা দেখ!

নিবেদিতা। তুমি এটাকে অপমান বলে মনে কচ্ছ কেন দাদা? এতো তোমার ন্যায্য পাওনা।

শশী। আমার ন্যায্য পাওনা! গরীবের কাছ থেকে যা জুলুম ক'রে আদায় করা হয় সেটা ন্যায্য পাওনা!

নিবেদিতা। বাজারের তুমিও তো একজন মালিক। বিপিন এতদিন তোমার অংশ তোমাকে না দিয়ে নিজে খেয়েছে। আজ যদি সে নিজের অন্যায় বুঝতেই পেরে থাকে...

শশী। নিজের অন্যায় বুঝে থাকলে সে বাজারে তোলা আদায় বন্ধ ক'রে দিত। না না নিবি, এ হয় না। আমি উপোস করে মরতে

রাজী, তবু পাপের অন্ন আমার মুখে রুচবে না। [চাকরকে] যাঃ, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, শীগ্‌গির এগুলি নিয়ে যা।

[ধামা নিয়ে চাকরের প্রস্থান]

বলিহারি যাই বিপিনের বুদ্ধি দেখে। নিজের যেমন ছোট দৃষ্টি, ভাবে সবারই বুঝি তাই।

নিবেদিতা। তাহ'লে জমিদারীর অংশটাও এবার ছেড়ে দিলেই তো হয়।

শশী। ভারী তো জমিদারী। একমাস চাকরির টাকা না এলে ভিটেয় শুকিয়ে মরতে হবে তার আবার জমিদারীর অত বড়াই।

নিবেদিতা। তবু তো পৈতৃক সম্পত্তি।

শশী। ছাখ নিবি, সম্পত্তির জোরে আমরা জমিদার নয়, ওটা আমাদের একটা বংশগত অহঙ্কার।

নিবেদিতা। সেটাই কি একেবারে ফেলে দেবার বিষয় দাদা? ভুঞা বাড়ীর এত নামডাক···

শশী। বংশের গৌরব আর কৌলিন্যের বড়াই যারা করে করুক নিবি, আমি ওর মধ্যে কোনদিনই নেই। জানিস, যে মহাপুরুষের কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম, ধনীদরিদ্রে, ব্রাহ্মণচণ্ডালে তাঁর কাছে কোনই পার্থক্য ছিল না। না না না, যা আমার জীবনের ধর্ম তা থেকে আমি কিছুতেই বিচ্যুত হতে পারব না নিবি—তোরা এ নিয়ে আমায় বিরক্ত কবিসনে।

[আবার পত্রিকাপাঠে মনোনিবেশ]

নিবেদিতা। আমার ওপর খামকাই রাগ কচ্ছ দাদা। শত হ'লেও বিপিন ঘোষবংশেরই ছেলে। ভেতরে ভেতরে তোমাদের মধ্যে যত মনোমালিন্যই থাকনা কেন সেটা যদি বাইরে লোকের কাছে বিরোধ হয়ে প্রকাশ পায়, তাতে ঘোষ বংশের গৌরব বাড়বে না।

[নিবেদিতার প্রস্থান। শশীবাবু তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার পত্রিকাপাঠে মন দিলেন]

বেলা। [একটু কাছে ঘেঁষে] দাদু!

শশী। [গম্ভীর স্বরে] বল।

বেলা। অত গম্ভীর হ'লে আমি চলে যাব কিন্তু।

শশী। [খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে একটু মৃদু হেসে] তুই কি আমার দ্বিতীয় পক্ষ যে চলে গেলে ছট্‌ফট্‌ করব।

বেলা। ইস, পাকাচুলে ভারী তো সখ।……আচ্ছা, বিপিন জ্যাঠাকে তুমি সব বুঝিয়ে বলতে পার না দাদু?

শশী। ওরা বুঝেও বুঝতে চায় নারে দিদি, জেগে থেকে ঘুমোবার ভান করে।

বেলা। লোকে বলে, কাকামণিকে নাকি বিপিন জ্যাঠাই জেলে পাঠিয়েছেন।

শশী। শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

বেলা। তুমিও একথা বিশ্বাস কর না?

শশী। দেশের হাজার হাজার ছেলেকে গবর্ণমেণ্ট আটক ক'রে রেখেছে। তাদের সবাইকে তো আর তোর বিপিন জ্যাঠা জেলে পাঠায়নি।

বেলা। তবে যে লোকে বলে……

[বিপিনবাবুর প্রবেশ]

বিপিন। একটা ব্যাপারে বড়ই দুঃখিত হলাম ছোটকাকা।

শশী। দুঃখ দিতে গেলে দুঃখ পেতেও হয়।

বিপিন। তোলার ভাগের জিনিষ আপনি ফিরিয়ে দিতে গেলেন কেন? বাজারের অংশীদার তো আপনিও।

শশী। তবু ভাল, এতদিনে তুই তা জানতে পেরেছিস!

বিপিন। জানতাম চিরদিনই ছোটকাকা। কিন্তু বারো সরিকের বাজার—লোকে বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। এও হয়েছে তাই। বাজারের কি হচ্ছে না হচ্ছে কেউ কি তার খোঁজ রাখে?

শশী। খোঁজ রাখলেই বিপদ।

বিপিন। আপনি ভাবছেন, বাজারের তোলা থেকে আমি খুবই লাভবান হচ্ছি। কিন্তু গেল সন পুলের পাশটা যে ধ্বসে নামল সেটা ভরাট করতে দু'শো টাকা বেরিয়ে গেল।

শশী। সেটা তো ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা, কাজেই টাকাটা ইনিয়ন-বোর্ড থেকে গেছে বলেই তো জানি।

বিপিন। আপনারা ঐ রকমই জানেন ছোটকাকা। সে যাক গে, বাজারের তোলা নিতে আপনার আপত্তি কি?

শশী। আপত্তি কি!—কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

বিপিন। না না, আপনি কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন কেন? না নেন, আপনার জিনিস আপনার দোরগোড়ায় রেখে যাবে।

শশী। সেগুলিকে পগাড়ে ফেলে দেব।

বিপিন। তা আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। জানি ছোটকাকা, ওসব তুচ্ছ জিনিসে আপনার লোভ নেই [শ্লেষপূর্ণ হাসি]।

শশী। বিপিন, আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে তুই ওভাবে বারবার অপমান করিসনে।

বিপিন। আমি আপনাকে চিরদিনই সম্মান করে এসেছি ছোটকাকা। কিন্তু আপনিই কেন জানি আমার প্রতি বিরূপ। একদিন আপনি আমাকে কত স্নেহ করতেন, কত বিশ্বাস করতেন···

শশী। করতাম···কিন্তু সে বিশ্বাস তুই রাখিসনি···

বিপিন। আপনি কি আমায় কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারেন না?

শশী। ক্ষমা! কি করে ক্ষমা করব বিপিন। যেদিন তুই পূর্ববঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে নিজের মুক্তি কিনে নিলি সেদিনই জানলাম, তোর চলার পথ আর আমার চলার পথ এক নয়।

বিপিন। আমি ছোট, আপনি বড়। একদিন যদি ভুল করেই থাকি আপনি তা ভুলে যান। আমি ক্ষমা চাইছি। আত্মবিরোধ করবেন না। আত্মবিরোধে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

শশী। ভুলটা যদি সেখানেই শেষ হতো আমি ভুলে যেতে পারতাম বিপিন। কিন্তু তারপর থেকে তোর ভুলের মাত্রা কেবলই বেড়ে চলেছে।

বিপিন। তা হ'লে একটা অশান্তির অনল জ্বলে ওঠে, এই আপনি চান?

শশী। শান্তি! শান্তি কোথায় বিপিন! লোকের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—একে বলিস তোরা শান্তি। তোরা যে শান্তির কথা বলিস সে তো মানুষের মৃত্যু।

বিপিন। বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু জানবেন, যে আগুন নিয়ে আপনি খেলতে যাচ্ছেন সে আগুনে লঙ্কা দগ্ধ হয়ে যাবে।

[বেগে বিপিনের প্রস্থান। শশীবাবু রাগে পায়চারী করতে লাগলেন]

বেলা। দাদু!

শশী। কি?

বেলা। বিপিন জ্যাঠার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেল।

শশী। মিটিয়ে ফেলব!

বেলা। হ্যাঁ দাদু, মিটিয়ে ফেল। বিপিন জ্যাঠার কথাবাত্রা শুনে আমার ভয় হলো তোমাকেও না আবার জেলে পাঠান।

শশী। তোর ঠাকুরমাও ঠিক এমনি জেলের ভয় করতরে দিদি। লোকে মিথ্যা বলে না, তোরা সবাই এক ধাতুতে গড়া।

বেলা। তোমায় আবার জেলে নিয়ে গেলে আমরা কিছুতেই থাকতে পারব না দাদু।

শশী। ভয় কি দিদি। এবার জেলে গেলে তোকেও সঙ্গেই নিয়ে যাব। হাঃ হাঃ হাঃ [হাসি। পর্দা]।

দ্বিতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[গোপাল মিস্ত্রীর বাড়ী। গোপাল মিস্ত্রীকে সমাজে আটক করা হবে বলে শাসাবার জন্য নমঃশূদ্রপাড়ার কয়েকজন মোড়ল গোপালের বাড়ীতে এসেছে]

১ম ব্যক্তি। তা তুমি যাই ক্যান্ কও না মিস্তরী, গেরামের মধ্যে এইরকম একটা অনাচার অইলে আমাগ সমাজেরই ত দুন্নাম।

গোপাল। অনাচারটা কি অইল?

১ম ব্যক্তি। তোমারে আবার সেইটা ভাইঙ্গা কইতে অইব নাকি? তুমি বুজদার নোক, নিজেই বুজতে পার অনাচার কিনা।

গোপাল। কইতেই যখন তোমরা সব আইছ তখন খোলাখুলিই কওনা, রাইখা-ঢাইকা কাম কি!

২য় ব্যক্তি। খুইলা কইলে সেইটা কি বেশি ভাল শুনাইব মিস্তরী।

১ম ব্যক্তি। আমি কই, মাইয়া তুমি গগনেরেই দেও। নোকের নিন্দা কুড়াইয়া নাভ কি?

গোপাল। মাইয়া আমি গগনেরে দিমুনা এমন কতা ত কই নাই। আমি নিন্দার কামটা কল্লাম কি?

৩য় ব্যক্তি। তুমি নিন্দার কাম করবা ক্যান্ মিস্তরী। কিন্তু তোমার মাইয়ার চালচলনটা ত তেমন সুবিদার না। বয়স অইছে—এই বয়সে বিয়া দেওনই ভাল।

গোপাল। তোমার মাইয়ার বয়স ত এর থেইকাও বেশি অইছিল।

৩য় ব্যক্তি। তা অইছিল—তবে মাইয়ারে আমি ঘরের বাইর অইতে দিতাম না।

গোপাল। আমি কি মাইয়ারে বাজারে নাম নেকাইয়া দিছি।

৩য় ব্যক্তি। আরে তা কইলাম নাকি! তবে তোমার বাড়ীতে কত কামে কত রকম নোকই আসাযাওয়া করে।

গোপাল। নোকের কাছেই নোক আসে।

১ম ব্যক্তি। তা ঠিকই কইছ মিস্তরী। তবে সব নোকের মন ত সমান না।

গোপাল। সব নোকের মনের খবর রাখুম কি কইরা।

২য় ব্যক্তি। একটু রাখতে অয়, একটু রাখতে অয়। ভালমন্দ বিচার করবা না।

গোপাল। নোকেরে ক্যাবলই যদি সন্দ করি তবে নোকেই বা আমারে বিশ্বাস করব ক্যান্?

১ম ব্যক্তি। বিশ্বাসের সুযোগ নইয়া যদি ক্যাও তোমার সব্বনাশ করে?

গোপাল। জানতে পাল্লে ঠেকামু।

১ম ব্যক্তি। জাইনাও যদি বুজতে না পার?

গোপাল। সেইটা আবার ক্যামন কতা অইল!

১ম ব্যক্তি। এই ধর, মহীউদ্দীন ছোকরা যে তোমার বাড়ী ঘনঘন আসে এইটা ত তুমি জান—কিন্তু ঠিক বুজতে পার না ক্যান্ আসে।

গোপাল। ক্যাবল আমার বাড়ীতেই না, মহী তো সব বাড়ীতেই যায়।

১ম ব্যক্তি। তবে তোমার বাড়ীতে একটু বেশি।

গোপাল। তোমরা কি কইতে চাও?

১ম ব্যক্তি। কমু আর কি। কইতে চাই, মাইয়া তোমার ডাঙ্গর

অইছে। একটা মুসলমান ছোকরারে যখন তখন তোমার বাড়ীতে আসতে দেওন কি উচিত ?

গোপাল। মহী ত আমার বাড়ীর মধ্যে কখনও যায় না।

১ম ব্যক্তি। কি কমু মিস্তরী তোমারে, তুমি কি সব সময় বাড়ীতে থাক। [**দ্বিতীয় ব্যক্তিকে**] কওনা, তুমি সেইদিন কি দেখছিলা।

২য় ব্যক্তি। সেইদিন—গেল রবিবার, তোমার বাড়ীর ঘাটা দিয়া আমি আটে যাইতেছিলাম। দেখি বেকি বেড়ার পাশে খাড়ইয়া তোমার মাইয়া আর মহী মশকরা করতেছে। আমারে দেইখা একটু সইরাও যদি গেল !

গোপাল। বাজে কতা কইও না। মঞ্জু আমার তেমন মাইয়াই না।

২য় ব্যক্তি। বেইশ, বাজে কতাই। কিন্তু আগুন ঢাইকা রাখবা কতদিন। ভুঞা বাড়ীর নোকের কানেও যে এই কতা গেছে। কও না গগন, সেইদিন বড় ভুঞা তোমারে কি কইল।

গগন। বড ভুঞা কইল, "গোপাল মিস্তরীরে তুই সমজাইয়া দিস গগন, গেরামের মধ্যে এইসব কদাচার ভাল না।"

গোপাল। বড় ভুঞার কানে কতাটা তুলল কে গগন ?

গগন। তাত জানি না।

গোপাল। কিছুই জান না, কতাটা এমনিই হাওয়ায় ভাইসা গেছে !

গগন। তা বড় মিত্যা কওনাই মণ্ডলখুড়া—কুকতা বাতাসের আগেই ধায় কিনা।

১ম ব্যক্তি। চাইর দিকেই যে কতাটা ছড়াইয়া পড়ছে।

গোপাল। চুপ কর সোনাই মণ্ডল। তোমাগ চিনতে আমার বাকী নাই। পাতের নীচে গু, আবার তোমরাই কর থু থু। সকলের কেচ্ছাই আমার জানা আছে। বেশি সাধুগিরি ফলাইও না।

২য় ব্যক্তি। তাতে কি তোমার মাইয়ার দোষ ঢাকব ?

গোপাল। মাইয়া আমার কোন দোষই করে নাই। ভুইলা যাও ক্যান্, তোমার বইন গিয়া শহরে খাতায় নাম নেকাইছে।

২য় ব্যক্তি। তার নগে আমার সম্পক্কডা কি ?

গোপাল। নাঃ, মার প্যাটের বইন, তার নগে তোমার সম্পক্ক কি ? কিন্তু মাসে মাসে টাকা ত ঠিক মতই পাও।

২য় ব্যক্তি। কে কইল তোমারে ?

গোপাল। কইব আবার কে। তোমার চৌচালা টিনের ঘর ত এয়েই উঠল।

১ম ব্যক্তি। সে ত সমাজের বাইরে চইলা গেছে। কিন্তু তুমি ত সমাজে থাইকাই মাইয়ারে দিয়া……

গোপাল। মুখ সামলাইয়া কতা কইও মণ্ডলের পো। মাইয়ার নামে তুমি যা তা কইও না। তোমার কি নজ্জা বইলা কিছু নাই? তুমি রটাও আমার মাইয়ার নামে বদনাম! তোমার নিজের দিকে একবার চাইয়া ছ্যাখ না। একটা বাজাইরা মাইয়া মানুষকে আইনা তুমি ঘরে ঠাই দিছ—তোমার তিনটা পোলা বেহায়ার মত পেশাকর নইয়া দিনেদুপুরে গেরামে ঢোকে। তুমি আইছ আমার মাইয়ার বিচার কত্তে। না অয় তোমার টাকার জোর আছে বইলা নোকে মুখের উপর কিছু কয় না—কিন্তু তোমার পরিবারের কিত্তির কতা কে না জানে।

১ম ব্যক্তি। শুনছ, শুনছ তোমরা মিস্তরীব ত্যারা কতা; বড় ত্যাজ অইছে, একটু শিক্ষা দেওন দরকার।

গোপাল। আমার বাড়ীতে বইসা আমারেই চোখ রাঙাও!

১ম ব্যক্তি। বাড়ীর গরব বেশি কইর না মিস্তরী। চালে ত ছন নাই, এদিকে দ্যামাক একেবারে রাজাবাদশার মত।

গোপাল। তোমারই বা অত চটাং চটাং কতা ক্যান্—ঐ যে কয়না চুন্নী মাগীর বড় গলা।

১ম ব্যক্তি। মুখ সামলাইয়া কতা কও মিস্তরী।

গোপাল। [একটু এগিয়ে গিয়ে] মারবা নাকি?

গগন। [মধ্যস্থতার ভাব দেখিয়ে] তোমরা আরম্ভ কল্লা কি। একজন থাম না।

১ম ব্যক্তি। না, থামুম ক্যান্। ও বড় বাড়ন বাড়ছে। তোমরা পিরতিজ্ঞা কইরা যাও, আইজ থেইকা গোপাল মিস্তরী সমাজে আটক, অর ধোপানাপিত বন্দ—অরে এক ঘইরা কইরা রাখতে অইব। কি তোমরা স্বীকার?

২য় ব্যক্তি। তা…গেরামের মোড়ল তুমি; তোমার কতা শুনতেই অইব।

[সকলের মুখে সম্মতিসূচক শব্দ—"হু হু"]

১ম ব্যক্তি। গোপাল মিস্তরী আইজ আমাগ সকলেরে যে বেইজ্জত কল্ল, সে যদি পায় ধইরা মাপ চায়—আর যদি গগনের আতে তার মাইয়ারে দেয়—তবেই সে সমাজে উঠতে পারব।

২য় ব্যক্তি। আর সত্যনারায়ণের পূজা দিয়া সমাজের সকলেরে খাওয়ান্ নাগব।

[সমবেত কণ্ঠে "হু হু" শব্দ]

১ম ব্যক্তি। ওঠ, ওঠ সব।

[গোপাল ও গগন বাদে সকলে দণ্ডায়মান]

মিস্তরী, মহীরে যদি আর এইখানে দেখি, নাঠি দিয়া তার ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু।

২য় ব্যক্তি। বাশডলা দিয়া হাড় গুড়া গুড়া কইরা দিলে অয়না।

১ম ব্যক্তি। [দাঁত কড়মড় করে] যত সব নষ্টামি।

[একে একে সব যেতে লাগল]

গগন। আমার উপর আবার তুমি রাগ কইর না মণ্ডলখুড়া, আমার কোন দোষ নাই। বড় ভুঞার উকুম, তাই আইছিলাম। আমি তোমার নগেই আছি।

[গোপাল কটমট্ ক'রে চাইতেই গগন কাচুমাচু ভাবে প্রস্থান করল। গোপাল স্থির দৃষ্টিতে বিমর্ষ ভাবে বসে আছে। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। মঞ্জুর প্রবেশ]

মঞ্জরী। বাবা, এত রাইত অইল, নন্দা ত অখন পয্যন্ত বাড়ী ফিরল না ?

গোপাল। কি জানি! মরুক গিয়া হারামজাদা পোলা যেইখানে ইচ্ছা।

মঞ্জরী। একবার ছোট ভুঞাগ বাড়ী ঘুইরা দেইখা আইলে অয় না।

গোপাল। ত'র গরজ থাকে তুই যা।

মঞ্জরী। থাউক, তোমার যাওন নাগব না। রাইত অনেক অইছে, তুমি খাইতে আইস।

গোপাল। ঐ হারামজাদা থাকব বাইরে বাইরে, আর আমি খাইতে বমুম কোন আক্কলে! ত'গ নেইগা আর আমার সোয়াস্তি নাই। অয় ত'রা মর, না অয় আমি মরি। আর সহ্য অয় না।

মঞ্জরী। বাবা!

[গোপাল নিরুত্তর। মঞ্জরী চলে যেতে থাকে]

গোপাল। [কোমল কণ্ঠে] মঞ্জু।

[মঞ্জরী কাছে এল]

তুই অয়ত ভিতর থেইকা সবই শুনছস্।

মঞ্জরী। তুমি উত্তর দিতে গেলা ক্যান্?

গোপাল। উত্তর দিমু না! যা তা কইব আর আমি সইয়া থামু!

মঞ্জরী। জানই ত মিছা কতা। চুপ কইরা শুইনা গেলেই পারতা।

গোপাল। তুই ত জানসই, মিছা কতা শুনলে আমার মাতায় খুন চাইগা যায়।···কিন্তু অখন কি করি ক' ত?

মঞ্জরী। আমি কি কমু বাবা।

গোপাল। বুজতে পারছি, সমস্ত চক্রান্তই ঐ গগনের। কিন্তু সারা গেরামের নোক যদি একদিকে যায়, আমি একলা কি কত্তে পারি। ভাবছি ত'রে কি গগনের আতেই দিমু।

মঞ্জরী। বাবা, আমি কি তোমার গলায় কাটা ঠেকছি?

গোপাল। না মা না, তুই কি আমার বেশি। গরীব বাপ বইলা ত'রে আমি এক মুঠা ভাত দিতে পারুম না! কিন্তু কি করি। কু-নোকে যে কু-কতা কয় মা। তুই যদি রাজী অস···

মঞ্জরী। বাবা!

গোপাল। কি ক'।

মঞ্জরী। তুমি যা ভাল বোজ কর।

গোপাল। কত্তে ত পারি—কিন্তু তুই যদি বেজার অস···

মঞ্জরী। নন্দাটা এমন বে-আক্কল······এতখানি রাইত অইল।

গোপাল। অয়ত ছোট ভুঞার বাড়ীতেই আছে···দেইখা আসি একবার।

[গোপাল প্রস্থানরত]

মঞ্জরী। বেশি দেরি কইর না কিন্তু।

গোপাল। না দেরি করুম কি। যামু আর আমু।

[গোপালের প্রস্থান। মঞ্জরী বিছান পাটিটা গুটাতে লাগল। নেপথ্যে মহীউদ্দীনের ডাক শোনা গেল, "মিস্তরী কাকা, বাড়ী আছেন নাকি?"]

মঞ্জরী। না, বাবা বাইরইয়া গেল।

[ব্যস্তভাবে মহীউদ্দীনের প্রবেশ]

মহী। কৈ গেলেন ?

মঞ্জরী। নন্দা অথনো বাড়ী ফিরে নাই। বাবা তার তালাসে গেছে।

মহী। ওঃ! আমি একটা জরুরী খবর দিতে আইছিলাম মঞ্জু। কাকারে তুমি কইও।

মঞ্জরী। কি ?

মহী। গেরামের কয়েকটা শয়তান বড় কুমতলবে আছে। আইজ ব্যাপারী বাড়ীতে আমাগ' সমাজের এক মজলিসে আমারে ডাকাইয়া লইয়া গেছিল। কি কমু, সরমও লাগে, না কইয়াও পারি না। তোমারে আমারে লইয়া একটা কুকতা রটাইয়া দিয়া তারা মিথ্যা মামলা রুজু করাইতে চায়। আমি রাজী অই নাই। তারা আমারে ডর দেখাইছে। জান গেলেও আমারে দিয়া এমন কাজ অইব না। দেখলাম, মিস্তরী কাকার উপর তাগ' বড় রাগ। তাই তারে খবরটা দিতে আইছিলাম। তুমি কাকারে সব কতা কইও, কইও কিন্তু। আইচ্ছা, আমি ছোট ভুঞার কাছে চললাম।

[মহীউদ্দীনের প্রস্থান। হতবাক ও নিশ্চল অবস্থায় মঞ্জরী দাঁড়িয়ে থাকে—তার মুখমণ্ডলে বেদনা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছাপ। পর্দা]

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। বিপিন ঘোষ, রজ্জব ব্যাপারী, বঙ্গ চক্রবর্তী চেয়ারে আসীন। পাশে দফাদার চেরাক আলী একখানি টুলে বসে আছে।

বিপিন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাসি]। কেমন ব্যাপারী সাহেব, বলেছিলাম না। করুক, বেটারা এবার তোলাবন্ধ আন্দোলন করুক।

বঙ্গ। বড় ভুঞার মাথায় এত বুদ্ধিও খেলে! এক ঢিলে দুই পাখী মেরেছেন। গোপাল মিস্তরীর বড় ডাঁট হয়েছিল—বেটা খুব জব্দ হয়েছে। আর ঐ মহী ছোঁড়া—যেমন গিয়েছিল বাঁদরামো করতে, তেমনি খেয়েছে খুব কয়েক ঘা। দুষ্টের দমন না হ'লে চলে ? কি কন, ব্যাপারী সাহেব ?

রজ্জব। কিন্তু গ্রামের অবস্থা যে সঙ্গীন হয়ে উঠল।

বঙ্গ। ব্যাপারী সাহেব একটু ভয় পেয়েছেন বুঝি ?

রজ্জব। ভয় না পাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে চক্কোত্তি মশায়! গ্রামে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে, আপনি আপনার পরিবারটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যেতে পারবেন ; কিন্তু এই জমিজমা ফেলে আমি কোথায় যাব ? বিপিনবাবুদের ঘাটের ইজারা আমি আটশো টাকায় ডেকে নিয়েছি। মাঝিরা যদি আমাকে জব্দ করবার জন্য ঘাটে আসা বন্ধ করে ? যদি নৌকা না বায় ?

বিপিন। আমি তাদের নৌকা ঐ নদীর জলে ডুবিয়ে দেব।

রজ্জব। তাতে জমা আদায় হবে না—আর তাদের নৌকা জল থেকে তুলে দেবার জন্য পাশের গ্রামের বিনোদ সা তৈরী হয়েই আছে।

বিপিন। আমি জানি, সেবার স্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে সে ঠিক করেছিল তার ঘাট ইজারা দেবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে আমারই চুক্তি হয় এবং বিনোদ সা ঠকে যায়। সেই থেকে আমার ওপর তার বিষম রাগ। কিন্তু ব্যাপারী সাহেব, আমিও আপনাকে বলছি, বিনোদ সা যত বড় চতুরই হোক বিপিন ঘোষকে এঁটে উঠতে তার ঢের দেরি।

বঙ্গ। আরে হুঃ! কোথায় রাণী ভবানী—আর কোথায় তেলী মুদিনী। সা'র পো কাপড়ের ব্যবসা ফেঁদেছে বলে জমিদারী চাল চালা বুঝি অতই সোজা। ও বাবা ব'ড়ের চালে কিস্তি মাৎ হয়ে যাবে। কিচ্ছু ভয় নেই আপনার ব্যাপারী সাহেব,—আপনার আর বড় ভুঞার মধ্যে যদি মিশ খায় তবে এই দশবিশ গ্রামের লোকের সাধ্য আছে কিছু করে।

[সার্কেল অফিসার, দারোগা ও দু'জন কনেস্টবলের প্রবেশ। সকলের গাত্রোত্থান]

এই যে সারেরা এসেছেন। চেরাক, চেয়ার দু'টো টেনে দাও।

[দফাদার চেয়ার দু'টো সামান্য টেনে পাশাপাশি এনে দিল। সবাই চেয়ারে বসল। দফাদার কনেস্টবল দু'জনকে বেঞ্চিতে বসবার জন্যে অনুরোধ করল ; কিন্তু কনেস্টবলেরা তাতে বসল না। মুখে একটু অবজ্ঞার হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দফাদারকেও দাঁড়িয়েই থাকতে হলো]

দারোগা। আপনার চিঠি পেলাম বিপিনবাবু। সার্কেলবাবুও সেদিন থানায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর এদিকে বুঝি খুবই গোলযোগ?

বঙ্গ। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন সার। যে কোন মুহূর্তে······

বিপিন। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম।

দারোগা। কি ব্যাপারী সাহেব—বিপিনবাবুর সঙ্গে আপনার দাঙ্গা বাধবে নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ [হাসি]।

সা-অফিসার। অসম্ভব কি! হয়ত রজ্জব ব্যাপারী বিপিনবাবুর মুখে খানিকটা বদনার পানি ঢেলে দিলেন আর বিপিনবাবু রেগে গিয়ে রজ্জব ব্যাপারীকে অভিসম্পাতে ভস্ম করবার জন্য কমণ্ডলু থেকে এক গণ্ডুস জল ছুড়ে মারলেন।

বঙ্গ। সেদিন কি আর আছে সার যে কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে লোক ভস্ম করা যাবে! জাত-বেজাত সব এক হয়ে গেছে। বামুনের ছেলে এখন মুচির কাজ করে সার—বার জাতের পায়ে ধরে জুতো পরায়—আবার বলে, 'আমি অমুক কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।'

দারোগা। আপনি তো অন্য জাতের হাতে জলও খান না।

সা-অফিসার। শাদা জল খান না, তবে লাল জল পেলে বোধ হয় আপত্তিও ক'রেন না।

বঙ্গ। রাম রাম! কি যে বলেন সার। [সলজ্জভাব]

দারোগা। যাকগে সে সব কথা। সেই মহীউদ্দীন ছোঁড়াটা কৈ বিপিনবাবু? যার জন্যে আসা—

বিপিন। তাকে গগন আনতে গেছে। আব গেছেও তো এখন নয়। এতক্ষণে ফেরা উচিত ছিল। যা তো চেরাক, দেখে আয় গগনটা ফিরতে এত দেরি করছে কেন?

[চেরাক প্রস্থানোদ্যত]

দারোগা। না থাক, গগনের খোঁজে গিয়ে তোর কাজ নেই। তুই সেই মিস্ত্রী বেটা—কি না নাম?

বঙ্গ। গোপাল, সার।

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপাল। তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো।

চেরাক। জী।

[সেলাম করে চেরাকের প্রস্থান]

রজ্জব। বলা নেই, কওয়া নেই, ইচ্ছে হ'লেই একজনকে ধরে মার দেওয়া! আচ্ছা, এ কেমন ধারা বলুন তো।

দারোগা। মহীউদ্দীনকে যে ধরে মারপিট করা হয়েছে তার কোন সাক্ষীসাবুদ আছে ?

বঙ্গ। সাক্ষীর অভাব হবে না সার, আপনি কয়গণ্ডা সাক্ষী চান ?

সা-অফিসার। কিন্তু সবগুলি শেষ পর্যন্ত টিকবে তো ?

বঙ্গ। এটা আপনি কি বললেন সার! সাক্ষী দিয়ে যারা চুল পাকাল। আর তাছাড়া তারা সবাই ব্যাপারী সাহেবের হাতের লোক। এই যে মহীকে নিয়ে গগন এসেছে সার।

[মহীউদ্দীন ও গগনের প্রবেশ। মহী খানিকটা অপরাধীর মত দাঁড়াল]

দারোগা। এই মহী! বাবা! তোমায় নিয়ে গ্রামে এত কাণ্ড!

বঙ্গ। ধেনো লঙ্কায় ঝাল বেশি কিনা সার।

দারোগা। সেদিন তো খুব মার খেলে, না ? কে কে ধরে মারল ?

মহী। আমারে ক্যাও মারে নাই।

দারোগা। মারেনি!...কি, আপনারা তা হ'লে কি বলছেন! ওকে তো কেউ মারেনি।

বিপিন। তোর কোন ভয় নেই মহী। দারোগাবাবুর কাছে তুই সব খুলে বল।

দারোগা। ভয় কি! বিনা অপরাধে তোমায় কে কে ধরে মারল আমি একবার সেটাই জানতে চাই। আজ তোমায় ধরে মারবে, কাল আবার তারা আর একজনকে ধরে মারবে। দেশে কি অরাজকতা হয়েছে, না এটা মগের মুল্লুক।

মহী। আমি ত কইতেছি, আমারে ক্যাও মারে নাই।

দারোগা। Hopeless! ব্যাপারী সাহেব, আপনার ফরেদী মার খেয়ে ভয়ে চেপে যাচ্ছে।

বঙ্গ। চোরের মার কিনা সার।

দারোগা। মামলা দায়ের করাব আর কাকে দিয়ে। দেখুন, আপনি যদি কিছু করতে পারেন ব্যাপারী সাহেব।

রজ্জব। মহী, ভয় কি তোমার। সাচ্চা কথা কও না। তোমারে মাইরা আমাগ' বেবাক মুছলমান সমাজেরই অপমান করছে। এইটা

তোমার একলার ব্যাপার না, এর সঙ্গে আমাগ’ সকলেরই মানইজ্জত জড়ান আছে।

সা-অফিসার। বলে ফেল, বলে ফেল, ভয় কি!

মহী। আমারে ক্যাও মারে নাই।

[বিপিনবাবু দারোগাকে চোখে কি ইশারা করলেন]

দারোগা। ভাল চাস তো বল শালা, কে মেরেছে।

মহী। ক্যাও মারে নাই।

দারোগা। [মহীর গালে চড় মেরে] কেউ মারেনি। বদমাশ সব চেপে যাচ্ছে। ভেবেছিস, তুই এই করে গোপালের বাড়ী যাবার পথটা খোলা রাখবি আর তার মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবি।

মহী। আমারে যা কত্তে অয় করেন, কিন্তু দোহাই আপনাগ, একটা গরীবের মাইয়ার নামে আপনারা মিছামিছি দুন্নাম রটাইবেন না।

দারোগা। [আবার মহীকে চড় মেরে] চুপ রও শূয়োর। আবার হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন। বিপিনবাবু, এমনি সায়েস্তা হবে না। এক কাজ করুন, এটাকে ১০৭ ধারায় ফেলে দিন—গ্রামে আপনিই শান্তি ফিরে আসবে। [গগনকে] যা, আমার সামনে থেকে শয়তানটাকে নিয়ে যা।

[মহীকে নিয়ে মুচকি হেসে গগনের প্রস্থান। রজ্জব একটু গম্ভীর হয়ে যায়]

সা-অফিসার। দেখলেন, কি রকম ভাঙ্গে তো মচকায় না।

বঙ্গ। বড় শক্ত চীজ সার।

দারোগা। তাই তো দেখলাম। থাকে, মাঝে মাঝে এরকম দু’একটা থাকে—তবে রুলের গুতোয় সব ঠিক হয়ে যায়।···ব্যাপারী সাহেবকে একটু গম্ভীর দেখাচ্ছে যেন।

রজ্জব। নাঃ, তা কেন, গম্ভীর হব কেন?

দারোগা। [হেসে] কি জানি, আমি ভাবলাম·········

[দফাদার চেরাকের প্রবেশ]

একা এলি যে! গোপাল কৈ?

চেরাক। সে আইল না।

দারোগা। বাড়ীতেই পেলি?

চেরাক। হ।

দারোগা। এলো না যে ?

চেরাক। কইল, 'আমার অখন কাজে বাইরন লাগব। আমি যামু কি কইরা ?'

দারোগা। তুই কি বললি ?

চেরাক। কইলাম, 'দারোগাবাবুর উকুম, তোমার যাওনই লাগব।' তার সে জবাব দিল হুজুর, 'উকুম আমি মাতা পাইতা নিলাম। কিন্তু রোজ কামাই অইলে আমার ত প্যাট চলব না দফাদার।'

দারোগা। হুকুম না শুনলে কি হতে পারে তুই তাকে বললি না ?

চেরাক। তাও তারে কইলাম হুজুর, 'মিস্তরী, তুমি ইচ্ছায় না গেলে তোমারে বাইন্দাও ত নিতে পারে।'

দারোগা। তাতে সে কি বলল ?

চেরাক। মিস্তরী একটু হাইসা কইল, 'তা খুবই পারে। বেইশ আমারে বাইন্দাই নিতে কইও। তবে একটা কতা কি, খুনী আসামীরেও বাইন্দা নিতে অইলে আকিমের সমন জারী কত্তে অয়।'

দারোগা। বটে! বেটা সব আইন জেনে বসে আছে! আচ্ছা হারামজাদা তো!

বঙ্গ। গোপাল মিস্তরী বড় শয়তান লোক স্যার।

দারোগা। শয়তানি আমি ভেঙ্গে দেব। আপনাদের এখানকার ছোটলোকগুলি একেবারে মাথায় উঠেছে দেখছি বিপিনবাবু।

বিপিন। ছোটকাকাই এর জন্য দায়ী। গোপাল মিস্ত্রী যে এতগুলো কথা বলতে সাহসী হয়েছে—কার জোরে, ঐ ছোটকাকার জোরে।

[গগনের পুন: প্রবেশ]

দারোগা। তবে কি তাঁকেও .....?

বিপিন। তা বুড়ো বয়সে তিনি যদি আবার নিজে ফাঁদে পা দেন আমি তার কি করতে পারি। তোলাবন্ধ আন্দোলন ঠেকাতে না পারলে এ গ্রামে বাস করাই কঠিন হবে।

সা-অফিসার। সে আন্দোলন যাতে গোড়ায়ই নষ্ট হয়ে যায় তার ব্যবস্থা তো আপনারাই করেছেন বিপিনবাবু। একেবারে অমোঘ অস্ত্র।

বিপিন। তবু সাবধান হতে ক্ষতি কি ?

দারোগা। না, ক্ষতি নেই। তবে ভয় পাবারও কিছু আছে বলে মনে হয় না।

গগন। কওন যায় না হুজুর। গেরামের আবার সুর ঘুইরা গেছে। শুনতেছি, বাজারে নাকি মেলা নোক দল বাইন্দা তোলা বন্দ কত্তে যাইব।

দারোগা। ও! আচ্ছা, আপনি ভাববেন না বিপিনবাবু। দরকার হলে ১৪৪ ধারা জারীর ব্যবস্থাও করা যাবে। সত্যি তো, এ থেকে একটা কমুনাল রায়ট বাধতেই বা কতক্ষণ। মুন্সী, যাতে কোন হাঙ্গামা না হয় সেদিকে নজর রাখবে। [সার্কেল অফিসারকে] চলুন, এবার ওঠা যাক।

সা-অফিসার। হ্যাঁ, চলুন, আর কেন। [ঘড়ির দিকে চেয়ে] ও বাবা! বেলা তো কম হয়নি। বারোটা বাজতে চলল।

বিপিন। তা এত বেলায় না খেয়ে যাবেন। চলুন না দয়া করে আমার বাড়ী।

সা-অফিসার। না, আজ আমার আর এক জায়গায় যেতে হবে। তা হবে অন্য দিন। [দারোগাকে] আচ্ছা, চলুন।

[সার্কেল অফিসার ও দারোগা প্রস্থানোদ্যত]

রজ্জব। [সার্কেল অফিসারের কানের কাছে এসে] সার, আমার বিষয় স্মরণ রাখবেন কিন্তু।

সা-অফিসার। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ভাববেন না আপনি, এবারও যাতে আপনি নমিনেশন পান তার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করব।

[আনন্দে রজ্জবের গদগদ ভাব। সার্কেল অফিসার ও দারোগার প্রথমে ও তাদের পশ্চাতে সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

[গোপালের বাড়ী। সন্ধ্যাকাল। গোপাল হাট থেকে এসেছে। তার মাথায় একটা ধামা, বগলে সরঞ্জামের বাক্স। ধামায় কিছু চাল ও তরকারি রয়েছে। ডাকতে ডাকতে গোপালের প্রবেশ]

গোপাল। নন্দা, নন্দা! আরে সব গেলি কৈ? একজনও বাড়ী নাই? নন্দা, ও নন্দা!

মঞ্জরী। [ঘর থেকে বেরিয়ে] নন্দা বাড়ী নাই বাবা।

গোপাল। না, তা থাকব ক্যান্। দিন নাই, রাত্র নাই, ক্যাবল চরায়-বরায়। ধর দেখি মা বোজাটা।

[মঞ্জরী প্রথমে গোপালের সরঞ্জামের বাক্স ও পরে মাথার ধামা ধরে নামায়। গোপাল দাওয়ায় বসে]

পারি না মা, আর আগের মত বোজা বইতে। গতরে য্যান্ জোর পাইনা। রাস্তায় এমন কাদা অইছে যে পাও ফ্যালন যায় না।

মঞ্জরী। তা আটে যাইবা আগে কও নাই ক্যান্? কইলে নন্দা নগে যাইতে পাত্ত।

গোপাল। হ, তবেই অইছে—নবাবপুত্তুর যাইব আমার নগে আটে! আর বাড়ী থেইকা যখন আমি বাইরই তখন কি আমার কাছে এক পয়সা আছিল। পাইলাম মিদ্দা বাড়ীর পাওনাটা—আইলাম আট অইয়া ঘুইরা।

[মঞ্জরী ধামার জিনিষ নেড়েচেড়ে দেখে একটা কাগজের ঠোঙ্গা হাতে তোলে]

মঞ্জরী। এইটার মধ্যে কি আনছ বাবা?

গোপাল। [একটু হেসে] খুইলাই ছাখ্ না।

মঞ্জরী। [ঠোঙ্গা খুলে] বিশ্কুট আর নবণচোস!

গোপাল। হ, আনলাম। গেল আটের দিন নন্দা নবণচোসের কতা কইছিল—সেইদিন আনতে পারি নাই, আইজ দুইটা পয়সা পাইলাম নইয়া আইলাম। তা পোলার দেখাই নাই। আমারই খালি পরাণ কান্দে; কিন্তু আমার নেইগা কার' পরাণ কান্দে না। তা নন্দা যখন আসে আসব—তুই খা না দুইটা।

মঞ্জরী। আমার কি নবণচোস খাওয়নের বয়স বাবা।

গোপাল। না, তুমি মাইয়া আমার একেবারে বুড়ি অইছ— চুল পাকছে, তোমার কি আর নবণচোস খাওয়নের বয়স আছে। পোলাপান অইলাম আমি—গ্যাও আমিই খাই।

মঞ্জরী। তা খাইলাই বা, দোষ কি?

গোপাল। গ্যাখ মাইয়ার আমার কতা। আইচ্ছা, খামুনে। নে, তুই এইগুলি ঘরের মধ্যে রাইখা আমারে এক ছুলুম তামুক খাওয়া দেখি, একটু গরম অই।

মঞ্জরী ধামাটা ঘরে নিয়ে যায়। ডাকতে ডাকতে গগনের প্রবেশ

গগন। মণ্ডলখুড়া বাড়ী আছ নাকি?

গোপাল। আছি, আইস।

প্রবেশ করে দাওযায় গগনের উপবেশন

তারপর, কি মনে কইরা?

গগন। আইলাম। মনটা ভাল নাগছিলনা—ভাবলাম আসি একবার মণ্ডলখুড়ার বাড়ী গুইরা। নোকের ম্যালও ভাল নাগে না— আবার বাড়ীতেও মন টিকে না। গেরামে যে কি অশান্তি।

গোপাল। কও কি!

গগন। ঠিকই কই মণ্ডলখুড়া। চখের সামনে এইসব মাইরপিট কি ভাল নাগে। কি করম, সরকারী চাকরি করি, তাই এই সব দেখতে অয়, আর উকুম তামিল না কইরাও পারি না।

গোপাল। কে কারে মাল্ল?

গগন। আর কও ক্যান্; মহীরে ধইরা দারগা নাগাইল খুব চড়চাপড়। তুমি না গিয়া ভালই করছ মণ্ডলখুড়া। আমারে পাঠাইলে আমি গিয়া কইতাম, তুমি বাড়ীতেই নাই।

গোপাল। দফাদার গিয়া কি কইল?

গগন। কইল গিয়া তোমার নামে বানাইয়া সাচামিছা অনেক কতাই। আমার কিন্তু বিশ্বাস অইল না তুমি এই সব কতা কইছ। চেরাকানা নোকটা ত বড় সুবিদার না। দফাদারী পাইছে বইলা খুবই দেমাক। আরে দফাদারী ত আমারই পাওনের কতা, ক্যাবল বজ্জবালী ব্যাপারী মারা পড়ছেই ত অর বরাতে দফাদারী জুটল। নোকটার

নসিব ভাল। বড় ভুঞা ত কইতেছেন দফাদারীটা আমারেই দিব, দেখি কি অয়।

গোপাল। আইচ্ছা, তুমি একটু বস গগন। আমি আতপাওটা ধুইয়া আসি।

[গোপালের প্রস্থান। গগন বসে গুণগুণ সুরে গান গাইতে লাগল। মঞ্জরী তামাক সেজে হুকোকল্কি নিয়ে প্রবেশ করল। মঞ্জরীকে দেখে গগন চঞ্চল হয়ে উঠল। গগনের হাবভাব দেখে মঞ্জরী অপ্রস্তুত হয়ে গেল]

গগন। তোমার বাবা ঘাটে আতমুখ ধুইতে গেছে মঞ্জু। দ্যাও, উক্কাটা আমারে দেও।

[গগন হাত বাড়ায়। মঞ্জরী ভয়ে ভয়ে তার হাতে হুকোটা দেয়]

আমারে দেইখা ডরাইলা নাকি মঞ্জু? ডর কি! আমি সাপও না, বাঘও না।

[গগন তামাক টানতে থাকে। মঞ্জরী ধীরপদে ভেতরের দিকে দু'একপা এগিয়ে যায়]

আরে যাও ক্যান্? শোন।

মঞ্জরী। আমার কাম আছে।

গগন। আমি আইলেই বুজি কাম থাকে—আর মহী আইলে?

[উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়ায়]

মঞ্জরী। বাজে কতা কইও না। সইরা যাও।

গগন। রাগ কল্লা? কতা কও মঞ্জু, আমারে কি তুমি চাও না? চুপ কইরা থাইক না—আমি তোমার মুখে শুনতে চাই, তোমার বাবা যদি তোমারে আমার আতে দেয়······

মঞ্জরী। তা দিবনা।

গগন। ক্যান্ দিব না! আমি এমন কি অপরাদ কল্লাম?

মঞ্জরী। অপরাদ তুমি অনেকই করছ চকিদার।

গগন। আমি তার পায় ধইরা যদি মাপ চাই?

মঞ্জরী। তোমার য্যামন খুশি।

গগন। মঞ্জু, আমারে তোমার পছন্দ অয় না?

মঞ্জরী। মরণ আমার, নজ্জাও করে না!

গগন। [মঞ্জরীর হাত ধরে] আমি তোমারে ছাড়া বাচুম না মঞ্জু।

মঞ্জরী। খুব বাচবা চকিদার। আত ছাড়। বাবা আইসা দেখলে আর আস্তা রাখব না।

গগন। না রাখল। মারুক, তোমার সামনেই আমারে মাইরা খুন করুক।

মঞ্জরী। কুচরিত্তির নোকগুলাই থাকে এই রকম। ছাইড়া দেও আমার আত।

[গগন আরো শক্ত করে মঞ্জরীর হাত ধরে। হাতের চাপে মঞ্জরীর কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। তার হাত কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয়]

এইটা কি কল্লা! এইটা কি কল্লা চকিদার! বাবা আইসা দেখলে কি কইব।

গগন। [ব্যস্ত ও ভীত ভাবে] অপরাদ অইছে মঞ্জু, অপরাদ অইছে। আমারে ক্ষমা কইর। [ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বের করে] এই টাকাটা দিয়া আবার তুমি চুড়ি কিনা পইর।

[টাকাটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে গগনের প্রস্থান। মঞ্জরী চুড়ির ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলো কুড়াতে থাকে। গোপাল ও নন্দর একসঙ্গে প্রবেশ]

নন্দ। আমার নেইগা তুমি নবণচোস আনছ বাবা?···কিরে দিদি, ত'র চুড়ি ভাঙ্গল কি কইরা? আতটাও যে কাইটা গেছে। রক্ত!

গোপাল। কি কইরা চুড়ি ভাঙ্গলরে মঞ্জু?

মঞ্জরী। [অপরাধীর মত] চালের বাতা থেইকা একটা নোয়া পইড়া গেছিল।

গোপাল। চালের বাতায় আবার নোয়া রাখছিল কে?

[মঞ্জরী চুপ করে থাকে]

হুঁ! আমার অসাক্ষাতে আর তুমি কারো কাছে যাইরইও না মাইয়া।

[মঞ্জরী অধোবদনে কাঁচ কুড়ায়। খানিকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটে]

নন্দ। এইখানে একটা টাকা ক্যান্ দিদি?

গোপাল। টাকা আইল কৈথেইকা?

মঞ্জরী। নন্দা, টাকাটা তুই গিয়া চকিদাররে দিয়া আয় ত।

গোপাল। ও! গগন বুজি একটা টাকাও রাইখা গেছে। গগনের

বড় পাখা গজাইছে দেখছি। রাখ, আমিই যাইয়া টাকা দিয়া আসতেছি।

মঞ্জরী। বাবা, তোমার পায় পড়ি, তুমি যাইও না।

গোপাল। তুই চুপ কর মঞ্জু। গগন আমারে পুইড়া মারনের নেইগা চাইরদিকে অনল জ্বালাইছে—আবার আমার ঘর ভাঙ্গনের নেইগা শয়তানী আরম্ভ করছে। অরে আমি এমন শিক্ষা দিমু যে জীবনে য্যান্…

[দ্রুত বেগে গোপালের প্রস্থান]

মঞ্জরী। নন্দা, নন্দা, যা গ্যাখ গিয়া আবার কি কাণ্ড করে ঠিক কি।

[গোপালকে নন্দর অনুসরণ। পর্দা]

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

[শশীবাবুর বৈঠকখানা। শশীবাবু চেয়ারে বসে আছেন। একপাশে একখানি টেবিল। পাশের একটা বেঞ্চিতে মহীউদ্দীন ও মাইনুদ্দীন উপবিষ্ট। মাইনুদ্দীনের ডান হাতের কব্জিটা স্ফীত; স্ফীত স্থানে চূণ-হলুদের প্রলেপ]

শশী। হাতটা বুঝি নাড়তে পার না?

মাইনুদ্দীন। তা পারি ছোট ভুঞা, তবে ক্যামন একটু কচ্‌কচ্‌ করে।

শশী। দেখি, হাড়ে লেগেছে ন্যাকি।

[শশীবাবু মাইনুদ্দীনের হাতটা নেড়ে-চেড়ে বললেন

লাগে?

মাইনুদ্দীন। আইজ্ঞা না, তেমন বেশি না।

শশী। হাড়ে লেগেছে বলে মনে হয় না। ছ্যাকরা গরম করে হাতে সেঁক দেবে, আর ওষুধ দিচ্ছি, এখন একবার খেয়ে যাও, তারপর রাত্রে শোবার সময় একবার খাবে।

[হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স খোলন]

মাইনুদ্দীন। [মৃদুহাস্যে] আইজ্ঞা, শ্যাখের আড্ডি শক্ত আছে, অষুদ লাগব না। চূণ-হলুদ দিছি, তাতেই সাইরা যাইব। তবে শালার পুলিশ কামের আতটা খোড়া কইরা দিল এই যা দুখ্‌খু।

শশী। তোমাদের মত শক্ত হাড্ডিই আজ দরকার মাইমুদ্দীন—তা না হলে ওদের অস্ত্র ভোঁতা হবে কি করে।

[মাইমুদ্দীনের হাতে দুই পুরিয়া ওষুধ দিয়ে]

এখন এক পুরিয়া খেয়ে ফেল, আর রাত্রে একটা খাবে।

মাইমুদ্দীন। [ওষুধ খেয়ে] শালার পুলিশরে, জীবনে আমি অষুদ খাই নাই, তুই আমারে অষুদ খাওয়াইয়া ছাল্লি। কি কমু ছোট ভুঞা, মুন্সী যখন আমার আতে রুলের বাড়ি মাল্ল, মনে অইল শালার ঘাড় মটকাইয়া দেই। ক্যাবল আপনি কইছেন মারামারি কত্তে নাই, তাই আমি সহ্য কইরা গেলাম। তা না অইলে ও কত বড় পুলিশ একবার দেইখা লইতাম না।

শশী। মার খেয়েই ওদের মার ঠেকাতে হবে মাইমুদ্দীন। একার জন্য নয়, এ মার খেতে হবে দশের জন্য।

মাইমুদ্দীন। তাই ত আমি চুপ কইরা গেলাম ছোট ভুঞা। না অইলে রক্ত যে-রকম গরম অইয়া উঠছিল। শালা কয় কি, এইটা কি ত'র বাপের আট যে তোলা বন্দ কত্তে আইছুস ?

মহী। মুন্সীটার মুখ বড খারাপ। ল্যাখপড়া ত বেশি জানে না।

শশী। পুলিশের লোক লেখাপড়া জানলেও মুখ খারাপ করে মহী—ওটা ওদের স্বভাব।

[গোপাল, ফেলু ও শেরালীর প্রবেশ]

গোপাল। মুন্সী ত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ কল্ল ছোট ভুঞা। বাজারে ক্যাও তোলা বন্দের কতা কইতে গেলেই তারে ধইরা মাইরপিট করে। ফেলুর পিটে সপাং সপাং কইরা এমন ব্যাত মারছে, দেখেন কি ভাবে ফুইলা উঠছে। [ফেলুর পিঠ দেখায়]

শেরালী। এক জব্দ করছে জাউলারা ছোট ভুঞা। মাছের বাজারে গেলে মুন্সীরে তারা কইয়া দিছে, "বেশি তেরিমেরি কইর না, বটি দিয়া দুই টুক্‌রা কইরা ফালামু।"

শশী। তা করলেই তো মুশকিল। ওরা মারপিট করবার আরো সুযোগ পেয়ে যাবে।

শেরালী। না ছোট ভুঞা, মুন্সী ডরে আর মাছের বাজারের কাছ দিয়াও যায় না।

গোপাল। আমাগ অখন কি করণ উচিত কন ত ছোট ভুঞা ?

শশী। উচিত আমাদের সবার একসঙ্গে যাওয়া। কাল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

ফেলু। ছোট ভুঞা, আপনিও যাইবেন আমাগ লগে!

শশী। কেবল আমিই নয়, আরো যাবে। নিবি, নিবি!

[অন্তরীক্ষ থেকে নিবেদিতা—"কি দাদা"]

একবার আয় তো এখানে।

[নিবেদিতার প্রবেশ]

বাজারে পুলিশ এদের ওপর বড় অত্যাচার শুরু করেছে। কেউ তোলা বন্ধের কথা বলতে গেলেই তাকে ধরে মারে। এই গ্যাখ, রুলের গুতোয় মাইমুদ্দীনের হাতটা কি ভাবে ভেঙ্গে গিয়েছে—আর বেতের ঘায়ে ফেলুর পিঠটা ফুলে উঠেছে। এ মার বন্ধ করতেই হবে। কাল আমরা সবাই একসঙ্গে বাজারে যাব। আর হ্যাঁ, তোকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

মহী। আমরা থাকতে পিসীমা যাইব ক্যান্ ছোট ভুঞা!

শশী। হ্যাঁ যাবে, না গেলে এই অত্যাচার বন্ধ হবে না।

গোপাল। বইনঠারাণ যদি যান, তবে আমাগ মঞ্জুও যাইব।

ফেলু। সোনা পিসীরেও কইয়া দেখুমনে যদি যায়।

শশী। গোপাল, মহী, ফেলু, শেরালী, মাইমুদ্দীন—না থাক, তোমার কাল গিয়ে কাজ নেই—তোমরা গ্রামে ঘুরে ঠিক কর কাল কে কে যাবে। সকাল আটটায় আমরা বটতলায় একত্র হব; তারপর বাজারের দিকে যাব।

[নমস্কার ও সেলাম জানিয়ে গোপাল, মহীউদ্দীন, ফেলু ও শেরালীর প্রস্থান]

মাইমুদ্দীন। [যেতে যেতে] কাইল আমিও যামু ছোট ভুঞা।

শশী। এই ভাঙ্গা হাত নিয়ে?

মাইমুদ্দীন। [হেসে] এক আত ভাঙ্গছে, আরেক আত ত মাইর ঠেকানের লেইগা আছে।

শশী। আচ্ছা, যাবে যাবে।

[সেলাম জানিয়ে মাইমুদ্দীনের প্রস্থান]

নিবি, চুপ করে রইলি যে?

নিবেদিতা। দাদা, ভূঞা বাড়ীর মেয়েরা পর্দানসীন বলেই লোকে জানে। তোমাদের সঙ্গে আমার বাজারে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

শশী। বেশ, না গেলি, আমি একাই যাব।

নিবেদিতা। সে কথা হচ্ছে না দাদা। তুমি যেখানে আমিও সেখানে। কিন্তু…

শশী। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই নিবি। কর্তব্যের আহ্বান আজ তোদেরও কাছে এসেছে—তোরা যদি সাড়া না দিস, না দিবি।

[বেলার প্রবেশ]

নিবেদিতা। বেশ, আমি যাব।

বেলা। কোথায় যাবে দিদা ?

নিবেদিতা। সব কথাই তোর জানতে হবে !

[নিবেদিতার প্রস্থান]

বেলা। দিদা কোথায় যাবে দাদু ?

শশী। কাল বাজারে পিকেটিং করতে যাবে।

বেলা। কিসের পিকেটিং ?

শশী। তোলা বন্ধের।

বেলা। আমিও যাব দাদু।

শশী। যদি পুলিশে ধরে মারে ?

বেলা। ইস্, মারবে না হাতি। তুমিও যাবে দাদু ?

শশী। হ্যাঁ যাব।

বেলা। তা হ'লে তো আমি যাবই দাদু।

শশী। [সহাস্যে] তা হ'লে তো তুই যাবিই দিদি, না ? আচ্ছা যাবি। বেশ এক কাজ কর। খান কয়েক নিশান বানা তো গিয়ে।

বেলা। তিন রঙা কংগ্রেসের নিশান ?

শশী। হ্যাঁ। আর ছাখ্, আরেকটা কাজ করতে পারবি ?

বেলা। কি ?

শশী। তিনচারখানা পিসবোর্ডে বড় বড় করে সুন্দর অক্ষরে লিখিতে পারবি—'বাজারে তোলা বন্ধ কর ?'

বেলা। কেন পারব না দাদু। আর একখানায় লিখে দেব, 'স্বাধীন ভারত কী জয়।' সেটা আরো বড় বড় অক্ষরে লিখে দেব দাদু, কেমন ?

শশী। [হাসি] বেশ, তাই কর গে।

বেলা। কিন্তু আমায় নেবে তো ?

শশী। নেব, নেব দিদি, নিশ্চয়ই নেব। তোকে ছাড়া কি আমি যেতে পারি। তুই হলি গিয়ে আমার···

বেলা। ধ্যেৎ!

[বেলার প্রস্থান। শশীবাবু দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। পর্দা]

দ্বিতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ দৃশ্য

[বাজারে প্রবেশের পথ। বিপিনবাবু, দফাদার ও বঙ্গ চক্রবর্তীর প্রবেশ ও রজ্জব ব্যাপারীর দোকানঘরের বারান্দায় বেঞ্চিতে উপবেশন]

বঙ্গ। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল বড় ভুঞা যে, এরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে।

বিপিন। গোপালের বড় দুঃসাহস হয়েছে দেখছি। সেদিন দারোগার ডাকে পর্যন্ত এল না।

বঙ্গ। পেছনে ছোট ভুঞা রয়েচেন কিনা।

বিপিন। ছোটকাকা ওকে ক'দিন রক্ষা করবেন। তিন বছরের খাজনা বাকী। দুদিন বাদেই বকেয়া খাজনার জন্য নালিশ হলে, তখন যে ওর ভিটেমাটি নীলামে উঠবে।

বঙ্গ। দেখবেন এসে আপনার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে। ওদের কথা আর বলেন কেন। প্রশ্রয় পেলে মাথায় চড়ে, বিপদে পড়লে পায়ে ধরে। ছোটলোকের কাণ্ডই ঐ রকম।

[রজ্জবের প্রবেশ]

বিপিন। এই যে ব্যাপারী সাহেব। আপনার কথাই ভাবছিলাম। কতদূর কি করলেন ?

রজ্জব। না, সবাইকে রাজী করাতে পারলাম না।

বঙ্গ। কেউ কেউ তো রাজী হয়েছে ?

রজ্জব। তা হয়েছে, কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত কি করে বলা যায় না। গাঁয়ের অবস্থা গরম বিপিনবাবু। মুন্সী মারপিট করায় লোক ভয়ানক ক্ষেপে গেছে। প্রথমে তো আমার কথা কেউ কানেই

তুলতে চাইল না। তারপর অনেক করে বুঝিয়ে বলায় জনকয়েক কথা দিল তারা তোলাবন্ধ আন্দোলনে যোগ দেবে না। কিন্তু ছোট ভুঞা আর মহী যেভাবে লেগেছে তাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের দিকে ক'জন থাকবে বলা শক্ত।

বঙ্গ। বেশি লোকের দরকার কি ব্যাপারী সাহেব। সেই লোকটা আপনার হাতে আছে তো?

রজ্জব। তা আছে।

বঙ্গ। তবে আর কি। আর পাঁচটা লোকও জুটবে না?

রজ্জব। তা নিশ্চয়ই জুটবে।

বঙ্গ। ব্যস, তবেই হলো। বড় ভুঞা যা ফন্দী এঁটেছেন!

[একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের প্রবেশ]

রজ্জব। এই আপনার সেই লোক।

বঙ্গ। কি করা হয়?

গুণ্ডা। হাড্ডির ব্যবসা কোরি।

বঙ্গ। হাড্ডির ব্যবসা!

রজ্জব। হাঁ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে হাড় কুড়ায়। তারপর ব্যাপারীদের কাছে তা বিক্রী করে।

বঙ্গ। হুঁ। ভাল ব্যবসা। ব্যাপারী সাহেব যা বলেছেন পারবে?

গুণ্ডা। [মৃদু হেসে হিন্দুস্থানী টানে] আগে থেকে কি কোরে বোলব পারবো কি না।

বঙ্গ। তোমার কথায় তো বেশ হিন্দুস্থানী টান রয়েচে। তোমার বাড়ী বুঝি ·····?

গুণ্ডা। হাঁ হাঁ, পশ্চিমে হুজুর। তোবে অনেক দিন ধোরে বাঙ্গলা মুলুকে আছি—তাই বাংলায় কথা বোলতে পারি।

বঙ্গ। বেশ বেশ, তোমায় দিয়ে হবে মনে হচ্ছে। তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তুমি কাজের লোক। তা, একে কত দিতে হবে ব্যাপারী সাহেব?

বিপিন। কাজ আগে করুক, তারপর তো বথশিশ।

গুণ্ডা। এই সব কাজ তো বাকী হোয় না মোহারাজ।

বিপিন। টাকা নিয়ে যদি পালাও?

গুণ্ডা। গুণ্ডারা আর যাই কোরুক হুজুর, নেমোখারামি কোরে না। টাকা নিলে তারা কাজ কোরবেই।

রজ্জব। দিন, পাঁচটা টাকা দিয়ে দিন। ও পালাবার লোক নয়।

[বিপিনবাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে বঙ্গ চক্রবর্তী গুণ্ডাকে দিল। টাকা নিয়ে সেলাম জানিয়ে গুণ্ডার প্রস্থান]

বঙ্গ। [হেসে] ব্যাপারী সাহেবের পাকা কাজ। কেমন লোক যোগাড় করেছে দেখুন বড ভুঞা।

[দারোগা, মুন্সী, দু'তিনজন কনেস্টবল ও গগনের প্রবেশ]

বিপিন। এই যে এসেছেন। আপনার আসতে দেরি দেখে ভাবলাম গগনটাই বুঝি ঠিক সময়ে গিয়ে আপনাকে খবর দিতে পারেনি।

দারোগা। না, গগন ঠিক সময়েই গিয়েছিল। রাস্তায় একটা তদন্ত ছিল, সেরে এলাম।

বিপিন। তা হ'লে আমরা এবার যাই। আর বেশিক্ষণ আমাদের এখানে না থাকাই উচিত।

[বিপিনবাবু দারোগার কানে ফিস ফিস করে কি বললেন এবং দারোগা মৃদু হেসে তাতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন]

চলুন ব্যাপারী সাহেব, বোর্ডের অফিসে গিয়ে বসা যাক। গগন, তুই বাজারেই থাক। চেরাক আমাদের সঙ্গে আয়।

[বিপিন, রজ্জব ও চেরাকের প্রস্থান। নেপথ্যে নরনারীর সমবেত কণ্ঠে "বাজারে তোলা বন্ধ কর"; "জোরজুলুম বন্ধ কর"; স্বাধীন ভারত কী জয়"; "বন্দে মাতরম্"; "আল্লা হু আকবর" প্রভৃতি ধ্বনি]

মুন্সী। ঐ আসছে স্যার।

দারোগা। আসুক, তোমরা দাঁড়িয়ে থাক।

[কনেস্টবলেরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। হুকুম পেলেই মারবে তাদের মুখে এই ভাব। জনতার প্রবেশ। সামনে শশীবাবু, তাঁর পাশে জাতীয় পতাকা হস্তে নন্দ। তারপর নিবেদিতা, বেলা, মঞ্জরী এবং আরো দু'একজন মহিলা; তাদের পেছনে গোপাল, ফেলু, মহীউদ্দীন, মাইনুদ্দীন, শেয়ালী এবং গ্রামের আরো নানা শ্রেণীর লোক। কয়েকজনের হাতে জাতীয় পতাকা ও ফেস্টুন। ধ্বনি করতে করতে সকলের অগ্রগতি। দারোগা শশীবাবুর দিকে চেয়ে একটু হাসল; শশীবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মিছিল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,

অল্প কিছুটা স্টেজে রয়েছে। মুন্সী ও আরেক জন কনেস্টবল মিছিলের উপর লাঠি চালাতে উদ্যত হয়। দারোগা হাত নেড়ে ও চোখইশারায় লাঠি চালাতে বারণ করে। তারা তখন লাঠি নামিয়ে নেয়। মিছিল শেষ হয়ে যায়, ধ্বনি ক্ষীণতর হয়ে আসে]

দারোগা। চলো, ওদিকে এগিয়ে চলো।

[দু'এক পা এগুতেই যেদিকে মিছিল গিয়েছিল সেদিক থেকে গোলমালের শব্দ আসে। চেঁচাতে চেঁচাতে গুণ্ডার প্রবেশ]

গুণ্ডা। দাঙ্গা, দাঙ্গা! হিন্দু-মুছলমানে মারামারি। তোমরা সব পালাও, পালাও।

দারোগা। দাঙ্গা!

গুণ্ডা। হাঁ, হুজুর। ভোয়ানক মারামারি। হিন্দু-মুছলমানে দাঙ্গা। তোমরা সব পালাও, পালাও…

[চেঁচাতে চেঁচাতে প্রস্থান]

দারোগা। চলো মুন্সী, ওদিকে চলো।

[দারোগা ও কনেস্টবলদের প্রস্থান। সওদাপত্র নিয়ে জনকয়েকের হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ ও ভীতচিত্তে তাদের পলায়ন। নেপথ্যে কলরব। বিপিনবাবুর ও বিপরীত দিক থেকে গগনের ব্যগ্রভাবে প্রবেশ

গগন। ঐদিকে যাইবেন না বড ভ্এ্রা। খুন।

বিপিন। খুন!

[গুণ্ডার প্রবেশ

গুণ্ডা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ [বিকট হাসি]। হাঁ, খুন মোহারাজ। একটা খুন কোরেছি। বখ্‌শিশ? [হাত বাড়াল]

বিপিন। খুন! খুন করেচ তুমি!

গুণ্ডা। [মাথা ঝেঁকে] হাঁ, হাঁ, খুন—খুন কোরেচি মোহারাজ। কেন, বিশ্বাস হোয় না? [ছোরা বের করে] দিন, বখ্‌শিশ দিন।

[বিপিনবাবু ভয়ে পিছাতে থাকেন এবং গুণ্ডা ছোরা উদ্যত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এভাবে দু'জন নিষ্ক্রান্ত]

গগন। কি সর্বনাশরে বাবা! কোন্ দিকে যাই। দফাদার, দফাদার।

[গগনের ব্যগ্রভাবে ডাকতে ডাকতে প্রস্থান। পর্দা]

তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[ময়দান। অমর বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে। তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য জনসভা ডাকা হয়েছে। শশীকান্ত, অমর, নিখিল, মহীউদ্দীন নন্দ, গোপাল, মাইনুদ্দীন, ফেলু, নিবেদিতা, বেলা, মঞ্জরী এবং আরও অনেকে উপস্থিত। গোপালের কপালে একটা কাটা চিহ্ন; তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া লাগান রয়েছে। ছোট একখানি টেবিল, তার পেছনে একটি চেয়ার। টেবিলের পাশেই কংগ্রেস পতাকা উড়ছে। টেবিলের ওপর একটি হারমোনিয়াম। সমবেত কণ্ঠে নানারূপ জাতীয় ধ্বনি]

নিখিল। আমি প্রস্তাব কচ্ছি, আমাদের আজকের এই সভায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নিবেদিতা গুহ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করুন।

মহী। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

[সকলের করতালি। নিবেদিতা উঠে সভাপতির চেয়ারে বসলেন। নিখিল সভার কার্যসূচি লিখে নিবেদিতাকে দিল]

নিবেদিতা। [দাঁড়িয়ে] এখন গান হবে। [উপবেশন]

[দু'তিনজন ছেলে ও বেলা একসঙ্গে গান ধরল, "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।" গান শেষে সকলের করতালি। নন্দ উঠে অমরের গলায় একটা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিল। আবার সকলের করতালি]

অমর। [গোপালকে] মিস্তরী কাকা, এদিকে আসুন তো।

[গোপাল উঠে অমরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল]

এ মালা আজ আমার প্রাপ্য নয়। সেদিন বাজারে গুণ্ডার ছোরার আঘাতে আমাদের মিস্তরী কাকা প্রাণ হারাতে বসেছিলেন, এ মালা তাঁরই প্রাপ্য। আমরা যে আবার এঁকে ফিরে পেয়েছি—মৃত্যুশয্যা থেকে যে এঁ সেরে উঠেছে—এ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে।

[অমর গলা থেকে মালা খুলে গোপালকে পরিয়ে দিল এবং আলিঙ্গন করল। সকলের আনন্দে করতালি। গোপালের মুখে কৃতজ্ঞতা ও সলজ্জতার ভাব। অমর ও গোপালের পুনরায় উপবেশন]

নিবেদিতা। [দাঁড়িয়ে] এবার নিখিলবাবু আপনাদের কিছু বলবেন। [উপবেশন]

নিখিল। [দাঁড়িয়ে] মাননীয়া সভানেত্রী মহাশয়া, উপস্থিত মহিলাবৃন্দ এবং সমবেত বন্ধুগণ, আজ বড়ই আনন্দের কথা যে অমরকে আমরা আবার এত শীগ্‌গির আমাদের মধ্যে ফিরে পেয়েছি। তাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল। তার অপরাধ—দেশপ্রেম ; দেশকে সে ভালোবাসে, পরাধীনতার বন্ধনকে সে ছিন্ন করতে চায়। স্বাধীন দেশে এই দেশপ্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ—দেশপ্রেম না থাকলে সেখানে দেশদ্রোহিতার অপরাধে মানুষের শাস্তি হয়—আর আমরা এমনই হতভাগ্য, আমাদের এমনই দুর্দশা যে, কারো মধ্যে সেই দেশপ্রেম থাকলে তারই জন্যে পেতে হয় সাজা। সাধারণ আইনের বিচারে যখন শাস্তি খুঁজে পান না তখনই আমাদের কর্তারা বিনা বিচারে আটক করে রাখেন আমাদের কর্মচঞ্চল দেশপ্রেমিক যুবক বৃন্দকে। বিনা-বিচারে দণ্ডদান সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্ক—বর্বরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু দণ্ড দিয়ে মানুষকে কতকাল দাবিয়ে রাখা চলে ? দেশের মধ্যে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, যে মুক্তির প্রেরণা এসেছে—সঙ্গীনের খোঁচায় তাকে কতকাল ঠেকিয়ে রাখা যাবে ? ওরা কেন ভুলে যায়, এদেশেরই ছেলে অম্লানবদনে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছে, হাসতে হাসতে ফাঁসীর মঞ্চে এগিয়ে গিয়েছে। হায়, তবু ওদের রক্তচক্ষু! আমাদেরই কবি গেয়ে গেছেন, "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে রে, টুটবে।" যারা দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করতে চায় তারা নিজের পায়ে শৃঙ্খল দেখে ভয় পায় না। দণ্ডকে তারা পুরস্কার বলেই গ্রহণ করে। [হাততালি]

অমর আমার বাল্যবন্ধু নয়, কলেজে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে, অমরের কর্মশক্তি ও বুদ্ধির দীপ্তি আমাকে আকৃষ্ট করে। বি এ পাশ করবার পরই আমাকে চাকুরির অন্বেষণ করতে হয়, অমরই তখন আপনাদের এখানে এই ইস্কুলে আমার মাষ্টারির ব্যবস্থা করে দেয়। আপনাদের সঙ্গে কোন আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কারণ চাকুরির খাতিরে নিজেকে আমার দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছে। আমার মাইনের কটি টাকার ওপর আমার পরিবারের নির্ভর। তবু বারংবার ইচ্ছে হয়েছে

আপনাদের মধ্যে ছুটে যাই, অমর আপনাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছে, আপনাদের সঙ্গে গিয়ে সেই আদর্শের পতাকা বহন করি। কিন্তু ভীরু, দুর্বল চিত্ত বার বার কাপুরুষের মত আপন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আত্মগোপন করেছে। তবু দূর থেকে দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি, যে-পতাকা অমর আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল তার অমর্যাদা আপনারা করেননি—আমার বিশ্বাস আছে কোনো দিন করবেনও না।

অমর আজ আপনাদের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে। আপনাদের ঐক্য, আপনাদের কর্মশক্তি, আপনাদের আদর্শনিষ্ঠা, আপনাদের দৃপ্ত সঙ্কল্প দিয়ে অমরের প্রাণে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে তুলুন—তাতেই হবে এই দেশপ্রেমিকের যথোচিত সম্বর্ধনা।

[সকলের আনন্দে করতালি। নিখিলের উপবেশন]

নিবেদিতা। [দাঁড়িয়ে] সভায় আর কেউ কিছু বলবেন ?

মহী। ছোট ভুঞা, আপনি কিছু কন।

শশী। না না, আমি কি বলব। এসভায় আমার কিছু বলা ভাল দেখায় না।

মহী। মিস্তরী কাকা, আপনি কিছু কন।

গোপাল। [লজ্জায় জিভ কেটে] তুমি কও কি মহী! তোমার মাতা খারাপ অইল নাকি!

মহী। না, কিছু কইতেই অইব মিস্তরী কাকা।

গোপাল। তুমি কও না।

মহী। আমি পরে কমুনে। আপনি আগে কন।

[গোপালের হাত ধরে টানাটানি]

ফেলু। আরে কও না মোড়ল। এত বড় মাইরটা খাইয়া যমের বাড়ী থেইকা বাইচা আইলা—দুইটা কথা কইতে পারবা না! ওঠ, ওঠ, যা পার কও।

গোপাল। আমি কিছু কইতে পারুম না।

মাইমুদ্দীন। অত সরম কিসের মিস্তরী দাদা, কও না যা পার।

নিবেদিতা। বল না গোপাল, যা হয় দু'চার কথা—সবাই যখন বলছে।

[শশীবাবু ইশারায় গোপালকে দাঁড়াতে বললেন। গোপাল সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল]

এদিকে এস, টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াও। [উপবেশন]

গোপাল। [এগিয়ে এসে] ভাই সব, আমি মুখ্খু নোক—আপনাগ কাছে আমি কি কমু। একদিন ভাবতাম, স্বদেশী করণ বাবুভুঞাগই কাম। শুনতাম, ডাকাতি না কল্লে নাকি বড় স্বদেশী অওন যায় না। তারপর স্থাখলাম, ছোট ভুঞা তান্‌রা ইচ্ছা কইরাই আইন ভাইঙ্গা জেলে যাইতে নাগলেন। আমরা দেইখা অবাক অইয়া যাইতাম—জেলে আবার ক্যাও ইচ্ছা কইরা যায়! অখন আবার দেখতেছি, আইন না ভাঙ্গলেও, দোষ না কল্লেও নোকেরে জেলে নইয়া যায়। অমররে যে ধইরা নিছিল, তার দোষটা ছিল কি? তব' তারে নিয়া আটকাইয়া রাখছিল। যাউক, অমর আবার ফিরা আইছে, আমাগ মধ্যে ফিরা আইছে। এইটা আমাগ বরাত ভাল কওন নাগে। অমরের মত ভাল পোলা এই মুল্লুকে নাই—হ দশ বিশ গেরামে নাই, এই কতা আমি জোর কইরাই কইতে পারি। অমররে যেইদিন ধইরা নইয়া গেছিল সেইদিন বুজতে পারি নাই তারে ক্যান্ ধরছিল। আইজ বুজি, সে গরীবের কতা কয়। গরীবের কতা কয় কয়জন! তা অমর যা কইল সবে শোনলেন আপনারা—ঐ পথেই আমাগ যাওন নাগব—হ যাওন নাগব—ঐ পথেই আমাগ যাওন নাগব—না অইলে গরীবের কি আর বাচন আছে—গরীবের আর বাচন নাই—গরীবের……

[গোপাল কেঁদে ফেলল। সকলে তাকে ধরে বসাল। খানিকক্ষণ সবাই স্তব্ধ]

নিবেদিতা। [দাঁড়িয়ে] এবার শ্রীমান অমর কিছু বলবে। [উপবেশন]

অমর। [দাঁড়িয়ে] সমবেত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আজ সর্বাগ্রে আপনাদের জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমার সম্বর্ধনার জন্য আপনারা এই সভা ডেকেছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজ আমারই উচিত আপনাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো। তোলাবন্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপনারা যে ঐক্য, দৃঢ়তা, ত্যাগস্বীকার ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। বন্দীশালার বাইরে এসে আজ এই বলে আমি গর্ব অনুভব করছি যে, আমারই গ্রামের

লোক আপনারা, আমারই পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের লোক আপনারা এমনই এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন যা কিছুদিন আগেও অসম্ভব বলে মনে হতো।

সত্য বটে, তোলাবন্ধ আন্দোলন আপনাদের সম্পূর্ণ সফল হয়নি ; কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আপনারা যে-শক্তি অর্জন করেছেন তা অতুলনীয়। আসুন, আমরা আজ সেই শক্তিকে এক বৃহত্তর সংগ্রামে নিয়োজিত করি। দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ-দানের জন্য আহ্বান এসেছে—আসুন, আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিই ; "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই সংকল্প নিয়ে আমরা স্বাধীনতা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হই—দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করি। [হর্ষধ্বনি]

কিন্তু চলার পথে বিঘ্ন অনেক। আপনারা দেখেছেন, পদে পদে স্বার্থান্ধের দল কি ভাবে আপনাদের পথে এসে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়। এরা বিদেশ থেকে আসেনি ; এরা আপনাদেরই স্বজাতি, আপনাদেরই দেশবাসী। তবু যে এরা শত্রুতা করে তার কারণ আপনাদের স্বার্থ আর এদের স্বার্থ এক নয়। আপনাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এরা পুষ্ট হয়—আপনাদের অদৃষ্টে কেবল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, দারিদ্র্য আর নিপীড়ন। এথেকে যদি আপনারা মুক্তি চান, তবেই ওই স্বার্থান্ধরা রক্তচক্ষু হয়ে ওঠে, আপনাদের হত্যা করবার জন্যে অর্থ দিয়ে গুপ্তঘাতক লাগায় ; সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তোলে। আসলে ওরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, খ্রীষ্টানও নয়, ওরা সরকারী দালাল। ওদের কোন জাত নেই, সবারই এক জাত, ওরা স্বার্থপরের জাত।

আপনারা দেখেছেন, গ্রামের যে-কোন আন্দোলনে, যে-কোন সৎকাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ইউনিয়ন বোর্ড। গ্রামে গ্রামে ঐগুলি এক একটি গুপ্তচরের আড্ডা। আমাদেরই ট্যাক্সে বেঁচে থাকে ওরা ; অথচ আমাদের বিরুদ্ধে ওরা থানায় খবর দেয়, পুলিশকে সাহায্য করে। স্বায়ত্তশাসনের নামে পল্লী অঞ্চলে এই যে পুলিশের চৌকিগুলি বসান হয়েছে এগুলিকে আমাদের ভাঙ্গতে হবে। আসুন, আমরা এই পণ করি, আজ থেকে, ইউনিয়ন বোর্ডের এক পয়সা ট্যাক্সও আমরা দেব না। কেবল

ট্যাক্স বন্ধই নয়, পিকেটিং করে ইউনিয়ন বোর্ডের দোর আমরা বন্ধ করব। [হর্ষধ্বনি ও করতালি]

এই বিরাট সংগ্রামে আমাদের সব চাইতে বেশি দরকার ঐক্যের; কিন্তু দুঃখের হলেও বলতে হচ্ছে সেই ঐক্যের পথে আজ বহু বিঘ্ন। কিছুদিন আগেও আমাদের এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল, যে সদ্ভাব ছিল, আমি বাইরে এসে লক্ষ্য কচ্ছি তাতে যেন একটু চিঁড় ধরেছে। শয়তানের ফাঁদে পড়ে…

[কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ ও লাঠিধারী কনেস্টবল নিয়ে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপী সার্কেল অফিসারের সভাস্থলে প্রবেশ। তাকে দেখে অনেকেই উচ্চকিত হয়ে উঠলো এবং কেউ কেউ ভয়ে উঠি উঠি করতে লাগল]

অমর। আপনারা কেউ উঠবেন না। যে যার জায়গায় বসে থাকুন। পুলিশ দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা সভার কাজ চালিয়ে যাব।

[অমরের কথায় সবাই আবার স্থির হয়ে বসলো]

স্পে-ম্যাজিস্ট্রেট। এই সভার ওপর আমি hundred and forty-four জারী কচ্ছি।

অমর। তা করুন। শত hundred and fortyfour জারী করলেও সভার কাজ বন্ধ হবে না।…তারপর যেকথা আপনাদের বলছিলাম……

স্পে-ম্যাজি। [বাধা দিয়ে শশীবাবুকে লক্ষ্য করে] আপনি এদের বুঝিয়ে বলুন। Hundred and fortyfour break করলে তার consequence কি দাঁড়াবে আপনি নিশ্চয়ই তা অনুমান করতে পারেন। [মৃদু হাসি]

অমর। [জনতার দিকে] আমি আশা করি পুলিশের ভয়ে আপনারা কেউ এস্থান ত্যাগ করবেন না।

স্পে-ম্যাজি। শশিবাবু, আমি চাইনে আজ এখানে একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে। কিন্তু কেউ যদি না শোনে, তবে বাধ্য হয়েই আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।

অমর। আপনার কর্তব্য আপনি করুন—আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাই।

শশী। [টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে জনতাকে] আপনারা আজ চলে যান।

অমর। বাবা!

শশী। কেবল তোমার আমার কথা ভাবলে চলবে না। দেখছ, কত ছোট ছোট ছেলেপিলে নিয়ে মেয়েরা এখানে উপস্থিত। [জনতাকে] আপনারা শান্ত ভাবে বাড়ী চলে যান। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই বা একে আমরা পরাজয়ও মনে করব না। আজকের এই অবস্থার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে আসিনি। যেদিন প্রস্তুত হয়ে আসব, পুলিশের ভয়ে এক চুলও নড়ব না। আজ আপনারা যে-যার বাড়ী চলে যান।

[শশিবাবুর কথায় একে একে সবাই উঠে যেতে লাগল। অমর ধ্বনি দিল--"ইনক্লাব"। কিন্তু তার ধ্বনিতে কোন সাড়া মিলল না—কারণ এই ধ্বনিতে তখনো কেউ অভ্যস্ত হয়নি। অনেকে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

স্পে-ম্যাজি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! [অট্টহাসি] এর মানে তো এরা জানে না অমরবাবু। দিন কয়েক রিহার্সাল দিতে হবে।

অমর। [স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের কথা গ্রাহ্য না করে] আপনারা বলবেন—জিন্দাবাদ। বলুন—ইনক্লাব······

সমবেত কণ্ঠে। জয়।

স্পে-ম্যাজি। বৃথাই চেষ্টা অমরবাবু। [মৃদু হাস্য]

নিখিল। জয়ই বটে। জিন্দাবাদ মানেই জয়। আপনারা বলুন—জিন্দাবাদ।

অমর। ইনক্লাব······

[সমবেত কণ্ঠে "জয় ও জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে সকলের প্রস্থান। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। সবার শেষে সদলবলে তার বিপরীত দিকে প্রস্থান। পর্দা]

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের সম্মুখ ভাগ। নিবেদিতা, বেলা, মঞ্জরী, এবং আরো দু'তিনজন মহিলা দরজার সামনে বসে আছেন। বেলার হাতে একটি কংগ্রেস পতাকা]

১ম মহিলা। দিদি, বাড়ী থেকে দু'টো পান বানিয়ে আনতেও ভুলে গেছি। তোমাদের যে তাড়া।

নিবেদিতা। তা তাড়াতাড়ি না এলে এদিকে যে এরা আগেই অফিসে ঢুকে পড়ত। তাও তো কেরাণী বুড়ো সেই কোন্ সকালে এসে অফিসে বসে আছে।

১ম মহিলা। বুড়োকে আজ বেরুতে দেব না দিদি।

নিবেদিতা। তা হ'লে যে সারাদিন না খেয়ে বসে থাকতে হবে।

১ম মহিলা। তাতে আমি কাতর নই। উপোস করার অভ্যেস আমার আছে। ছোট খোকার কল্যাণে ঠাকুরদেবতার নামে মাসে পাচ সাতটা উপোস কোন্ আর না করি। তবে পোড়া ঐ পানের নেশা, পান না খেয়ে দু'দণ্ডও থাকতে পারি না দিদি। মুখে কেবলই জল ওঠে।

মঞ্জরী। [আঁচল থেকে দু'টো সাজা পান খুলে] দুইটা পান আনছিলাম চাটুজ্জা খুড়ীমা। খাইবেন?

১ম মহিলা। তা খাবনা কেন। বাঁচালে লক্ষ্মী মেয়ে। একটা তুমি রাখ।

মঞ্জরী। [একটু হেসে] না, আমার না অইলেও চলব। পান না পাইলে আপনারই কষ্ট অইব বেশি।

১ম মহিলা। তা মিথ্যা বলনি। [একটি পান মুখে দিয়ে আর একটি আঁচলে বেঁধে] একটু দোক্তা হ'লে ভাল হ'ত। থাক, তা আর কোথায় পাব……

[কাগজপত্র নিয়ে বঙ্গ চক্রবর্তী ঘরের ভিতর থেকে দরজার কাছে হাজির]

বঙ্গ। এ কি! আপনারা এখানে সব মাটিতে বসে! ঘরের ভেতর আসুন—সেখানে টুলচেয়ার পড়ে আছে।

[নিবেদিতা ছাড়া অন্য সব মেয়েরা খিল খিল করে হেসে উঠল]

নিবেদিতা। আঃ!

[ধমক খেয়ে মেয়েরা দমে গেল]

বঙ্গ। না না, এ ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায়। বড় ভূঞা এসে আপনাদের এভাবে দেখলে আমাকে বড্ড গালাগালি করবেন। এটা মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না।

নিবেদিতা। থাক, আপনার আর ভদ্রতা দেখিয়ে কাজ নেই। আমরা ঠিক জায়গায়ই আছি।

বঙ্গ। আমার ওপর আপনি রাগ কচ্ছেন খামকাই। আমি তো হুকুমের চাকর মাত্র।

নিবেদিতা। আপনি না বললেও সেটা জানি। অযথা বকছেন কেন?

বঙ্গ। তা হ'লে আমায় একটু যেতে দিন।

নিবেদিতা। যান না আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে।

বঙ্গ। [লজ্জায় জিভ কেটে] ছিঃ ছিঃ। কি যে বলেন আপনি!

বেলা। তা হ'লে আপনাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে।

বঙ্গ। তুমিও আমায় একটু পথ দেবে না সুন্দরী?

বেলা। [সক্রোধে] চুপ করুন আপনি।

বঙ্গ। আরে তুমিও রাগ কচ্ছ! তুমি যে সম্পর্কে আমার নাতনী।

নিবেদিতা। থামুন, আর ইতরামি করতে হবে না।

বঙ্গ। ছিঃ ছিঃ! আপনি এ কি বলছেন!

নিবেদিতা। মেয়েদের সামনে একটু ভদ্রভাষায় কথা বলতে হয়।

বঙ্গ। গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল। ভুলে গেছলাম ভদ্রঘরের মেয়েরা এসে এভাবে সদর রাস্তায় বসতে পারে। মুড়িমিছরি এক হয়ে গেল—গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল।

[ঘরের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ]

১ম মহিলা। বুড়োর কথা শুনলে দিদি!

নিবেদিতা। ওর কথা ছেড়ে দাও।

১ম মহিলা। ইচ্ছে হচ্ছিল মুখে ঝাঁটা মারি। আমি ওরে চিনি নে। ওর জ্বালায় কি আর বউঝিদের পুকুরঘাটে যাবার জো আছে। তিন কাল গেছে এক কাল আছে, তবু স্বভাবদোষ যায়নি। মরণ আর কি! চাইবার ছিরি দেখে গা জ্বলে যাচ্ছিল।

[বিপিনবাবু, গগন, চেরাক, মুন্না ও আরো দু'জন কনেস্টবলের প্রবেশ]

বিপিন। ছোটপিসী, তুমি এখানে! আবার বেলাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছ।

নিবেদিতা। অন্যায় হয়েছে?

বিপিন। নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। তোমরা কি ভুঞাবাড়ীর নাম হাসাবে। সমাজে কি আর মুখ দেখাতে দেবে না। ছোটকাকা কি যে আরম্ভ করেছেন।

[বঙ্ক চক্রবর্তী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল]

নিবেদিতা। তিনি ঠিকই কচ্ছেন বিপিন।

বিপিন। হুঁ! ঠিক কচ্ছেন বই কি। শেষটায় ঐ একরত্তি মেয়েটাকে পর্যন্ত তিনি এর মধ্যে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হননি।

নিবেদিতা। তাতেই তোর বোঝা উচিত যে কোন্ পথে তুই পা বাড়িয়েছিস। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে পর্যন্ত আজ এখানে আসতে হয়েছে।

বিপিন। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। পথ ছাড়বে কি না বল?

নিবেদিতা। না। যেতে হ'লে আমাদের মাড়িয়েই তোকে যেতে হবে।

বঙ্ক। সরকারী কাজে বাধা দেওয়া কি ভাল?

নিবেদিতা। আপনি চুপ করুন চক্কোতি মশায়। ভারী তো সরকারী কাজ।

বিপিন। আমরা যে কাজ কচ্ছি সেটা কি দেশের কাজ নয় ছোটপিসী? সভায় গিয়ে দুটো গরম বক্তৃতা দেওয়া, মদগাঁজার দোকানে পিকেটিং করা, ইউনিয়ন বোর্ডের দরজায় পড়ে থাকা, দু'চার ছ'মাস জেল খাটা—এগুলোই দেশের সব চাইতে বড় কাজ?

বঙ্ক। জেল তো চোরডাকাতেও খাটে; তা হ'লে তারাই সবচেয়ে বড় দেশসেবক।

নিবেদিতা। বিপিন, তোর এই তোতা পাখীটাকে চুপ করতে বল তো।

বিপিন। তা না হয় করল। কিন্তু তোমরা পথ ছেড়ে দাও।

নিবেদিতা। পথ ছেড়ে দেবার জন্য আসিনি। এটা উচ্ছন্নে যাবার পথ বিপিন, এপথ তুই ছেড়ে দে। ছেড়ে দিয়ে একবার দেশের

দিকে তাকা—বিবেকের মাথা না খেয়ে একবার ভেবে ভাখ, দেশ তোদের কাছে কি চায়।

বিপিন। তোমাদের এই একঘেয়ে বক্তিমে শুনে শুনে কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে ছোটপিসী—ওসব আর আমার শুনতে ভাল লাগে না। তোমরা পথ ছাড়বে কি না বল।

নিবেদিতা। না। তোর যা ইচ্ছে করতে পারিস।

বিপিন। কি আর করব। আমাকে আজ ফিরেই যেতে হবে। কিন্তু জানবে, এর পরিণাম ভাল হবে না।

[মুন্সীকে ইশারায় থাকতে বলে বিপিনবাবু ও তাঁর পেছনে চেয়ারের প্রস্থান]

গগন। মঞ্জু, তুমি ক্যান্ এই সবের মধ্যে আইছ। স্বদেশী করণ ভদ্দর নোকেগই সাজে। বয়স্থা মাইয়া তুমি, আইসা ভাল কর নাই। ল্যাকাপড়া জান না, তুমি স্বরাজের বুজবা কি। বাড়ী যাও, বাড়ী যাও।

[গগনের প্রস্থান]

বঙ্গ। বড় ভুঞা তো চলে গেলেন্। এদিকে আমি যে আটকা পড়ে রইলাম। মুন্সী, তুমিই একটা বিহিত কর না।

মুন্সী। [মঞ্জুর হাত ধরে টেনে] এই মাগী সর, পথ ছেড়ে দে।

নিবেদিতা। [এগিয়ে এসে মঞ্জুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে] মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে তোমার লজ্জা করল না!

মুন্সী। আপনি সরে যান।

নিবেদিতা। না, আমি সরে যাব না।

মুন্সী। আপনি সরে যান বলছি।

নিবেদিতা। চোখ রাঙাবেনা বেশি। তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

মুন্সী। আপনাকে আমি তাহলে arrest কচ্ছি।

নিবেদিতা। ভাল কথা।

মুন্সী। কেবল আপনাকেই নয়, আপনাদের সবাইকে আমি arrest কচ্ছি।

নিবেদিতা। আরো ভাল কথা।

মুন্সী। মিছির, এদের কাঁড়িতে নিয়ে যাও। আমি গিয়ে পরে এদের থানায় চালান দেব।

[হিন্দুস্থানী কনেস্টবল মিছির মেয়েদের নিয়ে চলে গেল। মেয়েরা ধ্বনি দিল, "বন্দেমাতরম্" "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ" ইত্যাদি]

বঙ্গ। [বারান্দা থেকে নেমে এসে] রক্ষে পেলাম বাবা। একেবারে যেন চেরী পরিবেষ্টিতা অশোক বনে সীতা। কি উদ্ধারই করলে তুমি আমায় মুন্সী। তুমি না এলে আজ আমার হাটবাজার করাই বন্ধ হ'ত।

[নেপথ্যে সমবেত পুরুষকণ্ঠে ধ্বনি, "চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ কর; ইউনিয়নবোর্ড ধ্বংস কর" ইত্যাদি]

ঐরে! বীরাঙ্গনারা গেলেন, আবার বীরপুঙ্গবরা আসছেন। গলাবাজী করেই এরা স্বরাজ আনবেন। কি উপদ্রবই যে আরম্ভ করেছে। এদের আর সায়েস্তা না করলে চলছে না মুন্সী।

মুন্সী। দাঁড়িয়ে দেখুন না একটু।

বঙ্গ। না না, আমি যাই। থাকলেই আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়ব ঠিক কি।

[বঙ্গ চক্রবর্তীর প্রস্থান। ধ্বনি দিতে দিতে কংগ্রেস পতাকা হস্তে মহীউদ্দীন, নন্দ, ফেলু, মাইমুদ্দীন এবং আরো তিনচার জন হিন্দু-মুসলমানের প্রবেশ। মুন্সী ও অন্য কনেস্টবলটি মারবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। মুন্সীর হাতে বেটন ও কনেস্টবলের হাতে রেগুলেশন স্টীক। সত্যাগ্রহীরা উইংসের পাশে এসেই থামল]

মুন্সী। আর এগুবে না বলছি।

[সত্যাগ্রহীরা নিষেধ না শুনে এগিয়ে এল। তাদের উপর চলল বেপরোয়া লাঠি। লাঠির ঘা খেয়ে কয়েকজন পড়ে গেল; তাদের মুখে ককানির শব্দ। পর্দা]

তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[শশীবাবু বৈঠকখানায় বসে হোমিওপ্যাথি বই পড়ছেন। হাপান একখানি সত্যাগ্রহ বুলেটিন পড়তে পড়তে বেলা প্রবেশ করল]

বেলা। দাদু, কলকাতায় পুলিশ জোর লাঠি চালিয়েছে।

শশী। কে বললে তোকে ?

বেলা। এই যে বুলেটিনে লিখেছে।

শশী। হুঁ। তা এখানে চালালে আর কলকাতায় চালাতে আপত্তি কি ! সেদিন মুন্সী তোদের ছেড়ে দিয়েছে। আর একদিন তোর পিঠেও লাঠি পড়বে।

বেলা। পড়ে পড়বে। [**আবার বুলেটিনের পাতা উল্টিয়ে**] সর্বনাশ দাদু, মেদিনীপুরে পুলিশ গুলি করেছে।

শশী। কোথায় গুলি করেছে ?

বেলা। [পাঠ] "গত শনিবার পটাশপুর থানার এলাকায় স্বরাজ ময়দানে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া কংগ্রেসের আহ্বানে এক জনসভা হয়। পুলিশ আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইতে বলে, কিন্তু কেহই সভাস্থল ত্যাগ করিতে চাহে না। পুলিশ তখন লাঠি চালায় এবং অবশেষে গুলিবর্ষন করে। লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষনের ফলে চার জন নিহত ও পঞ্চাশ জনের বেশি আহত হয়।"—কি সর্বনাশ দাদু ! পুলিশ তা হ'লে এখানেও গুলি করবে নাকি ?

শশী। তা করতে পারে। লাঠিতে না থামলে গুলি তো করবেই।

বেলা। অমন কথা তুমি বলো না দাদু, তোমার জন্যে আমার বড্ড ভয় করে। আর কাকামণিকে আমি এত করে বারণ করি—কিছুতেই সে আমার কথা শুনবে না।

শশী। বড্ড ভয় পেয়েছিস দিদি, না ? স্বাধীনতা কি মুখের কথা ! তার জন্য মূল্য দিতে হবে না ?

বেলা। কিন্তু ওদের ঐ গুলির মুখে তোমরা কতদিন দাঁড়াতে পারবে দাদু ?

শশী। যতদিন না ওদের শেষ গুলিটি ফুরোবে। সত্যাগ্রহী কোনদিন গুলিকে ভয় করে না রে দিদি—মৃত্যুকে তারা বন্ধুর মতোই কোল পেতে নেয়।

বেলা। তাতে মরাই হবে স্যর—লড়াই আর হবে না। অস্ত্র ছাড়া কখনো লড়াই হয় ?

শশী। হয়। অহিংসার কাছে অস্ত্রও হার মানে দিদি।

বেলা। কাকামণি কিন্তু এসব বিশ্বাস করে না।

শশী। তুই কি করে জানলি ?

বেলা। হুঁ। সেদিন নিখিলবাবুর সঙ্গে কাকামণির এ নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছিল। পড়ার ঘর থেকে আমি সব শুনছিলাম।

শশী। অমর কি বলছিল ?

বেলা। বলছিল, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই নাকি আমরা শক্তি লাভ করব এবং একদিন অস্ত্রও আমাদের হাতে আসবে। তারপর কাকামণি ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বলল আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। তুমি বলো তো······

[বাইরে নিখিল গলার খাকারি দিল। তার সঙ্গে মহীউদ্দীন]

শশী। কে ?

[বাইরে থেকে—"আমি নিখিল"]

এস, এস। [বেলাকে] যা, তুই ভেতরে যা।

[বেলার অন্তঃপুরে প্রস্থান ও অপর দিক দিয়ে নিখিল ও মহীর প্রবেশ]

শশী। এস, বোস নিখিল। মহী, তুইও বোস্।

[নিখিল শশীবাবুর বিছানায় এবং মহীউদ্দীন পাশের বেঞ্চিতে বসল]

তারপর কি খবর ?

নিখিল। স্কুলের চাকরি গেল কাকাবাবু।

শশী। কেন ?

নিখিল। এস-ডি-ও সেক্রেটারীকে চিঠি দিয়েছেন, আমাকে স্কুলে রাখা চলবে না ; আর আমাকে নোটিশ দিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এস্থান আমায় ত্যাগ করতে হবে।

শশী। বুঝতে পেরেছি, সেদিনকার বক্তৃতার জের।

নিখিল। তা হবে। যাক গে, ভালই হ'ল। চাকরির মায়া কাটাতে পারছিলাম না, অথচ চাকরি করতেও ভাল লাগছিল না।

শশী। কিন্তু তোমার পরিবারের······

নিখিল। সেকথা ভেবেই তো এতদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকরি করেছি। কিন্তু এখন তো আর এতে আমার কোন হাত নেই।

শশী। তা হ'লে তুমি আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছ ?

নিখিল। না।

শশী। তবে ?

নিখিল। সুযোগ যখন একটা এলই—তখন আর এটাকে হাতছাড়া করি কেন।

শশী। তার মানে ?

মহী। নিখিলবাবু নোটিশটা অমান্য কইরা জেলে যাইতে চান।

শশী। ও! তোমার জেলে যাবার সখ হয়েছে ?

নিখিল। সখ কেন কাকাবাবু, এটাকে আমি কর্তব্য বলেই মনে করি।

শশী। উত্তম কথা। কিন্তু সাবধান, উত্তেজনার মুখে হঠাৎ কিছু করে বসে শেষে যেন অনুতাপ না করতে হয়।

নিখিল। আপনার আশীর্বাদ পেলে আমি উতরে যাব বলেই বিশ্বাস।

শশী। আশীর্বাদ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। তোমার যখন তাই ইচ্ছে, আমি আর তোমাকে বাধা দেব না। তারপর মহী, তোর ওদিক্‌কার খবর কি ?

মহী। খবর বেশি ভাল না ছোট ভুঞা। ব্যাপারী সাব লোকেরে ক্যাবলই কুবুদ্ধি দিতেছে। বলে, এই আন্দোলন ইন্দুগ, মুছলমানেরা এতে যোগ দিলে গুণা অইব। আমার নামে রটাইতেছে, আমি নাকি ইন্দুগ টাকা খাইয়া দালালি করতেছি। কন্ ত ক্যামন্ কতা।

শশী। কি করবি মহী, কাজ করতে গেলে নিন্দা প্রশংসা দুইই পাবি। দেশের স্বাধীনতাকে যারা ভাগ করে দেখে তাদের সম্বন্ধে শুধু এক কথাই বলা চলে যে তারা নির্বোধ।

[অমরের প্রবেশ]

অমর। বাবা, আপনি নাকি নোটিশ অমান্য করে পুলিশে ধরা দেবেন ?

শশী। সত্যাগ্রহী হিসেবে তাই তো করা উচিত।

অমর। কিন্তু আপনি এত শীগ্‌গির জেলে গেলে লোক যে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বে।

শশী। উল্টো বলিসনে অমর। আমি ধরা দিলে লোক বরঞ্চ জেলে যাবার জন্যে আরো উৎসাহিতই হয়ে উঠবে।

অমর। কিন্তু জেলে যাওয়াটাই তো সব চাইতে বড় কথা নয়।

শশী। তবে কোন্‌টা বড় কথা হ'ল ?

অমর। কাজ করাটাই সব চাইতে বড় কথা।

শশী। আজকের দিনে আইন অমান্য করে জেলে যাওয়ার চাইতে আর কোন বড় কাজ সত্যাগ্রহীর নেই।

অমর। একমত হতে পারলাম না। নিখিল, মহী, তোমরা এস আমার সঙ্গে। জেলেপাড়ার বৈঠকে যেতে হবে।

শশী। দাঁড়া। অমিলটা যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—তখন কথাও স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে যাওয়াই ভাল। সেদিন সভায় তোর বক্তৃতা শুনেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। এখন দেখছি, সে অনুমান আমার মিথ্যা নয়। যদি রক্তারক্তি, ভ্রাতৃহত্যার মধ্যেই দেশের মুক্তি রয়েচে বলে তোর বিশ্বাস—তবে এই অহিংস আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানই উচিত।

অমর। এসব কথা অবান্তর।

শশী। অবান্তর নয়। খুলে না বললেও তোর আচরণ থেকে আমি সবই বুঝতে পেরেছি। না না, যে আন্দোলনে বিশ্বাস নেই তার সুযোগ নিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়—বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

অমর। এ আপনার অনুমান মাত্র।

শশী। আমার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে যদি আর আত্মগোপন করে না থেকে কালই তুই পুলিশে ধরা দিস। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরুবার পরে কোন সত্যাগ্রহীর উচিত নয় একদিনও আত্মগোপন করে থাকা।

অমর। সে তপোবনের ধর্ম—রাজনীতি নয়।

শশী। তোদের রাজনীতির কথা ভেবে শিউরে উঠি। তোরা চাস শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে লেলিয়ে দিতে—তোরা চাস হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে—অস্ত্র দিযে অস্ত্রকে দমন করতে······

অমর। আপনিও একদিন তাই চেয়েছিলেন।

শশী। হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম সে আশা দুরাশা মাত্র—সে পথ ভ্রান্ত।

অমর। দেশের অগণিত লোককে বাদ দিয়ে জনকয়েক মিলে

চেয়েছিলেন স্বাধীনতা আনতে—তাই মাঝপথেই আপনাদের থেমে যেতে হয়েছিল।

শশী। মিথ্যা নয়। মহাত্মাজীই আমাদের তারপর পথ দেখিয়েছেন।

অমর। আমরাও সেই পথেই এগিয়ে যাবার চেষ্টা কচ্ছি।

শশী। কিন্তু শৃঙ্খলা না মেনে?

অমর। না, তা নয়। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি কখনো শৃঙ্খল হয়ে ওঠে তাকে আমরা ভাঙবই। নিয়মের ব্যতিক্রম আছে বলেই তো নদীতে বন্যা হয়—তা বলে নদীকে কেউ দোষ দিতে যায় না।

শশী। সময় থাকতে হানার মুখে বাঁধ দিলে বন্যার জল রোধ করা যায় অমর।

অমর। কিন্তু সময় সময় সে বাঁধও ভেঙ্গে যায় বাবা।

শশী। তর্ক করিসনে অমর। অহিংস আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে কখনি আমাদের মঙ্গল হবে না। Don't forget that means determines the end.

অমর। কিন্তু এও আপনি জানবেন, যে-অস্ত্রে সংগ্রাম শুরু হয় সেই অস্ত্রেই সংগ্রাম শেষ হয় না।

[অমরের দ্রুত বেগে প্রস্থান]

নিখিল। কাকাবাবু……

শশী। আজ তোমরা যাও নিখিল। আমায় একটু ভাবতে দাও—একটু একা থাকতে দাও আমায়……

[নিখিল ও মহীউদ্দীনের অবনত মস্তকে প্রস্থান। শশীবাবু ঘরে পায়চারী করতে লাগলেন—মুখে তাঁর বিড়বিড় শব্দ]

তৃতীয় অঙ্ক— চতুর্থ দৃশ্য

[বিপিন ঘোষের বৈঠকখানা। সার্কেল অফিসার (এখন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট) একটি টেবিলের ধারে চেয়ারে উপবিষ্ট। তার এক পাশে বিপিনবাবু ও আর এক পাশে রজব আলী চেয়ারে বসে আছে। বঙ্গ চক্রবর্তী খাতাপত্র নিয়ে সামান্য দূরে আর একখানি টেবিলের পাশে উপবিষ্ট। তার একদিকে গগন চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছে]

বঙ্গ। আমি কিন্তু জানতাম সার, আপনাকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট হতেই হবে।

স্পে-ম্যাজি। তাই নাকি! আপনি দেখছি তা হ'লে সর্বজ্ঞ।

বঙ্গ। [মৃদুহাস্তে] লেখাপড়া না হয় বেশি জানাই নেই; কিন্তু বয়সের তো একটা দাম আছে—অভিজ্ঞতাকে তো আর হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

স্পে-ম্যাজি। না না, কস্মিনকালেও নয়; আপনাকে হেসে উড়িয়ে দেব আমি! আপনারা হ'লেন ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণ······

বঙ্গ। আর লজ্জা দেন কেন। ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম বটে—কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের আমাদের আছে কি? জাতপাত আর কিছুই থাকবে না।

স্পে-ম্যাজি। কেন?

বঙ্গ। কেন আবার কি। অমর ছোঁড়াটা তো জেল থেকে মেলেচ্ছ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। না মানে জাত, না মানে ধর্ম। যার তার হাতে খাওয়া, যেখানে সেখানে শোওয়া। অনাচারে সব একাকার হয়ে গেল। আমাদের আর এখন কেউ পোছেই না।

স্পে-ম্যাজি। আপনারা তো তাকে ধরিয়েও দিচ্ছেন না। ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, অথচ পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে অনায়াসে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বঙ্গ। দেখা তো হয় পথেঘাটে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে কি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে কখনো। চড়কীবাজীর মতন ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোকগুলিকে যেন মন্ত্র দিয়ে বশ করে নিয়েছে। এক পারেনি ঐ ব্যাপারী সাহেবদের পাড়ায় কিছু করতে।

বিপিন। তাদেরও গাঁথবার জন্যে নতুন টোপ ফেলেছে।

স্পে-ম্যাজি। কি রকম?

বিপিন। বলছে, কেবল ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধই নয়, প্রয়োজন হ'লে জমিদারের খাজনাও বন্ধ করতে হবে। এজন্য একটা কৃষক সমিতির সৃষ্টি হয়েছে আর তাতে ব্যাপারী সাহেবের স্বজাতিরাও…

স্পে-ম্যাজি। যোগ দিয়েছে? কি ব্যাপারী সাহেব, সত্যি?

রজ্জব। তা একদল যোগ দিয়েছে বটে।

বিপিন। আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনে; তবে লোকে বলে যে ব্যাপারী সাহেবও নাকি তলে তলে……

স্পে-ম্যাজি। ওঁর স্বজাতিপ্রীতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বিপিন। এহ বাহ্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আরো যে কিছু নেই—কি আছে, কে জানে।

রজ্জব। বলতেই যখন চাচ্ছেন তখন আর রেখেঢেকে বলছেন কেন? খুলেই বলুন না।

বিপিন। কি আর খুলে বলব। সদর খাজনার জন্যে আমার মহালটা যদি লাটে ওঠে—তবেই তো লাভ।

রজ্জব। আপনি এসব কি বলছেন বিপিনবাবু! আপনার মহালই বা লাটে উঠবে কেন—আর উঠলেই বা তাতে আমার কি লাভ?

বিপিন। খাজনা না পেলে খাজনা দেবার মতো সামর্থ্য যে আমার নেই সেকথা আপনি ভালভাবেই জানেন।

রজ্জব। কি আশ্চর্য! আপনি তো কতবার আমার কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে সদর খাজনা দিয়েছেন।

বিপিন। কিন্তু আপনার পাইপয়সাও আমি শোধ দিয়েছি।

রজ্জব। আমি কি অস্বীকার কচ্ছি!

বিপিন। তবে আর সেকথা শোনাচ্ছেন কেন?

রজ্জব। থাক বিপিনবাবু, আপনার কথাবাত্রাই আজকাল কেমন হয়েছে।

বিপিন। আমার হয়নি, হয়েছে আপনার। দু'টো পয়সা হয়েছে বলে ধরাকে সড়া জ্ঞান কচ্ছেন। যত বড়ই হয়ে থাকুন না কেন, জানবেন ভুঞা বংশের মানমর্যাদাকে ধূলোয় লুটাবার মত ঐশ্বর্য হতে আপনার ঢের দেরি।

রজ্জব। বামন হয়ে আসমানের চাঁদ ধরতে চাব, এমন দুরাশা আমার নেই। তবে জানবেন, মানইজ্জত সবারই আছে। আচ্ছা, আমি

চল্লাম জনাব। আপনার যা ফরমাশ আমায় জানাবেন। আদাব।

[স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটকে আদাব জানিয়ে রজব আলীর রাগত ভাবে প্রস্থান]

স্পে-ম্যাজি। [বিপিনকে] আপনি অত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন!

বিপিন। আপনি জানেন না স্যার, লোকটা ভেতরে ভেতরে কি রকম হিন্দু-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

স্পে-ম্যাজি। [মৃদুহাস্তে] যাক্‌গে সে-সব কথা। শশীবাবুর খবর কি?

বিপিন। ছোটকাকা আপনাদের নোটিশ অমান্ত করে কাল সভায় বক্তৃতা করবেন।

স্পেঃ ম্যাজি। ভালই হবে। বৃদ্ধ এবার তাহলে জেলে যাবেনই দেখছি।

বিপিন। ভাল হ'বে কি মন্দ হ'বে ঠিক বলা যাচ্ছে না।

স্পে-ম্যাজি। কেন?

বিপিন। আর যাই হোক, দশ গাঁয়ের লোকে ছোটকাকার কথা শোনে।

স্পে-ম্যাজি। তাতেই তো মুশকিল হচ্ছে।

বিপিন। আমি ভাবছি অন্য কথা।

স্পে-ম্যাজি। কি?

বিপিন। অমর এ মুল্লুকের লোকগুলোকে যে-ভাবে ক্ষেপিয়েছে তাতে তাদের শান্ত রাখতে পারে একমাত্র ছোটকাকাই।

স্পে-ম্যাজি। তিনি তো তা রাখছেন না।

বিপিন। নিশ্চয়ই রাখছেন, তা নইলে এতদিনে······

স্পে-ম্যাজি। [শ্লেষের হাসি হেসে] এতদিনে এ মুল্লুকে বৃটিশ রাজত্বের অবসান হ'ত!

বিপিন। আমার কথা যদি হেসেই উড়িয়ে দেন তবে আমি কি করতে পারি।

স্পে-ম্যাজি। না না, হেসে উড়িয়ে দেব কেন। তবে এগুলি আপনার দুর্বলতা।

বিপিন। কেমন?

স্পে-ম্যাজি। আপনি বাইরে যতই শত্রুতা করেন না কেন, শশীবাবুর সম্পর্কে কিন্তু আপনার দুর্বলতা যথেষ্টই।

বিপিন। হবে। বেশ আপনার যা ইচ্ছে করুন।

স্পে-ম্যাজি। আপনি কিছু ভাববেন না। দেখবেন, রেগুলেশন স্টীকের মুখে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কালকের সভায় শশীবাবুকে গ্রেপ্তার করবার পর লোকগুলোকে কিছু উত্তম মধ্যম দিলে কেমন হয়?

বিপিন। তাতে কি ভাল হবে?

স্পে-ম্যাজি। নিশ্চয়ই। কত লোককে আপনি জেলে পাঠাবেন। জেল-জরিমানা ক'রে কিছু হবে না; এদের ঠিক করতে হবে লাঠির ঘায়ে। যেমন কুকুর, তেমন……

[নন্দর হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে দফাদারের প্রবেশ। দফাদারের অন্য হাতে একটা লাঠি ও বগলে এক তাড়া কাগজ]

দফাদার। [কাগজের তাড়াটা স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেখে] দ্যাখেন হুজুর, বাচ্চার কাণ্ড দ্যাখেন।

বঙ্গ। আরে এ যেমন তেমন বাচ্চা নয়, মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ।

স্পে-ম্যাজি। [কাগজগুলি খুলে নেড়েচেড়ে] ও! সত্যাগ্রহ বুলেটিন। এই ছোঁড়া, এগুলি পেলি কোথায়?

[নন্দ নিরুত্তর]

বঙ্গ। পাবে আর কোথায়। ওর গুরুদেব—ঐ অমরই ওকে দিয়েছে। সাকরেদ্ জুটেছে ভাল।

স্পে-ম্যাজি। সাইক্লোস্টাইল মেশিনটার আজও কোন সন্ধান দিতে পারলেন না বিপিনবাবু। আচ্ছা দেখুন তো, এই হাতের লেখাটা কার?

বিপিন। [দু'একখানা বুলেটিন হাতে নিয়ে দেখে] নিখিলের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।

বঙ্গ। তাই হবে সার। ইস্কুলের মাস্টারি যাওয়ায় এখন ঐ দলে গিয়ে ভিড়েছে।

স্পে-ম্যাজি। [রিভলবারটা কোমর থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে] এই ছোঁড়া, অমর কোথায় থাকে জানিস?

নন্দ। না।

স্পে-ম্যাজি। এগুলি তোকে কে দিল ?

নন্দ। ক্যাও না।

স্পে-ম্যাজি। 'ক্যাও না' তো হাওয়ায় উড়ে এল ? ছোঁড়া তো বড় ডেঁপো দেখছি।

বঙ্গ। সার, একেবারে তেঁতুল বিচি।

স্পে-ম্যাজি। কয়েক ঘা দিলেই নরম হয়ে যাবে।

[টেবিলের ওপর রিভলবারটা নাড়তে নাড়তে]

এগুলি কোথায় ছাপা হয়, জানিস ?

নন্দ। না।

স্পে-ম্যাজি। নিয়ে আয় তো ওকে সামনে—দেখি কেমন জানে কি জানে না।

[দফাদার নন্দকে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ারের সামনে ধরে নিয়ে এল]

ভাল চাস তো বল, এগুলো কোথায় ছাপা হয় এবং কে ছাপে।

নন্দ। জানি না।

স্পে-ম্যাজি। [গালে চড় মেরে] জানি না ! [রিভলবার ধরে] দেখেছিস ।

[নন্দর অনমনীয় ভাব]

বঙ্গ। আরে বল না যা জানিস। মরণেরও ভয় নেই !

[স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জুতা দিয়ে নন্দর পায়ের উপর জোরে চাপ দিতে লাগল]

নন্দ। উঃ !

গগন। [একটু বিচলিত হয়ে] ছেইলা মানুষ—বড় ব্যথা পাইতেছে হুজুর।

স্পে-ম্যাজি। চুপ কর শূয়োর। ও ব্যথা পাচ্ছে, না তুই ব্যথা পাচ্ছিস ? এই, দেখি ঐ বেতটা দে তো। আর দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।

[দরজা বন্ধ করে দফাদার বেত এগিয়ে দিল। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের ক'রে বেত ও পেন্সিল দিয়ে নন্দর এক হাতের আঙুলগুলি চেপে ধরল]

নন্দ। [ব্যথিত কণ্ঠে] উঃ ! মাগো !

স্পে-ম্যাজি। চেঁচাবি তো খুন করব। বল, অমর কোথায় ?

নন্দ। জানি না।

স্পে-ম্যাজি। একই কথা! [আরও জোরে চাপ দিল] বল, যা জানিস বল।

[ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নন্দ চীৎকার করে কেঁদে উঠল—"উঃ মারে, বাবারে, মাইরা ফালাইলরে]

[দফাদারকে] এই, ওর মুখটা বেঁধে দে তো।

[দফাদার পাগড়ী দিয়ে নন্দর মুখ বাঁধছে এমন সময় বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ ও মহিলা কণ্ঠে ডাক "দোরজ খোল"]

বিপিন। এই রে, সেরেছে। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। ছোট পিসী।

বঙ্গ। উরে বাবারে! এ যে রায় বাঘিনী। কি হবে বড় ভুঞা!

বিপিন। আমি আর এখানে থাকতে পারব না সার। আমাকে এ অবস্থায় পেলে আমার মুণ্ডপাত করে ছাড়বে। আমি বাড়ীর মধ্যে চলে যাই।

[পাশের দরজা খুলে বিপিনবাবু ও তাঁর পিছু পিছু বঙ্গ চক্রবর্তীর অন্দর মহলে প্রবেশ। বাইরের দিককার দরজায় আবার কড়ানাড়ার শব্দ]

নিবেদিতা। [অন্তরীক্ষে] দোর খোল, খোল বলছি।

[আরো জোরে কড়া নাড়া]

স্পে-ম্যাজি। [গগনকে] দোরটা খুলে দে।

[নন্দকে ছেড়ে দেবার জন্য ইশারা করে। গগন দরজা খুলে দেয় এবং নন্দ দফাদারের হাত থেকে ছাড়া পায়। নিবেদিতা প্রবেশ করে]

নিবেদিতা। বাঃ! কি বীর পুরুষ আপনারা। একরত্তি এই ছেলেটাকে ধরে এনে খুব পিটছেন। বাহাদুর বটে! গোলামি করতে হয় বলে কি এতটা অমানুষ হয়ে যেতে হয়!

স্পে-ম্যাজি। ছেলে মানুষকে দিয়ে যারা এসব কাজ করায় তারা বুঝি খুব মানুষ?

নিবেদিতা। তারা মানুষ কি অমানুষ সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেওয়া আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। বে-আইনী কাজ করলে আপনারও শাস্তি হতে পারে, আশা করি হাকিম হয়ে সে-কথা ভুলে যাননি।

স্পে-ম্যাজি। মেয়েদের কাছ থেকে আইন সম্বন্ধে উপদেশ শোনবার মত আগ্রহ আমার নেই।

নিবেদিতা। দম্ভ আপনার খুবই হয়েছে দেখছি······যাক্ গে, বিপিন কৈ ?—পালিয়েছে বুঝি ? হারে চেরাক, তোদের দয়ামায়া বলে কি কিচ্ছু নেই—ছেলেটাকে পথ থেকে ধরে এনে তার ওপর এ ভাবে মারপিট কচ্ছিস ! কান্না শুনে বাড়ীতে টিকতে পারলাম না—ছুটে আসতে হ'ল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আয় নন্দ, আমার সঙ্গে।

[নন্দর হাত ধরে নিবেদিতা প্রস্থানোদ্যত—এমন সময় বাইরে জনতার কোলাহল]

সর্বনাশ ! [স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটকে] আপনি পালান।

স্পে-ম্যাজি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! [অট্টহাসি]

নিবেদিতা। হাসি আপনার থাকবে না—জীবনের মায়া থাকে তো পালান।

স্পে-ম্যাজি। কেন ?

নিবেদিতা। কেন ! শুনতে পাচ্ছেন না ? আপনার গুণকীর্তির কথা বোধ হয় গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে—তাই গ্রামের লোক আসছে এদিকে ছুটে······

স্পে-ম্যাজি। প্রতিশোধ নিতে ?

নিবেদিতা। না, নন্দকে আপনার কবল থেকে উদ্ধার করতে।

স্পে-ম্যাজি। পারবে না।

নিবেদিতা। তারা জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবে।

স্পে-ম্যাজি। [রিভলবারটা দেখিয়ে মৃদু হেসে] এটা থাকতে !

নিবেদিতা। এইতো আপনার সম্বল ! এটা দিয়ে আপনি ক'জনকে ঠেকাবেন ?

স্পে-ম্যাজি। অন্তত আধ ডজন।

নিবেদিতা। তারপর ?

স্পে-ম্যাজি। তারপর সব শ্যাল-কুকুরের মতো পালাবে।

নিবেদিতা। এই বুদ্ধি না হ'লে আর আপনি হাকিম হতে যাবেন কেন। অত্যাচারে লোক যে মরিয়া হয়ে উঠেছে······

স্পে-ম্যাজি। আপনি কি বলতে চান খুলে বলুন তো।

নিবেদিতা। বলতে চাই, আপনি সসম্মানে পালান।

স্পে-ম্যাজি। না হ'লে আমার জীবনসংশয়ও হ'তে পারে ?

নিবেদিতা। অসম্ভব কি।

স্পে-ম্যাজি। তাই বলুন। আমি জানি, আপনাদের অহিংসাটা একটা ভাণ মাত্র।

নিবেদিতা। মোটেই না। সেটা সত্য জানেন বলেই আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন।……কিন্তু আপনার হাতের ঐ হিংস্র অস্ত্রটাই হয়তো ওদের সহিংস ক'রে তুলতে পারে।……যাক্‌গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনার ভালর জন্যই বলছি—বিপিনের অন্দর দিয়ে আপনি পালিয়ে যান।

[আবার স্পষ্টতর জনকোলাহল]

স্পে-ম্যাজি। কিন্তু……

নিবেদিতা। কিন্তু শোনব আরেক দিন। দোহাই আপনার, আমার কথা রাখুন—আপনি এক্ষুণি চলে যান।

স্পে-ম্যাজি। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু জানবেন, এর বোঝা-পড়া আরেক দিন হবে।

নিবেদিতা। [একটু হেসে] নিশ্চয়ই হবে। চেরাক, গগন তোরাও যা। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকিস নে।

[স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, চেরাক ও গগনের অন্দর মহলের দিককার দরজা দিয়ে প্রস্থান। বাইরে জনতার কোলাহল]

নিবেদিতা। আয় নন্দ, শীগ্‌গির আয়। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে না পড়লে ওরা এবাড়ি চড়াও হবে।

[নন্দর হাত ধরে দ্রুত নিবেদিতার প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

[গোপালের বাড়ী। ভোরবেলা, তখনো ভাল ক'রে অন্ধকার কাটেনি। গোপাল, মঞ্জরী ও নন্দ ঘরের মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গোপালের সরঞ্জামের বাক্সটা একধারে পড়ে আছে। পেছনের বেড়ায় দড়ি দিয়ে ঝুলান একটি কাঠের থাকে লক্ষ্মীর আসন পাতা। লক্ষ্মীর ছবির পাশে আরো দু'তিনখানা ঠাকুর দেবতার ছবি। তার একটু দূরে সিকেয় ঝুলান কয়েকটি মাটির ঘট। নন্দর শিয়রের কাছে বেড়ার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে একটি কংগ্রেস পতাকা। বাইরে কয়েক জোড়া জুতোর মচ মচ শব্দ। গোপাল শুনতে পেয়ে একবার কান খাড়া ক'রে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। দরজায় করাঘাত ও হাঁক, "দোর খোল্"]

গোপাল। [নিদ্রাবিষ্ট অবস্থায়] সকাল বেলা জ্বালাতন কইর না। কাম থাকে পরে আইস।

[গোপাল পায়ের কাছের কাঁথাখানা টেনে মুড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পুনরায় দরজায় করাঘাত ও হাঁক, "দোর খোল্ শালা।"

কি জ্বালাতন রে বাবা! [উঠে বসে হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে] কে তুমি?

স্পে-ম্যাজি। [নেপথ্যে] শালা তোর যম।

[লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, জন কয়েক কনেস্টবল, দফাদার ও চৌকিদারের প্রবেশ। মঞ্জরী ও নন্দ ধরমরিয়ে উঠে বসে]

স্পে-ম্যাজি। বেটা নবাবপুত্তুর, উঠে দরজা খুলতে পারেন না। আবার বলেন, "কে তুমি।" এই, ভ্যাখ তো, ঘরে কি আছে।

[কনেস্টবলেরা তখন খানাতল্লাসের অছিলায় সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড করে। লক্ষ্মীর আসন থেকে সব টেনে ফেলে দেয়। দেবদেবীর ছবি গুলিকে মুন্সী বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ভাঙ্গে। একজন কনেস্টবল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সিকের হাঁড়িগুলোকে ভেঙ্গে ফেলে—হাঁড়িতে যা সামান্য মুড়ী-মুড়কি ছিল তা সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে; স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট গোপালের সরঞ্জামের বাক্সটিকে বুটের গুতো মেরে উল্টিয়ে ফেলে দেয়। মুন্সী কংগ্রেস পতাকাটিকে নিয়ে জুতোর তলে মাড়ায়। গোপাল, মঞ্জরী ও নন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

মুন্সী। মিস্তরী চালাক আছে। এক নিশান ছাড়া তো কিছুই পাওয়া গেল না।

স্পে-ম্যাজি। তাই তো দেখছি। অমর কোথায় মাতব্বর?

গোপাল। জানি না।

স্পে-ম্যাজি। ছাপার যন্ত্রটা ?

গোপাল। কি ছাপার যন্ত্র ?

স্পে-ম্যাজি। বদমাইশি রাখ। কি ছাপার যন্ত্র তুমি জান না! এই যে তোমাদের কি—সত্যাগ্রহ বুলেটিন না কি ছাপা হয় ?

গোপাল। মুখ্খু নোক আমি ; আমি তার কি জানি।

স্পে-ম্যাজি। [গোপালের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত ক'রে] আমি তোর ভনিতা শুনতে চাই নে। জানিস, কি জানিসনে বল।

[গোপাল নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষোভে, অপমানে তার চোখ দিয়ে যেন বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুতে থাকে]

গগন। মঞু এইখান থেইকা চইলা যাউক হুজুর ? বয়স্থা মাইয়ার সামনে······

স্পে-ম্যাজি। তুই চুপ কর। [গোপালকে] অমর, নিখিল, মহী এরা কোথায় থাকে তুই কিছুই জানিসনে ?

গোপাল। না।

স্পে-ম্যাজি। তাদের সঙ্গে তোর দেখাও হয় না ?

[গোপাল নিরুত্তর]

কি, কথা নেই যে ? তবে দেখা হয় ?

গোপাল। ক্যাবল আমার নগে ক্যান্, অনেকের নগেই ত তাগ দেখা অয়। তারা ত আর বেলাতে চইলা যায় নাই, এই মুল্লুকেই আছে।

স্পে-ম্যাজি। তা আমি জানি। কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা হয় কোথায়, কখন ?

গোপাল। তার কি কিছু ঠিক আছে।

স্পে-ম্যাজি। তাদের খাওয়াই বা জোটে কোথায় ?

গোপাল। তাগ খাওয়ানের নোকের অভাব কি।

স্পে-ম্যাজি। অর্থাৎ তোমার বাড়ীও চলে।

[গোপাল নিরুত্তর]

কিন্তু জানিস, কংগ্রেসী লোককে খেতে দিলে ছ'মাস জেল হ'তে পারে ?

গোপাল। সায়রেই যার শয়ন, শিশিরে আর তার কত ভয়।

স্পে-ম্যাজি। ওঃ! বেটা খুব শোলক শোনাচ্ছে। আচ্ছা, ভয় আছে কি নেই দেখা যাবে। [সঙ্গীদের] চলো। [গোপালকে] আমি এখনো তোমায় সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি, নিজের ভাল চাও তো এসব ছেড়ে দাও।

[স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সঙ্গে কনেস্টবলদের প্রস্থান]

গগন। চকিদারী আমি ছাইড়াই দিমু মণ্ডলখুড়া। এই সব আর আমার ভাল নাগে না।

[মঞ্জরীর দিকে কটাক্ষ হেনে প্রস্থান। সরঞ্জামের বাক্স থেকে যন্ত্রগুলি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। গোপাল সেইগুলি এক একটা হাতে নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগল। মঞ্জরী দেবদেবীর ছবিগুলো নিঃশব্দে কুড়োতে লাগল। নন্দ কংগ্রেস নিশানটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে থাকল। অনেকক্ষণ সবাই নীরব। গোপাল এক পা' দু' পা' করে মন্থর গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে এল। মঞ্জরী ছলছল চোখে তার পাশে এসে দাঁড়াল]

গোপাল। মঞ্জু।

মঞ্জরী। কি বাবা?

গোপাল। ত'রা একটু সাবধানে থাকিস্।

মঞ্জরী। ক্যান্ বাবা, তুমি কোনখানে যাইবা নাকি?

গোপাল। হ, অমরের কাছে একবার যামু।

মঞ্জরী। না বাবা, অখন যাইও না, পরে যাইও।

গোপাল। না না, অখনই আমার যাইতে অইব। যাইয়া অমররে একবার জিগামু যে, এই ঐত্যাচার আর কতদিন মুখ বুইজা সহ্য কত্তে অইব।

[গোপালের বেগে প্রস্থান। মঞ্জরী ও নন্দ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দা]

চতুর্থ অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

[ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসের সম্মুখভাগ। ঘরের মধ্য থেকে বারান্দা দিয়ে নেমে এলেন বিপিনবাবু, রজ্জব ব্যাপারী]

বিপিন। সেদিন না বুঝতে পেরে আপনাকে আমি কয়েকটা অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। আপনি আমায় মাফ করুন ব্যাপারী সাহেব।

রজ্জব। কি তাজ্জব ব্যাপার! আপনাকে মাফ করব আমি! মিছেমিছি আমায় লজ্জা দেবেন না বিপিনবাবু। আপনারা হ'লেন সম্মানী লোক।

বিপিন। এটা মান-অভিমানের সময় নয় ব্যাপারী সাহেব। আজ আমারও বিপদ, আপনারও বিপদ।

রজ্জব। [মৃদু হেসে] অতএব আসুন, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সঙ্গে চলি।

বিপিন। সেটাই তো আজ আমাদের বাঁচবার পথ।

রজ্জব। আপনার পক্ষে তাই বটে, কিন্তু আমার নাও হতে পারে।

বিপিন। আমরা তো সম্পদে আপদে চিরদিনই একসঙ্গে চলেছি ব্যাপারী সাহেব।

রজ্জব। হাঁ, যতদিন আপনার ছায়ার মত আমি চলতে পেরেছি।

বিপিন। আমাদের সামনে যে আজ দুর্যোগ, অন্ধকার······

রজ্জব। এবার এই দুর্যোগে পথের সাথী আপনার স্বজাতির মধ্যেই খুঁজে নিন বিপিনবাবু।

বিপিন। আপনি কি আমাকে কোন ভাবেই সাহায্য করবেন না?

রজ্জব। কি ক'রে করব! আপনার আমার পথ যে ভিন্ন।

বিপিন। চারদিকে আজ যে আগুন জ্বলেছে তাতে কি শুধু আমারই ক্ষতি হবে?

রজ্জব। হয়তো আমারও হবে।

বিপিন। তবে!

রজ্জব। তবে—উপায় নেই।

বিপিন। কোন উপায় নেই?

রজ্জব। এ আগুন নেভাবার মত শক্তি অন্তত আমার নেই বিপিনবাবু।

বিপিন। আপনি চেষ্টা করলে আপনার স্বজাতিকে······

রজ্জব। ভুল ধারণা আপনার, সম্পূর্ণ ভুল। আপনার জন্য নয়, আমার নিজেরই বাঁচবার কথা ভাবতে হয়েছে। চেষ্টা করেছি, কোন ফলই হয়নি। বললেও আজ আর কেউ আমার কথা শুনবে না।

বিপিন। কিন্তু এতে যে আপনার, আমার অন্ন মারা যাবে।

রজ্জব। দেখুন চেষ্টা করে, যদি কিছু ফল হয়।

[মৃদু হেসে রজ্জবের প্রস্থান। বিস্মিত দৃষ্টিতে তার প্রতি পদক্ষেপ বিপিনবাবুর অবলোকন। অপর দিক দিয়ে স্পেশাল ম্যাজিস্টেট, শশীবাবু, মুন্সী ও দশ-বার জন কনেস্টবলের প্রবেশ। চার-পাঁচ জন পুলিশ বন্দুকধারী]

স্পে-ম্যাজি। [শশীবাবুকে] আপনাকে বাড়ীতে arrest করেই ভাল হ'ল, কি বলেন? সভায় arrest করতে গেলে অযথা একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'তো।

শশী। আপনাদের মর্জি। অর্ডিনান্স হাতে পেয়েছেন—যা খুশি তাই করতে পারেন।

স্পে-ম্যাজি। হাঁ, আমাদের কাজের অনেকটা সুবিধে হয়ে গেছে। এই ধরুন, আপনাকে অন্য চার্জে না ফেলে intimidation চার্জে ফেললুম।

শশী। আমি যদি আমার case defend করি?

স্পে-ম্যাজি। করলেনই বা, আপনি তো আর সত্য কথা গোপন করতে যাবেন না।

শশী। ও! আমাদের ওপর আপনাদের খুব তো বিশ্বাস!

স্পে-ম্যাজি। [সহাস্যে] সবার ওপর না থাকলেও ব্যক্তি বিশেষের ওপর আছে বই কি।

[দূরে জনকোলাহল। নানারূপ স্বদেশী ও বিপ্লবাত্মক ধ্বনি। স্পেশ্যাল ম্যাজিস্টেট একটু চঞ্চল হলেন]

ও! মুন্সী, তুমি শশীবাবুকে নিয়ে যাও। [শশীবাবুকে] নৌকায় যাবেন—না মোটর লঞ্চে যাবেন?…না থাক, লঞ্চে গিয়ে কাজ নেই; আবার এক লক্ষ লোক হৈ চৈ করবে। তার চেয়ে বরঞ্চ একটা নৌকা ভাড়া করেই যাও মুন্সী। আচ্ছা আসুন, নমস্কার।

[শশীবাবু কিছু না বলে মাথাটা সামান্য নুইয়ে প্রতি নমস্কার জানালেন।

মুন্সী ও দু'জন সশস্ত্র প্রহরী শশীবাবুকে নিয়ে রজব যেদিক দিয়ে গিয়েছিল সেদিক দিয়ে প্রস্থান করল]

কি ভাবছেন বিপিনবাবু ?

বিপিন। না, কি আর ভাবব।

স্পে-ম্যাজি। উঁহুঃ! ভাবছেন আপনি নিশ্চয়ই। হয়তো মনে মনে বলচেন, এই বৃদ্ধকে জেলে না পাঠালে কি ক্ষতি ছিল।

বিপিন। আমি তা ভাবতে যাব কেন।

স্পে-ম্যাজি। কেন ? কোন কারণই নেই ? সেদিন না কি বলছিলেন—শশীবাবু আর অমরের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। [উচ্চহাসি]

[ব্যস্তভাবে নিবেদিতার প্রবেশ]

নিবেদিতা। দাদা কোথায় ?

স্পে-ম্যাজি। এখানে নেই।

নিবেদিতা। কোথায় ?

স্পে-ম্যাজি। এস-ডি-ওর কাছে চালান দেওয়া হয়েছে।

নিবেদিতা। কিন্তু……

স্পে-ম্যাজি। কিন্তু কি ?

নিবেদিতা। তাঁকে দেখবার জন্মে যে অনেক লোক এসেছে।

স্পে-ম্যাজি। দেখা হবে না।

নিবেদিতা। কেন ?

স্পে-ম্যাজি। যেহেতু তিনি বন্দী।

নিবেদিতা। বন্দী নেতাকে দেখবার অধিকার জনসাধারণের আছে।

স্পে-ম্যাজি। জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে আপনাকে অত্যন্ত সচেতন দেখা যাচ্ছে।

নিবেদিতা। তবু ভাল, আপনার মত অচেতন পদার্থেরও তা হ'লে চোখ আছে !

স্পে-ম্যাজি। নিশ্চয়ই—যাকে বলে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি।

নিবেদিতা। পরিহাস রাখুন। দাদাকে পাঠিয়েছেন কতক্ষণ ?

স্পে-ম্যাজি। বেশিক্ষণ নয়, হয়তো এখনো স্টীমার ঘাটে গিয়ে পৌঁছননি।

নিবেদিতা। তা হ'লে আমি যাই, তাঁকে গিয়ে খবর দিই……

স্পে-ম্যাজি। কাকে?

নিবেদিতা। দাদাকে।

স্পে-ম্যাজি। অসম্ভব।

নিবেদিতা। কেন?

স্পে-ম্যাজি। তাঁর কাছে আপনি যেতে পাবেন না।

নিবেদিতা। আপনি আটকান।

[নিবেদিতা এগিয়ে যান। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়]

আপনি জোর করবেন?

স্পে-ম্যাজি। ইচ্ছে নেই—তবে প্রয়োজন হ'লে করব।

নিবেদিতা। এত অধঃপতন হয়েচে আপনার! যাক্, আমি ফিরেই যাব।

স্পে-ম্যাজি। স্বেচ্ছায় যখন ফাঁদে পা দিয়েছেন তখন ফিরে যাওয়াটা আপনার ইচ্ছাধীন নয়।

নিবেদিতা। তার মানে?

স্পে-ম্যাজি। তার মানে আপনি arrested.

নিবেদিতা। অপরাধ?

স্পে-ম্যাজি। অপরাধ কোর্টে গিয়ে জানতে পারবেন। [দু'জন কনেস্টবলকে] যাও, ওঁকে ওঁর দাদার কাছে নিয়ে যাও।

নিবেদিতা। কিন্তু আমাকে যে ওদের কাছে ফিরে যেতেই হবে।

স্পে-ম্যাজি। এইতো—খানিকক্ষণ আগেই তো আপনি আপনার দাদার কাছে যেতে চাইছিলেন।

নিবেদিতা। আমি না গেলে যে ওরা ফিরে যাবে না।

স্পে-ম্যাজি। [হেসে] তার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওরা যাতে ফিরে যায় আমিই তার ব্যবস্থা কচ্ছি।

নিবেদিতা। আপনার কথাবাত্রা শুনে আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। আপনার ঐ হাসির পেছনে যেন বিষের ছুরি লুকান রয়েচে।

স্পে-ম্যাজি। হবে—সমুদ্রমন্থনের হলাহল পান কচ্ছি কিনা। [কনেস্টবলকে] যাও, ওঁকে ওঁর দাদার কাছে রেখে এস। দেরি করবে না, শীগ্‌গিরই ফিরবে। [নিবেদিতাকে] যান, এদের সঙ্গে যান।

[কনেস্টবল দু'জনের সঙ্গে নিবেদিতা শশীবাবু যে-দিক দিয়ে গিয়েছেন সেদিক দিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবাবুও প্রস্থানোদ্যত হলেন]

আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

বিপিন। বাজারে একটু কাজ আছে।

স্পে-ম্যাজি। ওঃ! আচ্ছা যান।

[যে-দিক দিয়ে নিবেদিতা গিয়েছিলেন সেদিক দিয়েই বিপিনের প্রস্থান]

তোমরা দু'জন এখানে থাক। বাকী সব আমার সঙ্গে এস।

[একজন লাঠিধারী ও একজন বন্দুকধারী পুলিশ রইল। বাকী সব কনেস্টবল স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসরণ করল। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট যে-দিক দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়ে প্রস্থান করলেন]

১ম কনেস্টবল। ব্যাপার কি ভাই? আজ একটা কাণ্ড ঘটবে বলে মনে হচ্ছে।

২য় কনেস্টবল। আর বলো না। তিন মাস ধ'রে তো হয়রাণ হচ্ছি। আজ এখানে, কাল সেখানে। কত আর ভাল লাগে। ছুটি পাওনা হয়েছে, তাও তো এখন পাবার আশা নেই।

১ম কনেস্টবল। এই হাঙ্গামা না থামতে কি আর ছুটি দেবে। [দুরে জনকোলাহল] একটা গোলমাল হচ্ছে না?

২য় কনেস্টবল। বুড়ো কত্তাকে দেখতে না পেয়ে লোকগুলি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছে।

১ম কনেস্টবল। লোকটার কিন্তু ক্ষেমতা আছে। গ্রামবাসীরা দেবতার মত মনে করে।

২য় কনেস্টবল। গুণ আছে বলেই করে।

১ম কনেস্টবল। আমাদের কত্তা তো গেলেন—লোকগুলি আবার ক্ষেপে না ওঠে।

২য় কনেস্টবল। অসম্ভব কি। আমাকে যে যেতে হয়নি।

১ম কনেস্টবল। গেলেই বা কি হতো?

২য় কনেস্টবল। মুশকিলে পড়তাম—হয়তো গুলি চালাবার হুকুম দিতেন।

১ম কনেস্টবল। তুই গুলি কত্তে পারতিস?

২য় কনেস্টবল। না ক'রে উপায় ছিল না—চাকরি যখন করি।

১ম কনেস্টবল। আমি হ'লে কিন্তু গুলি কত্তে পারতাম না।

২য় কনেস্টবল। সেজন্যই তো তোকে বন্দুক দেয়নি।

[আবার জনকোলাহল ও নানারূপ ধ্বনি। বন্দুকের আওয়াজ, গুম, গুম, গুম]

হুঁ। যা মনে করেছিলাম তাই। শুন্‌ছিস্?······কে যেন আসছে না?

১ম কনেস্টবল। [উকি মেরে দেখে] হুঁ।

[বিপিন ও গগনের প্রবেশ]

গগন। অবস্থা বড় গরম বড় ভুঞা।

বিপিন। কি দেখলি?

গগন। নৌকাঘাটায় অনেক নোক একত্র অইছে। নোকের মাতা নোকে খায়। ছোট ভুঞারে কি নৌকায় তুলতে পারে। অনেক কইরা নোক সরাইয়া তবে তারে নৌকায় তোলা অইল। এইর মধ্যে ছোট্‌ঠারাণেরে ঐ অবস্থায় দেইখা নোক য্যান্ ক্ষেইপা আগুন অইয়া গেল।

বিপিন। নৌকা ছেড়ে গেছে?

গগন। হ, দুই জনেরে নইয়াই নৌকা ছাইড়া গেছে। কিন্তু এইর পর কি অয় কওন যায় না।

[স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট যে-দিকে গিয়েছিল সেদিকে আবার বন্দুকের আওয়াজ "গুম্, গুম্"]

বিপিন। এ কি! আবার বন্দুকের আওয়াজ!

গগন। সেই রকমই তো শোনা যায়।

[হাঁপাতে হাঁপাতে বঙ্গ চক্রবর্তীর প্রবেশ]

বঙ্গ। ওরে বাপরে বাপ! কি সাংঘাতিক কাণ্ড।

বিপিন। ব্যাপার কি?

বঙ্গ। ব্যাপার আর কি। আসছিলাম এদিকে, দেখি অনেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে। শুনলাম, ছোট ভুঞাকে তারা দেখতে এসেছে। এদিকে একদল কনেস্টবল নিয়ে আমাদের হুজুর গিয়ে সেখানে হাজির। দূরে একটা বাগানে দাঁড়িয়ে ছিল অমর আর নিখিল। চেরাক এসে খবর দিতেই হুজুর পুলিশ পাঠিয়ে তাদের গ্রেপ্তার

করান। লোকগুলি তখন গিয়ে ঘিরে দাঁড়ায়, বলে, অমর আর নিখিলকে ছেড়ে দিতে হবে।

বিপিন। তাই দিল নাকি ?

বঙ্গ। তা কি দেয়! হুজুর বললেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে না গেলে গুলি করব। এমন দুঃসাহস বেটাদের—এক পা'ও যদি কেউ নড়ল। ব্যস, তারপর গুলি।

বিপিন। কেউ মারা গেছে নাকি ?

বঙ্গ। তা কি আর না গেছে—যেরকম এলোপাথারি গুলি। জখম তো অনেকেই হয়েছে। আমাদের গোপাল মিস্ত্রীকেও তো আমার সামনে দিয়ে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল।

[ব্যস্তভাবে সদলবলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের প্রবেশ]

স্পে-ম্যাজি। সর্বনাশ হয়েচে, গুলি ফুরিয়ে গেছে। এখন উপায়!

বিপিন। আরো গুলি চালাবেন নাকি ?

স্পে-ম্যাজি। আপাততঃ দরকার হবে না—লোকগুলি পালিয়েছে—কিন্তু আবার যদি আক্রমণ করতে আসে। এত লোক যে কোত্থেকে জড় হয়েছিল! [যে বন্দুকধারী কনেস্টবলটিকে রেখে যাওয়া হয়েছিল তাকে] তোমার ক'রাউণ্ড গুলি আছে ?

২য় কনেস্টবল। সাত রাউণ্ড আছে হুজুর।

স্পে-ম্যাজি। আপাততঃ তা দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে। [দু'জন কনেস্টবলকে] তোমরা দু'জন আমার ক্যাম্পে যাও—সেখানে যে বিশজন armed force রয়েচে তাদের তাড়াতাড়ি এখানে আসতে বল।

[কনেস্টবল দু'জনের প্রস্থান এবং সেদিক দিয়েই নিবেদিতার সঙ্গে যে দু'জন কনেস্টবল গিয়েছিল তাদের প্রবেশ]

৩য় কনেস্টবল। নদীর পার ধরে অনেক লোক আসছে হুজুর।

স্পে-ম্যাজি। তারা এদিকেই আসছে নাকি ?

৩য় কনেস্টবল। হাঁ হুজুর! শুনলাম, তারা ইউনিয়ন বোর্ড দখল কত্তে আসছে।

[থানা থেকে সাইকেলে ক'রে একজন কনেস্টবলের আগমন। সাইকেল হাতে তার প্রবেশ

স্পে-ম্যাজি। কি খবর ?

থানার কনেস্টবল। অবস্থা সঙ্গীন। দশ হাজার লোক থানা আক্রমণ কত্তে আসছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

স্পে-ম্যাজি। দশ হাজার!

থানার কনেস্টবল। তাই হুজুর। বহু দূরদূরান্তের লোক একসঙ্গে জোট পাকিয়েছে।

স্পে-ম্যাজি। তাদের কাছে অস্ত্র আছে?

থানার কনেস্টবল। বলা শক্ত। আর না থাকলেই বা কি—থানায় মাত্র পাঁচটা বন্দুক রয়েচে। বড়বাবু বলেচেন, পনের জন—না হ'লে অন্তত দশজন armed force আপনাকে পাঠাতেই হবে।

স্পে-ম্যাজি। তাই তো। এখন কি করা যায়। [থানার কনেস্টবলকে] আচ্ছা, তুমি যাও। আমি এখনি থানায় দশজন armed constable পাঠাবার ব্যবস্থা কচ্ছি।

থানার কনেস্টবল। দেখবেন হুজুর, দেরি হয় না যেন। তা হ'লে বিপদ হবে।

স্পে-ম্যাজি। না, দেরি হবে না। তুমি গিয়ে খবর দাও, force আসছে।

[স্যালুট দিয়ে কনেস্টবল সাইকেলে চড়তে যাবে]

দ্যাখ, আরেকটা কাজ করতে হবে। ফৌজ পাঠাবার জন্যে আমি সদরে একটা টেলিগ্রাম লিখে দিচ্ছি! তুমি মোহনপুর পোস্ট অফিস থেকে……

থানার কনেস্টবল। টেলিগ্রাম করব কোত্থেকে হুজুর। সমস্ত টেলিগ্রাফের লাইন কেটে দিয়েছে।

স্পে-ম্যাজি। ওঃ! আচ্ছা, তুমি যাও।

[থানার কনেস্টবলের সাইকেল নিয়ে প্রস্থান]

চলো, আমরা এদিকে এগোই।

২য় কনেস্টবল। গুলি যে মাত্র সাত রাউণ্ড আছে হুজুর!

স্পে-ম্যাজি। তা থাক না, গুলি না থাকলেও এতগুলো বন্দুক তো রয়েচে। চলো।

[ঘাটের দিকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের অগ্রসর হওন এবং কনেস্টবলগণ কর্তৃক তাকে অনুসরণ]

বিপিন। চলুন, অফিস থেকে কিছু কাগজপত্র সরিয়ে রাখা যাক।

বঙ্গ। জীবনই যদি না থাকলো তবে কাগজপত্র দিয়ে কি হবে বড় ভুঞা ?

বিপিন। কিন্তু জীবন থাকলে তো কাগজপত্রের দরকার হবে। চলুন, চলুন !

[দরজা খুলে বিপিনবাবুর ঘরে প্রবেশ ও মাথা চুলকাতে চুলকাতে বঙ্গ চক্রবর্তীর তাঁকে অনুসরণ। পর্দা]

চতুর্থ অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে পায়ে হাঁটা পথ। দু'দিকে ঝোপঝাড় গাছপালা রয়েছে। মাঝে মাঝে বাড়ী। চেঁচাতে চেঁচাতে নন্দর প্রবেশ]

নন্দ। তোমরা সব পলাও, পলাও, গেরাম ছাইড়া পলাও, সৈন্ন আইতেছে, সৈন্ন।

[বিপরীত দিক দিয়ে গগনের প্রবেশ]

চকিদার দাদা, তুমিও পলাও, সৈন্ন আইতেছে।

গগন। কে কইল ত'রে সৈন্ন আইতেছে ?

নন্দ। হ, আমি জানি। বাজারের ঘাটে বহু সৈন্ন আইয়া নামছে। তারা এই গেরামে ঢুকব।

গগন। ঢুকলই বা—তাতেই বা ডরটা কিসের ?

নন্দ। আইচ্ছা ডর না থাকে তুমি থাক। আমি যাই, গেরামে সৈন্ন ঢুকলে কি আর কিছু আস্তা রাখব।

[নন্দ প্রস্থানোদ্যত]

গগন। এই নন্দা, মঞ্জু কইরে ?

নন্দ। বাড়ীতেই আছে।

গগন। খালি বাড়ীতে ?

নন্দ। হ।

গগন। ত'র বাবা কৈ ?

নন্দ। বাবার খবর দিয়া তুমি করবা কি ?

গগন। তর দিদিরে যে তুই একলা ফালাইয়া আলি ?

নন্দ। কি করুম ! দিদিরে আমি কইয়া আইছি, তুই ভাবিস না, আমি আইলাম বইলা। গেরামের নোকেরে খবর দিয়াই আমি

ফিরা আইতেছি। ফিরা আইয়া ত'রে নইয়া মামাবাড়ী চইলা যামু। আইচ্ছা, আমি যাই চকিদার দাদা···তোমরা সব পলাও, পলাও, গেরাম ছাইড়া পলাও, সৈন্ন আইতেছে, সৈন্ন।

[নন্দর প্রস্থান। নন্দ যেদিক দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেদিক দিয়ে গগন প্রস্থানোদ্যত হ'ল। মহীউদ্দীনের প্রবেশ]

মহী। [চৌকিদারকে বাধা দিয়ে] কৈ যাইতেছ চকিদার ? পরাণের মায়া থাকে ত ঐ দিকে পাও বাড়াইও না। বাজার সৈন্নে ছাইয়া গেছে।

গগন। আমার ত সরকারী পোষাক আছে, আমারে কিছু কইব না।

মহী। খ্যাপা কুকুর কারেও ছাইড়া দেয় শুনছ ?

গগন। তবে উপায়, মঞ্জু যে বাড়ীতে একলা আছে ?

মহী। গিয়াও তুমি তারে রক্ষা কত্তে পারবানা—মাঝখান থেইকা তোমার জান যাইব।

গগন। যায় যাইব···তব' আমি······

মহী। [বাধা দিয়ে] পাগলামি কইরনা। ফিরা চল।

[গগনকে নিয়ে মহীউদ্দীনের প্রস্থান, অমর ও নিখিলের প্রবেশ]

অমর। তাই তো নিখিল, মাইমুদ্দীন তো এখনো এলনা। সৈন্যরা যে গ্রাম ধর ধর হয়েছে।

নিখিল। নৌকা ঘুরিয়ে আনতে গেছে—একটু দেরি হবে বই কি।

অমর। মিস্তরীকাকা বড় কাবু হয়ে পড়েছে। গুলিটা লেগেছে খারাপ জায়গায়। জখম দেখে মনে হয়, পুলিশ দমদম বুলেট মেরেছে।

নিখিল। তা হবে। তমিজ গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল—আর উঠল না !

[বৈঠা হাতে মাইমুদ্দীন ও ফেলুর প্রবেশ]

অমর। এই যে মাইমুদ্দীন, একটু দেরি হয়ে গেল। যাক, তুমি নৌকা রেখেছ কোথায় ?

মাইমুদ্দীন। উত্তরের ঘাটে।

অমর। বেশ, তুমি তাড়াতাড়ি মিস্তরীকাকাকে নিয়ে ওপারে চলে যাও। ফেলু, চটপট নৌকা বেয়ে যাবে। আর শেরালীকে বলবে, সে যেন ঘাটে নৌকা নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

ফেলু। শেরালী, সুবল তারা ত গেরাম ছাইড়া যাইতে চায় না।

অমর। কি করবে তারা ?

ফেলু। তারা কয়, মরতে অয় গেরামে থাইকাই মরুম—একবার নড়াই কইরা দেখুম।

মাইনুদ্দীন। তা বাড়ী ঘর ছাইড়া না পলাইয়া নড়াই করা মন্দ কি! শালার এত চেষ্টা কল্লাম—পাল্লাম না পুলিশের আত থেইকা একটা বন্দুক ছিনাইয়া আনতে।

অমর। বন্দুক নিয়েই যদি দাঁড়াতে হয়, একটা বন্দুকের কাজ নয় মাইনুদ্দীন—এক সঙ্গে বহু বন্দুক নিয়ে দাঁড়াতে হবে। যাক্, ফেলু, তুমি শেরালী, সুবল তাদের বলবে, এর চেয়ে বড় লড়াই আসবে এবং সে লড়াইএর জন্যে আজ তাদের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। বিপদ উপস্থিত—এ সময় ভুল করলে আমাদের ভবিষ্যৎ-সংগ্রামের আর কোন আশাই থাকবে না।

ফেলু। আপনারা এইপারে থাকবেন কতক্ষণ ?

অমর। যতক্ষণ গ্রামের লোকদের সরাবার অবসর থাকবে। যাও আর দেরি ক'র না। শীগ্‌গির যাও।

[মাইনুদ্দীন ও ফেলুর প্রস্থান। অমর তাদের দিকে ব্যগ্রভাবে চেয়ে থাকে]

নিখিল। এরা আমায় বিস্ময়ে হতবাক ক'রে দিয়েছে অমর। এতকাল কোথায় লুকিয়ে ছিল এদের এই প্রচণ্ড শক্তি !

অমর। ইচ্ছে করলে এরা সবই পারে নিখিল। আমরাই এদের ইচ্ছাশক্তিকে ভোঁতা করে রেখেছিলাম।

নিখিল। সর্বনাশ! সৈন্যরা গ্রামে ঢুকেছে। নমঃশূদ্র পাড়ার দিকে যাচ্ছে।

অমর। তাই তো। এখন মেয়েছেলেদের কি করে নিয়ে আসা যায় ?

নিখিল। অসম্ভব।

অমর। তা হ'লে ?

নিখিল। তা হ'লে—উপায় নেই। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। সৈন্যরা এসে পড়লো বলে। চলো, নৌকার দিকে চলো।

অমর। তাই চলো।

[অমর ও নিখিলের প্রস্থান। হাঁপাতে হাঁপাতে বিপিনবাবু ও রজব ব্যাপারীর প্রবেশ]

রজ্জব। আমার ধানের গোলা শেষ বিপিনবাবু। শুনলাম, সমস্ত ধান রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছে।

বিপিন। আমার কাপড়ের দোকানটাও নাকি লুট করেছে।

রজ্জব। কি আর করব, রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়!

বিপিন। আমার আরো ভয় কচ্ছে। বেটাদের তো বিশ্বাস নেই—বাড়ীতে ঢুকে যদি মেয়েদের বেইজ্জত করে!

রজ্জব। অসম্ভব কি।

বিপিন। কি ফ্যাসাদেই না পড়া গেল। চলুন, আপনাদের পাড়া হয়েই বাড়ী যেতে হবে। এদিক দিয়ে যাবার পথ তো বন্ধ।

রজ্জব। সব পথই বোধ হয় বন্ধ হবে বিপিনবাবু।

বিপিন। তা অবস্থা যে-রকম দেখছি……চলুন।

[বিপিনবাবু ও রজ্জব ব্যাপারীর প্রস্থান। মঞ্জুকে নিয়ে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশ। একজন চুলে ধরে মঞ্জুকে টানছে]

১ম সৈন্য। বল হারামজাদী, মরদগুলো সব কোথায় পালিয়েছে?

২য় সৈন্য। ভাল চাস তো বল।

মঞ্জরী। জানি না।

১ম সৈন্য। বজ্জাত মাগী কিছুতেই কিছু বলবে না।

২য় সৈন্য। [বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মঞ্জরীর পিঠে গুতো মেরে] না বলিস তো একেবারে খুন ক'রে ফেলব।

মঞ্জরী। তাই কর, আমাকে খুনই কর তোমরা। উঃ! বাবা গো, আর যে আমার সহ্য হয় না।

৩য় সৈন্য। খুন করে কি হবে। মাগীকে নিয়ে চল, কাজে লাগবে। দেখতে খুবসুরৎ আছে।

২য় সৈন্য। কথাটা মন্দ বলিসনি—হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম সৈন্য। এই—অফিসার আসছে। চল, শীগ্‌গির চল।

২য় সৈন্য। যাঃ মাগী।

[দ্বিতীয় সৈন্য মঞ্জুকে বুটের আঘাত করতেই মঞ্জু "উঃ মাগো" বলে মাটিতে পড়ে অচৈতন্য হয়ে গেল। সৈন্যেরা প্রস্থান করল। উৎকণ্ঠিত ভাবে ডাকতে ডাকতে গগনের প্রবেশ]

গগন। মঞ্জু, মঞ্জু, আমি গাছের আড়াল থেইকা দেখছি সবৈ; কি করুম, কুত্তাগুলির কাছে আসনের উপায় ছিল না। ওঠ, আমার

মগে চল। বিশ্বাস কর আমারে, আমি মণ্ডলখুড়ার কাছে যা কইবা অউক তোমারে নইয়া যামু।—এই কি! কতা কইতেছে না ক্যান্? [কাছে গিয়ে বসে] মঞ্জু, মঞ্জু, ওঠ। ওঠ; ওঠ মঞ্জু।

মঞ্জু। [চোখ মেলে ক্ষীণ কণ্ঠে] কে? মহীদা?

গগন। [বিষন্ন ভাবে] ওঃ! না, না, আ-আমি আমি গগন।

মঞ্জু। উঃ! [আবার চোখ বুজল]

গগন। মঞ্জু, মঞ্জু। এই রে! আবার যে কতা কয় না। কি করি? কোন্ দিক দিযা নইযা যাই? এই দিক দিয়াই যামু---ঘোষাল বাড়ীর পাছদুয়ার দিযা যদি পলাইযা যাইতে পারি।

[মঞ্জুকে কাঁধে ফেলে মঞ্চের মাঝপথ দিয়ে গগনের প্রস্থান। ডাকতে ডাকতে মহীউদ্দীনের প্রবেশ]

মহী। দোস, দোস।···এই রে—শালারা এই দিকে আসতেছে, গোরা পল্টন। কোন্ দিকে যাই। ঐ ঝোপে গিযা পলাই।

[মঞ্চের মাঝপথ দিয়ে প্রস্থান, ছুটতে ছুটতে নন্দর প্রবেশ]

নন্দ। দিদি, দিদি, দিদি··· ·

[বিপরীত দিক থেকে পিস্তলের গুলি। গুলিতে নন্দর পতন। কয়েকজন গোরা সৈন্যের প্রবেশ]

১ম গোরা। [নন্দর মৃতদেহ বুট দিয়ে নেড়ে দেখে] Killed.

২য় গোরা। A mere chap.

১ম গোরা। Naughty boy.

২য় গোরা। Why?

১ম গোরা। Look. He wears a Gandhi cap.

২য় গোরা। That's a nice thing of course.

১ম গোরা। Bloody. Come on.

[গোরাদের প্রস্থান। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে মহীউদ্দীনের প্রবেশ। নন্দর মৃতদেহের কাছে গিয়ে]

মহীউদ্দীন। [ব্যাকুলকণ্ঠে] নন্দ, নন্দ, এ কি কল্লি ভাই! কি সর্ব্বনাশ কল্লি। মিস্তরীকাকারে আমি গিয়া কি কমু। নন্দ, নন্দ, কতা ক', চাইযা ত্থাখ, ত'র মহী ভাই আইছে। কতা ক, ত'র মহী ভাই ত'রে ডাকতেছে। [পর্দা]

চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[বালুচর। শেষ রাত্রি, ঘন অন্ধকার। দূরে আর একটা চরের বাড়ীগুলো কালো রেখার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নদীর ধারে কাশবন। কাশবনের মধ্য দিয়ে নদী থেকে পারে উঠবার একটা আঁকাবাঁকা পথ। ছায়ার মতো কতকগুলো লোক বসে। একজনের সামান্য ককানি শোনা যাচ্ছে]

অমর। শেরালী নৌকা নিয়ে ওপারে গেল—কৈ এখনো তো এল না ?

নিখিল। না ধরাই পড়লো ?

অমর। অসম্ভব নয়। তবে ধানক্ষেত পেরিয়ে জলাপথে সৈন্যরা কি অতদূর যাবে ?

নিখিল। টের পেয়ে থাকলে ধাওয়া করতে পারে।

অমর। মুশকিল। এই শূন্য বালুচরে মিস্তরীকাকাকে নিয়ে এভাবে আর কতক্ষণ থাকব।

গোপাল। অমর !

অমর। কি মিস্তরীকাকা ?

গোপাল। আমারে এট্টু ধইরা বসাও।

[গোপালকে ধরাধরি ক'রে বসাল। মাইমুদ্দীনের কাঁধে গোপাল মাথা রাখল]

উঃ ! উঃ ! উঃ ! [ককানি]

অমর। কষ্ট হচ্ছে কাকা ?

গোপাল। কষ্ট, কষ্ট ! না। রাইত আর কতক্ষণ আছে অমর ?

অমর। বেশিক্ষণ নেই। ভোর হ'ল বলে।

গোপাল। বড় অন্দকার···অমর, ঐ দিকটা অমন লাল ক্যান্ ?

অমর। গ্রামে আগুন জ্বলছে।

গোপাল। আগুন ! আগুন কে দিল অমর ?

অমর। সৈন্যরা।

গোপাল। সৈন্নরা আগুন দিল, আগুন··· [একটু উত্তেজনার ভাব]

অমর। আপনি বেশি উত্তেজিত হবেন না মিস্তরীকাকা, তাতে খারাপ হবে।

গোপাল। খারাপ অইব! কি আর খারাপ অইব অমর।

অমর। চুপ করুন কাকা। বেশি দুর্বল হয়ে পড়লে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়াই মুশকিল হবে।

গোপাল। ডাক্তরখানায় গিযা কি অইব অমর?

অমর। গুলিটা বার ক'রে ফেললেই ভাল হয়ে উঠবেন।

গোপাল। ভাল অইয়া উঠুম!···না অমর, এইবার আর ভাল হইয়া উঠুম না। তোমরা খামাকাই টানাহ্যাচড়া কইর না। [ককানি]

মাইমুদ্দীন। এই সব কুকতা কও ক্যান্ মণ্ডলেব পো। তুমি ভাল অইয়া উঠবা।

গোপাল। [ম্লান হাসি হেসে] ভাল অইযা উঠুম···ভাল অইয়া উঠুম মাইমুদ্দীন ভাই?

মাইমুদ্দীন। হ, গ্যাখবা খোদার দোয়ায় তুমি ভাল অইয়া উঠবা।

গোপাল। কিন্তু এইবার···এইবার বোধ অয় খোদাব মর্জি অন্য রকম মাইমুদ্দীন ভাই?

ফেলু। চুপ কব মোড়ল। তোমাব মুখে এই সব কতা শুনলে আমাগ কইলজা ফাইটা যায়।

গোপাল। এট্টু···এট্টু জল দিতে পার আমারে?

ফেলু। জল? [অমরের মুখের দিকে নিরুপায়ের মত তাকায়]

অমর। ও! তাইতো, কিসে ক'বে জল আনবে? আচ্ছা, দেখছি। [ব্যাগ থেকে একটা খালি শিশি বের করে] ভাল ক'রে ধুয়ে নদী থেকে এই শিশিটায় ক'রে জল নিয়ে এস।

[শিশি নিয়ে ফেলুর প্রস্থান]

নিখিল। কারা যেন আসছে না?

মাইমুদ্দীন। পুলিশ না ত?

নিখিল। দূর, তারা পার হবে কি ক'রে। খেয়াঘাটের সব নৌকাই যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাইমুদ্দীন। জাহাজে পার অইতে পারে না?

নিখিল। তা হ'লে তো জাহাজের শব্দ শোনা যেত।

অমর। বোধ হয় আমাদেরি লোক।

মাইমুদ্দীন। যদি না অয়?

অমর। ধরা পড়ব।

মাইমুদ্দীন। তা অয় না। মণ্ডলেরে লইয়া পলাই।

গোপাল। পলাইবা কৈ মাইমুদ্দীন ভাই। পলানের কি পথ আছে?

অমর। কে?

গগন। [নেপথ্যে] আমি গগন।

[মঞ্জু, গগন ও ফেলুর প্রবেশ]

ফেলু। মোড়ল, মোড়ল, গ্যাখ তোমার মঞ্জু আইছে।

মঞ্জু। বাবা, বাবা! [গোপালের কাছে এসে বসল]

গোপাল। মঞ্জু আইছে! কৈ? আইছস মা, আইছস? [মঞ্জুকে বুকে টেনে নিয়ে] একলা আলি যে, নন্দারে কৈ রাইখা আলি?

[মঞ্জু নিরুত্তর]

কতা কস না ক্যান্? ক', নন্দা কৈ? নন্দারে রাইখা আলি কৈ?

মঞ্জু। নন্দা···আমাগ মায়া কাটাইয়া চইলা গেছে বাবা।

গোপাল। কি ক'লি। চইলা গেছে! নন্দা নাই?

গগন। না মণ্ডলখুড়া, সৈন্নগ গুলিতে নন্দা পরাণ দিছে। শালার কুত্তারা কি মানুষ।

গোপাল। কে, গগন। আমার নন্দারে কই রাইখা আইলা? নন্দারে একবার দেখাইতে পার—নন্দারে?···নন্দা যে আমার মা-মরা পোলা······

অমর। [গোপালের কাছে গিয়ে সান্ত্বনার সুরে] মিস্তরী কাকা?

গোপাল। না না, ডর নাই। আমি কান্দুম না, আমি কান্দুম না। নন্দা গেছে···তোমরা আছ, তোমরা···

[গোপাল ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে চোখ বুজে মাইমুদ্দীনের কোলে মাথা রাখল]

ফেলু। মোড়ল, মোড়ল, জল চাইছিলা, জল খাও।

[ফেলু মঞ্জুর হাতে জলের শিশিটা দিল]

মঞ্জু। বাবা, জল খাও।

[গোপাল চোখ বুজেই হা করল। মঞ্জু তার মুখে জল ঢেলে দিতেই সে বিষম খেল। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। গোপাল হাতের ইশারায় বোঝাল, তার জন্যে উদ্বেগের কারণ নেই, সে ভালই আছে]

অমর। মহী, শেরালী, তারা কৈ গগন ?

গগন। এই পারে আইব বইলা মহীও আমাগ নগে নৌকায় উঠছিল·········

নিখিল। তারপর ?

গগন। সুবল আইসা খবর দিল, কৈবর্তপাড়ায় সিপাইগ নগে মাজিগ জোর লড়াই বাধছে।

গোপাল। কি কইলা গগন ?

গগন। হ। খালপার অইয়া সিপাইরা কৈবর্তপাড়ায় ঢুকলে মাইয়ামদ্দ মিলা দাও কাচি খন্তা কুড়াল যার যা আতের কাছে আছিল তাই লইয়া সিপাইগ তেইরা আসে।

মাইমুদ্দীন। মাজিগ বুকের পাটা আছে।

গগন। মহী আর শেরালী তখন নৌকা থেইকা নাফাইয়া পইড়াই কইল—আমরা কৈবর্তপাড়ার দিকে চল্লাম গগন। তুমি মঞ্জুরে লইয়া ঐ পারে যাও।

মাইমুদ্দীন। মঞ্জুর কোলে গোপালের মাথা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আমিও তবে ঐ পারে চল্লাম মণ্ডলের পো।

ফেলু। ঐ পারে গেলে আস্তা রাখব।

গোপাল। মরণেরে ত ডরাইলে চলব না ভাই। ইজ্জত রাখনের লেইগা অগ সামনে খাড়ইয়া মরতে অইব—বুক পাইতা গুলি খাইতে অইব ··· ·

[অন্তরীক্ষে দূরাগত কোলাহল ও সঙ্গে সঙ্গে দু'একটা বন্দুকের আওয়াজ]

অমর, ঐ পারে একটা গোলমাল শুনতে পাইতেছ ?

অমর। হাঁ, পাচ্ছি। উৎকর্ণ হয়ে উঠল]

মাইমুদ্দীন। মাজিরা তাইলে—

অমর। শুধু কৈবর্ত পাড়ায় তো নয়—গোলমাল যে চারদিকেই শোনা যাচ্ছে······

গোপাল। তাই অইব, তাই অইব অমর, অন্তত আমাগই জিত অইছে …আমারে একবার ঐ পারে নইয়া যাইতে পার, ঐ পারে?

মঞ্জু। বাবা!

গোপাল। [একটু আবেগের সহিত] না, না, আপত্য করিস না।… মাইমুদ্দীন, আমারে ঐ পারে নইয়া চল। যেইখানে তমিজ, নিতাই, আমার নন্দা পরাণ দিছে আমি সেইখানেই মরতে চাই, সেইখানেই মরতে চাই আমি। তোমরা আমারে ঐ পারে নইয়া চল—ঐ পারে……

[স্থিরদৃষ্টিতে গ্রামের দিকে চেয়ে থাকে। পূর্বগগনে ভোরের আলো দেখা দেয়]

যবনিকা

শুদ্ধিপত্র

অনবধানতা বশতঃ পুস্তকে কয়েকটি ভুল রয়ে গেছে। নিম্নে ভ্রমশুদ্ধি দেওয়া গেল :

পৃষ্ঠা	মুদ্রিত	শুদ্ধি
২৯	পগাড়ে	পগারে
৪৭ও ৫৫	ন্যাকরা	ন্যাকড়া
৬৬	চেরী	চেড়ী
৭২	চড়কীবাজী	চরকিবাজী
৭৩	সড়া	শরা
৮৭	নদীর পার	নদীর পাড়

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে (৫৮ পৃষ্ঠা) গোপালের বক্তৃতায় যেখানে ছাপা হয়েছে, "**তা অমর যা কইল সবে শোনলেন আপনারা**"—সেখানে হবে, "**ছোট ভুঞা অমর যে-পথ আমাগ দেখাইছে।**"

তরঙ্গ' সম্পর্কে অভিমত

কবি ও এম. এ. [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [illegible] মজুমদার লিখেছেন—

"……নাটকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আপনার [illegible] পরিচয় আছে। এই রচনায় আপনার যে প্রকৃত [illegible] প্রমাণ [illegible] তাহা ঐ চরিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রণে, প্রত্যেকটি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নাটকের actionটি হয়ত যথাস্থানে সমাপ্ত হয় নাই (এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে) কিন্তু উহাতে গতি আছে, তাপ আছে, স্ফুলিঙ্গ আছে। মোটের উপর নাটকখানি পড়িয়া আমি খুসী হইয়াছি। আপনি যে পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন উহাও অতিশয় সরস হইয়াছে—ঐ ভাষা এ নাটকের রসসৃষ্টির পক্ষে বড় কাজে লাগিয়াছে। ."

রিপন কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর সুধাংশু কুমার সেনগুপ্ত এম এ, পি এইচ ডি বলেন :—

"'তরঙ্গ' নাটকখানি গল্পকারকে নিজের মুখে পড়িতে শুনিয়াছি। আসরে দুই অঙ্ক পড়িয়া তিনি পড়া বন্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রোতাদের ঔৎসুক্য তাঁহাকে সমস্তটা পড়িতে বাধ্য করে। যে-কোন বইএর পক্ষেই ইহা একটা খুব বড় কথা। বইখানিতে একটা গোটা পল্লী অঙ্কন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঘটনার সমবায়ে চরিত্রগুলি সজীব।

বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক শ্রীযুত সুবোধকুমার ঘোষ এম, এ লিখেছেন

"প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শোষিত গণশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলন গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে আপনার 'তরঙ্গ' নাটকে। বাস্তব ও আধুনিক সমস্যার উপরেই নাটকের ভিত্তি, অধিকাংশ চরিত্র বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অঙ্কিত, সংলাপও গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম।

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :—

'বিচিত্র ও বহুমুখীন ঘটনাবলীকে নাট্যকার যেন এক কেন্দ্রানুগ শক্তির সাহায্যে সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। নাটকে বহু চরিত্র ঘটনাপুঞ্জের আবর্ত্তে [illegible] নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নির্বিশেষে বিলীন হইয়া যায় নাই।……